

২০২১-২২ অর্থ-বছরের বাজেট কার্যক্রমে

বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সংস্কারের প্রস্তাব



বাংলাদেশ ভ্যাট প্রফেশনালস ফোরাম
(ভ্যাট ফোরাম)

মার্চ, ২০২১

শিরোনাম: ২০২১-২২ অর্থ-বছরের বাজেট কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায়
সংস্কারের প্রস্তাব

প্রকাশক: বাংলাদেশ ভ্যাট প্রফেশনালস ফোরাম (ভ্যাট ফোরাম)

স্কাইলার্ক পয়েন্ট (৫তলা),

২৪/এ বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।

মোবাইল: ০১৭৩০-৪৮৬৬১৪, ০১৭৫৮-৬৬৯০৬৫

প্রকাশ কাল: মার্চ, ২০২১

মুদ্রণ: মেসার্স জননী প্রিন্টার্স

১৯ প্রতাপ দাশ লেন

সিংটোলা, সূত্রাপুর

ঢাকা-১১০০।

বিন্যাস: মোঃ সেলিম

মূল্য: বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

Compliance Reduces Business Costs

পরিপালন ব্যবসার খরচ কমায়

পরিপালন করুন, ব্যবসার খরচ কমান

বাংলাদেশ ভ্যাট প্রফেশনালস ফোরাম
(ভ্যাট ফোরাম)

ভূমিকা

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ভূমিকায় বর্ণিত রয়েছে যে, এই আইনের উদ্দেশ্য হলো ৪টি। এক, কর আদায়ের ক্ষেত্র বিস্তৃতকরণ; দুই, কর আদায় প্রক্রিয়া সহজীকরণ; তিন, বিধি-বিধান সুসংহতকরণ এবং চার, আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিধান প্রণয়ন। এই উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখে বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থাকে আরো রাজস্ব-বান্ধব, ব্যবসা-বান্ধব, শিল্প-বান্ধব, বিনিয়োগ-বান্ধব এবং সর্বোপরি জন-বান্ধব করার প্রয়াসে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়নের প্রাক্কালে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২; মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এবং তদধীনে প্রণীত এসআরও, আদেশে সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন, সন্নিবেশের জন্য বাংলাদেশ ভ্যাট প্রফেশনালস ফোরাম-এর পক্ষ থেকে এই পুস্তিকায় বেশ-কিছু প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ভ্যাট প্রফেশনালস ফোরাম (ভ্যাট ফোরাম) গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থাকে রাজস্ব-বান্ধব, ব্যবসা-বান্ধব, শিল্প-বান্ধব, বিনিয়োগ-বান্ধব সর্বোপরি জন-বান্ধব করার প্রত্যয় নিয়ে। সে উদ্দেশ্যে প্রতি বছর বাজেটের প্রাক্কালে ভ্যাট ফোরাম থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবরে ভ্যাট আইন, বিধি, এসআরও ইত্যাদিতে সংশোধন আনয়নের জন্য প্রস্তাব দেয়া হয়। সে ধারাবাহিকতায় এবারও একইভাবে বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সংস্কারের প্রয়াসে বেশ-কিছু প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। আশা করি, প্রস্তাবসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবং অর্থ আইন, ২০২০; সংশ্লিষ্ট এসআরও এবং আদেশে প্রস্তাবসমূহ প্রতিফলিত হবে।

এই প্রস্তাবসমূহ প্রস্তুত করার জন্য ড. মোঃ আব্দুর রউফ প্রণীত “সহজ ভাষায় নতুন ভ্যাট আইন” শীর্ষক পুস্তক থেকে প্রচুর সহায়তা নেয়া হয়েছে। মূলত উক্ত পুস্তকের সপ্তম সংস্করণে প্রদত্ত প্রস্তাবসমূহ এখানে সংকলন করা হয়েছে। সেজন্যে তাঁর প্রতি ভ্যাট ফোরামের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাছাড়া, সংকলনটি প্রস্তুত করতে বাংলাদেশ ভ্যাট প্রফেশনালস ফোরামের সদস্যদের মতামত নেয়া হয়েছে। ভ্যাট ফোরাম পলিসি উইং এর সদস্যগণ কাজ করেছেন। তাদের প্রস্তাবও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রতি অর্থ বছরে বাজেট প্রণয়নের প্রাক্কালে মাঠ পর্যায়ের ভ্যাট অফিস এবং ব্যবসায়ী সংগঠনের কাছে প্রস্তাব চেয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে পত্র দেয়া হয়। এ সংকলনটি বাজেটের বেশ আগে প্রকাশ করার কারণ হলো, আমরা আশা করি, মাঠ পর্যায়ের ভ্যাট অফিস এবং ব্যবসায়ী সংগঠন কর্তৃক এ প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করা হবে এবং তাদের প্রস্তাবের মধ্যে এ প্রস্তাবগুলো অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হবে। তাহলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করা অধিকতর সহজ হবে। এখানে মোট ৮১টি প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশা করি অধিকাংশ প্রস্তাব ব্যবসায়ী সংগঠন, মাঠ পর্যায়ের ভ্যাট অফিসসমূহ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থাকে রাজস্ব-বান্ধব এবং ব্যবসা-বান্ধব করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি অন্যতম পদক্ষেপ হলো সহজীকরণ। সহজীকরণ অর্থ হলো, জনগণ ভ্যাট পরিশোধ করবে, তবে সহজ পন্থায়। সহজীকরণের মূল হলো সহজ বিধি-বিধান যা সকলের নিকট অধিগম্য ও বোধগম্য এবং যা বাস্তবায়ন করা সহজ। আমরা আশা করি, প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করা হলে তা উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ সাধনে প্রভূত সহায়ক হবে।

প্রস্তাবিত কোনো বিষয়ে যদি কেউ কোনো আলোচনা করতে চান, তাহলে দয়া করে নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সাথে এবং ভ্যাট ফোরাম পলিসি উইং-এর সমন্বয়ক ও সহ-সমন্বয়কগণের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি:

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	মোবাইল ও ই-মেইল
০১.	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান নির্বাহী পরিচালক, নোমান গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ; ভাইস চেয়ারম্যান, ভ্যাট ফোরাম; (এনবিআর প্রদত্ত মূসক পরামর্শক লাইসেন্সপ্রাপ্ত)	০১৭১১-৫৪৮৩৪১ hafizur1964@gmail.com
০২.	মীর মোঃ শামীম হোসেন এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার (ভ্যাট) র্যাংস গ্রুপ অব কোম্পানীজ ট্রাস্টী বোর্ড মেম্বর, ভ্যাট ফোরাম	০১৯২৪-৭৯৭০৯৬ shamim83_08@yahoo.com shamim@rangs.com.bd
০৩.	জনাব মোঃ ইকরামুল ইসলাম ভ্যাট এ্যাডভাইজার সেক্রেটারী, ভ্যাট ফোরাম ও সহ-সমন্বয়ক ভ্যাট ফোরাম পলিসি উইং	০১৬২৪-৯৪৬৫৯০ ০১৭৬২-৩৭৫৩২৫ ekram.ema@gmail.com
০৪.	জনাব মোঃ আরশেদ আলী (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রদত্ত মূসক পরামর্শক লাইসেন্স এবং মূসক এজেন্ট লাইসেন্সপ্রাপ্ত) সদস্য ভ্যাট ফোরাম ও সমন্বয়ক ভ্যাট ফোরাম পলিসি উইং	০১৭১১-৬২০০৯৩ arshed.advisor@gmail.com arshed.advisor@yahoo.com
০৫.	জনাব মোঃ আনোয়ারুজ্জামান, এফসিএ (এনবিআর প্রদত্ত মূসক এজেন্ট লাইসেন্সপ্রাপ্ত) পার্টনার, রহমান মোস্তফা আলম এ্যান্ড কোং সদস্য ভ্যাট ফোরাম ও সহ-সমন্বয়ক ভ্যাট ফোরাম পলিসি উইং	০১৯১৪-২৮৪৭০৫ anwaroic98@yahoo.com mazamanrma@gmail.com

বাংলাদেশ ভ্যাট প্রফেশনালস ফোরাম
(ভ্যাট ফোরাম)

সমন্বয় কমিটি
ভ্যাট ফোরাম পলিসি উইং

ক্র. নং	নাম, পদবী ও ভ্যাট ফোরাম মেম্বারশীপ নম্বর	কমিটিতে অবস্থান
০১.	মোঃ আরশেদ আলী (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রদত্ত মূসক পরামর্শক লাইসেন্স এবং মূসক এজেন্ট লাইসেন্সপ্রাপ্ত) সদস্য নং-২০১৭-০৫৯২	সমন্বয়ক ০১৭১১-৬২০০৯৩
০২.	জনাব মোঃ ইকরামুল ইসলাম সেক্রেটারী, ভ্যাট ফোরাম সদস্য নং-২০১৪-০১১৮	সহ-সমন্বয়ক ০১৬২৪-৯৪৬৫৯০ ০১৭৬২-৩৭৫৩২৫
০৩.	ব্যারিস্টার ফয়েজ উদ্দীন আহমেদ এ্যাডভোকেট সুপ্রীম কোর্ট অব বাংলাদেশ সদস্য নং-২০১৫-০২১৮	সহ-সমন্বয়ক ০১৭৯৬-৫৮৬৩৯৬
০৪.	মোঃ হাবিবুর রহমান সিনিয়র এডিশনাল ডাইরেক্টর (ভ্যাট এ্যান্ড ট্যাক্স) ওয়ালটন গ্রুপ সদস্য নং-২০১৭-০৫০৯	সহ-সমন্বয়ক ০১৭১৬-১৮৭৯১৩
০৫.	মোঃ আনোয়ারুজ্জামান, এফসিএ (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রদত্ত মূসক এজেন্ট লাইসেন্সপ্রাপ্ত) পার্টনার, রহমান মোস্তফা আলম এ্যান্ড কোং চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস সদস্য নং-২০১৯-০৮১৮	সহ-সমন্বয়ক ০১৯১৪-২৮৪৭০৫
০৬.	ওমর ফারুক স্বত্বাধিকারী, ট্যাক্সল্যাব সদস্য নং-২০১৩-০০০৮	সদস্য
০৭.	মোঃ কামরুল আলম কনসালট্যান্ট (ট্যাক্স এ্যান্ড ভ্যাট) টিচার, সানীডেইল স্কুল। সদস্য নং-২০১৫-০১৩৮	সদস্য

ক্র. নং	নাম, পদবী ও ভ্যাট ফোরাম মেম্বরশীপ নম্বর	কমিটিতে অবস্থান
০৮.	মোঃ আকতারুল ইসলাম অফিস এক্সিজিউটিভ ভ্যাট ফোরাম সদস্য নং-২০১৫-০১৫৯	সদস্য
০৯.	মাসুদ আলম এ্যাডভোকেট ঢাকা জজ কোর্ট সদস্য নং-২০১৫-০১৬০	সদস্য
১০.	শাহ্ মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন জয় এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার (ভ্যাট) বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এবং আরটিভি সদস্য নং-২০১৪-০২১৮	সদস্য
১১.	মোঃ লিটনুর রহমান কনসালট্যান্ট টোটাল ভ্যাট সলিউশন সদস্য নং-২০১৫-০২২৪	সদস্য
১২.	মোঃ রাশেদ নিজাম সিনিয়র পার্টনার রাশেদ-রেজাউল ল' এ্যাসোসিয়েশন সদস্য নং-২০১৬-০২৬২	সদস্য
১৩.	ড. মোঃ ফারুক আলী তরফদার, এসিএমএ জেনারেল ম্যানেজার বাংলাদেশ রিসার্স এন্ড এডুকেশন নেটওয়ার্ক সদস্য নং-২০১৬-০৩২৫	সদস্য
১৪.	ব্যারিস্টার ফারিয়া হক এ্যাডভোকেট সুপ্রীম কোর্ট অব বাংলাদেশ সদস্য নং-২০১৫-০৪৬৮	সদস্য
১৫.	মোঃ আয়ুব আলী ম্যানেজার (এ্যাকাউন্টস এ্যান্ড ফাইন্যান্স) নোমান গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ সদস্য নং-২০১৭-০৫৫৫	সদস্য

ক্র. নং	নাম, পদবী ও ভ্যাট ফোরাম মেম্বারশীপ নম্বর	কমিটিতে অবস্থান
১৬.	মোঃ শামীম মোড়ল আয়কর আইনজীবী শামীম এ্যান্ড এ্যাসোসিয়েটস সদস্য নং-২০১৮-০৫৮০	সদস্য
১৭.	মোঃ তৈমুর হাসান, এফসিজিএ অর্থ ব্যবস্থাপক ইন্টারটেক বাংলাদেশ সদস্য নং-২০১৮-০৬১৫	সদস্য
১৮.	মোঃ রাকিবুল হাসান এমডি এ্যান্ড সিইও এনডোর্সার ইন্টারন্যাশনাল বিজিনেস কোং লিঃ সদস্য নং-২০১৮-০৬৭৩	সদস্য
১৯.	মোঃ ইউসুফ আলী দেওয়ান এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার (এ্যাকাউন্টস এ্যান্ড ভ্যাট) পপুলার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ সদস্য নং-২০১৮-০৭২৩	সদস্য
২০.	মোঃ রাশেদ হোসেন এ্যডভাইজার (ভ্যাট এ্যান্ড ট্যাক্স) ডেলকো ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানী সদস্য নং-২০১৮-০৭৩০	সদস্য
২১.	পবিত্র কুমার সুব্রধর ম্যানেজার (এ্যাকাউন্টস এ্যান্ড ফাইন্যান্স) এ্যারিস্টোক্র্যাটিক ফ্যাশন (প্রাঃ) লিঃ। সদস্য নং-২০১৯-০৭৯৮	সদস্য
২২.	আব্দুল্লাহ আল মামুন ম্যানেজার (ফাইন্যান্স) ইউরো-বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড সদস্য নং-২০১৯-০৮৫৩	সদস্য
২৩.	মোঃ ওমর ফারুক এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার (ভ্যাট এ্যান্ড ট্যাক্স) যমুনা স্পেসটেক জয়েন্ট ভেঞ্চার লিঃ সদস্য নং-২০১৯-০৮৬২	সদস্য

ক্র. নং	নাম, পদবী ও ভ্যাট ফোরাম মেম্বরশীপ নম্বর	কমিটিতে অবস্থান
২৪.	আরিফুর রহমান সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (ভ্যাট) আর. এন. এন্টারপ্রাইজ সদস্য নং-২০১৯-০৮৭৮	সদস্য
২৫.	মোঃ শাবরিয়ার আলম শাফী এ্যাডভোকেট ঢাকা জজ কোর্ট সদস্য নং-২০২০-০৯০০	সদস্য

সূচীপত্র

প্রস্তাব নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
-------------	-------	--------

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এ সংশোধনের প্রস্তাব

প্রস্তাব-০১	কেন্দ্রীয় নিবন্ধন পদ্ধতিতে সংস্কারের প্রস্তাব	১৫
প্রস্তাব-০২	উৎসে মূসক কর্তন ব্যবস্থায় সংস্কারের প্রস্তাব	২০
প্রস্তাব-০৩	ধারা ২ এর দফা (৫) এ উপ-দফা (ঙ) অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ	২১
প্রস্তাব-০৪	ধারা ২ এর দফা (৬) “অর্থনৈতিক কার্যক্রম” এর সংজ্ঞা বিলুপ্ত করার প্রস্তাব	২২
প্রস্তাব-০৫	ধারা ২ এর দফা (৮) আগাম কর ব্যবস্থায় সংস্কারের প্রস্তাব	২৬
প্রস্তাব-০৬	ধারা ২ এর দফা (১৮) সংশোধন করার প্রস্তাব	২৭
প্রস্তাব-০৭	ধারা ২ এর দফা (৩২) প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব	২৭
প্রস্তাব-০৮	ধারা ২ এর দফা (৩৪) এ উপ-দফা (ঠ) অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ	২৭
প্রস্তাব-০৯	ধারা ২ এর দফা (৪২) প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব	২৮
প্রস্তাব-১০	ধারা ২ এর দফা (৪৮) প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব	২৮
প্রস্তাব-১১	ধারা ২ এর দফা (৫৭) প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব	২৮
প্রস্তাব-১২	ধারা ২ এর দফা ৭১ এ সংশোধনের প্রস্তাব	২৯
প্রস্তাব-১৩	ধারা ২ এর দফা ৮২ প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব	২৯
প্রস্তাব-১৪	ধারা ২ এর দফা ৮৭ সংশোধনের প্রস্তাব	৩০
প্রস্তাব-১৫	সমন্বয় সংক্রান্ত বিধানে সংশোধনের প্রস্তাব	৩১
প্রস্তাব-১৬	ধারা ২১ এর শিরোনাম প্রতিস্থাপন বা ধারাটি বিলুপ্ত করার প্রস্তাব	৩১
প্রস্তাব-১৭	ধারা ২৩ এর দফা (৬) এর পর শর্তাংশ সন্নিবেশ করার প্রস্তাব	৩২
প্রস্তাব-১৮	ধারা ২৪ এর দফা (১১) এর পর শর্তাংশ সন্নিবেশ করার প্রস্তাব	৩২
প্রস্তাব-১৯	ধারা ২৬ এ দফা (গ) সন্নিবেশ করার প্রস্তাব	৩২
প্রস্তাব-২০	ধারা ২৯ এ সংশোধনের প্রস্তাব	৩৩
প্রস্তাব-২১	ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (৪) এর পর নতুন উপ-ধারা (৪ক) সন্নিবেশ করার প্রস্তাব	৩৩
প্রস্তাব-২২	ধারা ৩৭ বিলুপ্ত করার প্রস্তাব	৩৩

প্রস্তাব নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রস্তাব-২৩	ধারা ৩৯(২) প্রতিস্থাপন	৩৪
প্রস্তাব-২৪	ধারা ৪৩(৩) থেকে “অনিবন্ধিত” শব্দটি বিলুপ্ত করার প্রস্তাব	৩৪
প্রস্তাব-২৫	ধারা ৪৫ প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব	৩৪
প্রস্তাব-২৬	ধারা ৪৬(১) এ সংশোধনের প্রস্তাব	৩৫
প্রস্তাব-২৭	ধারা ৪৬(৩)(গ) এ সংশোধনের প্রস্তাব	৩৬
প্রস্তাব-২৮	ধারা ৪৬(৩)(ঙ) এ সংশোধনের প্রস্তাব	৩৬
প্রস্তাব-২৯	ধারা ৪৭ প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব	৩৭
প্রস্তাব-৩০	ধারা ৪৮ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব	৪৩
প্রস্তাব-৩১	ধারা ৫০(২) প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব	৪৬
প্রস্তাব-৩২	ধারা ৬৪(১) সংশোধন করার প্রস্তাব	৪৭
প্রস্তাব-৩৩	ধারা ৭১ এ সংশোধনের প্রস্তাব	৪৭
প্রস্তাব-৩৪	ধারা ৭২ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব	৪৮
প্রস্তাব-৩৫	ধারা ৭৬(২) প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব	৪৮
প্রস্তাব-৩৬	ধারা ৮৬(৩) এ সংশোধন করার প্রস্তাব	৪৯
প্রস্তাব-৩৭	ধারা ৯১(২)(খ), ৯১(৩) পদ্ধতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন	৪৯
প্রস্তাব-৩৮	ধারা ১০৭ এ সংযোজন করার প্রস্তাব	৪৯
প্রস্তাব-৩৯	ধারা ১২২(৩) ও ১২২(৪) বিলুপ্ত করার প্রস্তাব	৫০
প্রস্তাব-৪০	প্রথম তফসিল, ২য় খণ্ড অনুচ্ছেদ ৬(ক) “ব্যক্তিগত সেবা” এর আওতায় “দিন মজুর” এবং “কর্মচারী কর্তৃক নিয়োগকর্তাকে প্রদত্ত সেবা” অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ	৫০
প্রস্তাব-৪১	তৃতীয় তফসিল এবং অব্যাহতি প্রজ্ঞাপনে বৈপরিত্য দূরিকরণ	৫১
প্রস্তাব-৪২	৩য় তফসিল-এর অনুচ্ছেদ ৩ প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ	৫১

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬
এ সংশোধনের প্রস্তাব

প্রস্তাব-৪৩	“চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক” এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করার প্রস্তাব	৫৭
প্রস্তাব-৪৪	“পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি” এই সংজ্ঞাটি প্রতিস্থাপন বা বিলুপ্ত করার প্রস্তাব	৫৭
প্রস্তাব-৪৫	বিধি ২(এ৩) “বিনিময় পদ্ধতির সরবরাহ” সংজ্ঞাটি বিলুপ্ত বা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব	৫৯
প্রস্তাব-৪৬	বিধি ৪(২)(খ) প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব	৫৯

প্রস্তাব নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রস্তাব-৪৭	বিধি ৫(২)(খ) প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব	৫৯
প্রস্তাব-৪৮	বিধি ১৮ক বিলুপ্ত করে বিধি ১৮ক, ১৮খ, ১৮গ ও ১৮ঘ সন্নিবেশ করার প্রস্তাব	৬০
প্রস্তাব-৪৯	বিধি ২৩ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) এবং উপ-বিধি (২) বিলুপ্ত করার সুপারিশ	৬৪
প্রস্তাব-৫০	বিধি ২৪ সংশোধনের প্রস্তাব	৬৫
প্রস্তাব-৫১	বিধি ২৬ সংশোধন করার প্রস্তাব	৬৫
প্রস্তাব-৫২	বিধি ২৭ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব	৬৫
প্রস্তাব-৫৩	বিধি ২৮ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব	৬৭
প্রস্তাব-৫৪	বিধি ২৯(৪) প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব	৬৯
প্রস্তাব-৫৫	বিধি ৩০ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব	৭০
প্রস্তাব-৫৬	বিধি ৩১ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব	৭০
প্রস্তাব-৫৭	বিধি ৩২ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব	৭২
প্রস্তাব-৫৮	বিধি ৩৩ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব	৭৩
প্রস্তাব-৫৯	বিধি ৩৪ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব	৭৫
প্রস্তাব-৬০	বিধি ৩৫ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব	৭৯
প্রস্তাব-৬১	বিধি ৩৬ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব	৮০
প্রস্তাব-৬২	বিধি ৪৫ সংশোধন করার প্রস্তাব	৮১
প্রস্তাব-৬৩	বিধি ৪৯ সংশোধন করার প্রস্তাব	৮২
প্রস্তাব-৬৪	বিধি ৫১ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব	৮২
প্রস্তাব-৬৫	বিধি ৫২(৬) বিলুপ্ত করার প্রস্তাব	৮২
প্রস্তাব-৬৬	বিধি ১০১ এ সংযোজনের প্রস্তাব	৮৩
প্রস্তাব-৬৭	প্রতিনিধির সংজ্ঞা সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রস্তাব	৮৩
প্রস্তাব-৬৮	ছাপাখানার সংজ্ঞায় সংশোধনের প্রস্তাব	৮৩
প্রস্তাব-৬৯	পরামর্শকের সংজ্ঞায় সংশোধনের প্রস্তাব	৮৩
প্রস্তাব-৭০	সিএন্ডএফ সেবার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ আদেশ জারি করার প্রস্তাব	৮৪
প্রস্তাব-৭১	উপকরণ বা পণ্য অন্যত্র সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধান করার নিমিত্তে আদেশ জারি করার প্রস্তাব	৮৫
প্রস্তাব-৭২	ভ্যাট ফোরামের সদস্যগণকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ব্যতীত মুসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রদান করার প্রস্তাব	৮৫

প্রস্তাব নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রস্তাব-৭৩	রপ্তানির পদ্ধতি সংক্রান্ত একটা সাধারণ আদেশ জারি করার প্রস্তাব	৮৬
প্রস্তাব-৭৪	মুসক চালানপত্রে ক্রেতার ঠিকানা সন্নিবেশ করার প্রস্তাব	৮৬
প্রস্তাব-৭৫	“অর্থনৈতিক সংগঠনের সদস্য সেবা” এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করার প্রস্তাব	৮৬
প্রস্তাব-৭৬	যোগানদার এর সংজ্ঞায় সংশোধনের প্রস্তাব	৮৭
প্রস্তাব-৭৭	সমন্বিত হিসাব ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রস্তাব	৮৭
প্রস্তাব-৭৮	ভ্যাট অব্যাহতি সংক্রান্ত সকল প্রজ্ঞাপন সমন্বিত করে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করার প্রস্তাব	৯২
প্রস্তাব-৭৯	আগাম কর বাতিলপূর্বক এটিভি পুনর্বহাল করার প্রস্তাব	৯৩
প্রস্তাব-৮০	ব্লকচেইন টেকনোলোজির ব্যবহার বাড়ানোর প্রস্তাব	৯৪
প্রস্তাব-৮১	অভিন্ন মূল্যে বিক্রয় সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা যায়	৯৪

সংযুক্তি

সংযোজনী-১	কেন্দ্রীয় নিবন্ধন	৯৫
সংযোজনী-২	উৎস ভ্যাট কর্তন	১০০
সংযোজনী-৩	সিএন্ডএফ সেবা	১০৮
সংযোজনী-৪	উপকরণ বা পণ্য অন্যত্র সংরক্ষণ সংক্রান্ত	১০৯

প্রস্তাব-১

কেন্দ্রীয় নিবন্ধন পদ্ধতিতে সংস্কারের প্রস্তাব

আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় বর্তমানে প্রচলিত কেন্দ্রীয় নিবন্ধন পদ্ধতি সহজ নয়। অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠান এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারছে না; তাই, পদ্ধতিটি জনপ্রিয় নয়। ভ্যাট ব্যবস্থায় কোনো পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন করতে হলে দুটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। এক, পদ্ধতিটি ভ্যাটদাতাদের জন্য পরিপালন করা সহজ হতে হবে; এবং দুই, ভ্যাট আদায় নিশ্চিত হতে হবে; অর্থাৎ ভ্যাট ফাঁকি প্রতিরোধ হতে হবে। আমাদের প্রথমে মনে রাখতে হবে যে, কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের মূল উদ্দেশ্য কি? তারও পেছনে গিয়ে প্রশ্ন করা যায় যে, ভ্যাট আইনের মূল উদ্দেশ্য কি? ভ্যাট আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের নিকট থেকে ভ্যাট আহরণ করা। তবে, ভ্যাট আহরণ করতে হবে সহজভাবে, যেন ভ্যাট প্রদান করা জনগণের জন্য কঠিন না হয়। ভ্যাটের বিষয় বুঝা, ভ্যাটের পদ্ধতি পরিপালন করা, ভ্যাট প্রদান করা ইত্যাদি নানাবিধ পরিপালন যেন ভ্যাটদাতাদের জন্য সহজ হয়। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (কখনও ভ্যাট আইন বা নতুন ভ্যাট আইন বলে উল্লেখিত) এর ভূমিকায় ৪টি উদ্দেশ্য বিধৃত হয়েছে; তার মধ্যে একটা হলো ভ্যাট আদায় প্রক্রিয়া সহজীকরণ। মূল কথা হলো, ভ্যাট সহজভাবে আদায় করতে হবে। ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করতে গেলে যারা ভ্যাট পরিশোধ করে প্রথমে তাদের তালিকা প্রস্তুত করতে হয়। এই হলো ভ্যাট নিবন্ধন। তালিকা প্রস্তুত করা হলে তথ্য ব্যবস্থাপনা সহজ হয়। শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শুধুমাত্র ভ্যাট আইনের আওতায় নিবন্ধন নিতে হয় না; বরং তাদের আরো বেশ কয়েকটি আইনের আওতায় নিবন্ধন নিতে হয়। তাই, সবচেয়ে ভালো হতো যদি একটা নিবন্ধন দিয়ে সব কাজ করা যেতো। তা আমাদের দেশে এখনও সম্ভব হয়নি; কারণ, আমাদের তথ্য ব্যবস্থাপনা এখনও ততটা উন্নত হয়নি। অনেক উন্নত দেশে একজন ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, আয়কর, ভ্যাট ইত্যাদি একটি নাম্বার দিয়ে পরিচালনা করা হয়। তা অনেক সহজ এবং কার্যকর।

আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থার নিবন্ধন সংক্রান্ত মূল কথা হলো যেখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে, সেখানে ভ্যাট নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে। কোনো প্রতিষ্ঠান যদি একটিমাত্র স্থান হতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, তাহলে তার কোনো অসুবিধা নেই। প্রতিষ্ঠানটি একটি স্থানে ভ্যাট নিবন্ধন নেবে এবং সেখান থেকে সকল পরিপালন করবে। কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের ব্যবসায়িক প্রয়োজনে একাধিক কখনও বহু শাখা-প্রশাখা থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানি আইনের আওতায় নিবন্ধিত হতে হয়, আয়কর আইনের আওতায় নিবন্ধিত হতে হয়; আবার ভ্যাট আইনের আওতায় নিবন্ধিত হতে হয়। সবচেয়ে উত্তম হতো যদি একটি নিবন্ধন এবং একটি হিসাব দিয়ে এই তিন আইনের পরিপালন করা যেতো। এই তিন আইনে মূলত লেন-দেন, ক্রয়-বিক্রয়, লাভ-লোকসানের হিসাব দেখা হয় যা একটা হিসাবের মাধ্যমে রাখা সম্ভব। এভাবে যদি আমরা সবকিছু সহজ করতে পারতাম, তাহলে অনেক আগেই আমরা ease of doing business

index এ অনেক উপরে উঠে যেতাম। আমাদের অগ্রগতি হচ্ছে, তবে তা হচ্ছে ধীরে ধীরে।
ভীশন ২০৪১ অর্জন করার লক্ষ্যে আমাদের আরো দ্রুততার সাথে পথ চলতে হবে।

ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধন মূলত দু'প্রকার; যথা: (১) ইউনিট নিবন্ধন; এবং (২) কেন্দ্রীয় নিবন্ধন। ইউনিট নিবন্ধন হলো এক স্থানে একটি নিবন্ধন। অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা শাখা বা যে কোনো ধরনের ইউনিট বা কার্যক্রম এই নিবন্ধনের আওতায় থাকে না। ধরুন, একটি উৎপাদনকারী যার নাম রাহমান কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ। প্রতিষ্ঠানটি সাবান উৎপাদন করে। ধরুন, গাজিপুরের মাওনায় প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন স্থান। প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদন করে ডিলার-ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে বিক্রি করে দেয়। এরপর আর এই প্রতিষ্ঠানের কোনো দায়িত্ব থাকে না। তার মূল কার্যক্রম হলো উৎপাদন করা এবং সেখান থেকে বিক্রি করা। এই প্রতিষ্ঠানটি ভ্যাটের যে নিবন্ধন নেবে তা হলো ইউনিট নিবন্ধন। এই নিবন্ধনের আওতায় শুধুমাত্র এই একটি প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র সংরক্ষণ করতে হবে এবং ভ্যাট সংক্রান্ত যাবতীয় পরিপালন করতে হবে। আবার ধরুন, এই প্রতিষ্ঠানটির আওতায় তিনটি উৎপাদনস্থল রয়েছে; দুটি গাজিপুরে এবং একটি সাভারে। তাছাড়া, সারাদেশে তাদের নিজস্ব ১০টি ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার রয়েছে। এই তিনটি স্থান থেকে উৎপাদন করে ওই ১০টি স্থানে নিয়ে মজুদ করা হয়। সেখান থেকে বিক্রি করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এ পর্যন্ত শেষ। প্রতিষ্ঠানটি একটি লিমিটেড কোম্পানি। প্রতিষ্ঠানের মালিক বেশ কয়েকজন। কোম্পানী আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠানটির একটি নিবন্ধন রয়েছে। আয়কর আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠানটির একটি টিআইএন রয়েছে। তিনটি উৎপাদন স্থল, ১০টি ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার এবং একটি হেড অফিস মোট ১৪টি স্থানের হিসাব একসাথে রাখা হয়। সিএ ফার্ম এই ১৪টি স্থানের হিসাব একত্রে একটি অডিট রিপোর্ট প্রস্তুত করে। প্রতিষ্ঠানটির কোম্পানী আইনের হিসাব আর আয়কর আইনের হিসাব একই। এই প্রতিষ্ঠানটিকে যদি ভ্যাট আইনের আওতায় ১৪টি স্থানে ১৪টি নিবন্ধন নিতে হয়, তাহলে তার জন্য সহজ হবে না এবং সরকারের জন্যও কার্যকর হবে না। তাকে দেয়া দরকার কেন্দ্রীয় ভ্যাট নিবন্ধন। একটি উৎপাদন স্থানকে কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করে বা হেড অফিসকে কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করে অবশিষ্ট ১৩টি স্থানকে কেন্দ্রের আওতায় শাখা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সব স্থানে পৃথক হিসাব রাখতে হবে, তবে কেন্দ্রে সব স্থানের হিসাব একত্রে রাখতে হবে। সব স্থান থেকে ভ্যাট চালান ইস্যু করে বিক্রি করা যাবে। এই ১৪টি স্থানের মধ্যে উপকরণ, পণ্য বা সেবা ফ্রি চলাচল করতে পারবে। প্রতিষ্ঠানটি ভ্যাট অফিসে একটি রিটার্ন দাখিল করবে। ১৪টি স্থানের হিসাব একত্রে অডিট হবে। তাহলে দেখা যাবে যে, কোম্পানী আইন, আয়কর আইন এবং ভ্যাট আইনের পরিপালন হচ্ছে একটি, একই ধরনের হিসাবের মাধ্যমে যা হবে ভ্যাটদাতার জন্য সহজ এবং এই তিন আইনের প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের জন্য সহজ। তাহলে হিসাব ম্যানিপুলেট করাও কঠিন হয়ে যাবে। একে বলে সহজীকরণ।

কিন্তু আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় বর্তমানে যে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে তা মোটেও এরকম হয়নি। বিষয়টি উত্তমরূপে যেন পাঠকগণ বুঝতে পারেন সে উদ্দেশ্যে আমি এখন ১৯৯১ সাল থেকে এ পর্যন্ত আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় যে সব কেন্দ্রীয়

নিবন্ধন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তা আলোচনা করবো এবং সব শেষে বর্তমান পদ্ধতি আলোচনা করবো ইন-শা-আল্লাহ। ১৯৯১ সালে আমাদের দেশে যখন প্রথম ভ্যাট ব্যবস্থা চালু করা হয়, তখনও কেন্দ্রীয় নিবন্ধন পদ্ধতি চালু ছিল। তখন নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানদেরকে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন দেয়া হতো:

- (ক) কোনো উৎপাদনকারী যদি এক স্থানে উৎপাদন করে একাধিক বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রি করতো;
- (খ) কোনো বাণিজ্যিক আমদানিকারক যদি এক ঠিকানায় আমদানি করে একাধিক বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রি করতো; এবং
- (গ) কোনো সেবা প্রদানকারী যদি একাধিক স্থান থেকে সেবা প্রদান করতো।

প্রথম দিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কেন্দ্রীয় নিবন্ধন প্রদান করতো। পরবর্তীতে তা বিভাগীয় কর্মকর্তার ওপর ন্যস্ত করা হয়।

তাছাড়া, ১৯৯১ সনের ভ্যাট আইনের আওতায় আরো একটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল যা অভিন্ন মূল্যে বিক্রয় পদ্ধতি নামে অভিহিত ছিল। এই পদ্ধতির আওতায় কোনো উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক সর্বশেষ স্থান পর্যন্ত প্রযোজ্য ভ্যাট কেন্দ্র থেকে প্রদান করে নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র, ডিলার এবং এজেন্টের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করতে পারতেন। বিক্রয় কেন্দ্র, ডিলার এবং এজেন্টের বিক্রয় স্থানে ভ্যাট পরিশোধ করতে হতো না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই পদ্ধতি অনুমোদন করতো। আমাদের দেশে ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম দিকে বিশেষ করে ১৯৯৬-৯৮ সালে অনেক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছিল এবং অভিন্ন মূল্যে পণ্য বিক্রির অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। তখন খুব সহজে এগুলো অনুমোদন দেয়া হতো। ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম দিকে সিস্টেমটি উত্তমভাবে গড়ে তোলার আন্তরিকতা অনেকের মধ্যে ছিল এবং কয়েক বছর পর যখন সিস্টেমটি stable হয়ে যায় তখন তেমন বিরোধীতা ছিল না। তাই, তখন তা সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তীতে নানা কারণে আস্তে আস্তে আমাদের দেশের ভ্যাট সিস্টেমের উন্নতি না হয়ে নানা জটিলতা সৃষ্টি হতে থাকে। ২০০৯ সালে প্রথমে নতুন ভ্যাট আইনের একটি খসড়া নিয়ে আলোচনা শুরু হয় তারপর নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে প্রায় ১০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এই দীর্ঘ সময়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি আমাদের দেশের ভ্যাট সিস্টেমে হয়েছে কিনা তা বিচার করার দায়িত্ব আমি পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিলাম। আমি আজ দীর্ঘ ২৫ বছর ভ্যাট ব্যবস্থার সাথে কাজ করছি। তাই, আমার নিজস্ব একটা মূল্যায়নতো অবশ্যই রয়েছে।

এরপর মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হলো। এই আইন প্রণয়ন করার সময় কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের যে পদ্ধতি ছিল তা নিম্নরূপ:

- (ক) একটি শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কোম্পানী আইন, আয়কর আইন এবং ভ্যাট আইনের আওতায় একটি নিবন্ধন থাকবে;
- (খ) তবে, কোনো শাখায় যদি পৃথকভাবে হিসাবপত্র সংরক্ষণ করা হয় এবং যদি মালিক ওই স্থানে আলাদা ভ্যাট নিবন্ধন নিতে চান, তাহলে তা নিতে পারবেন;

অর্থাৎ নতুন ভ্যাট আইনে মূলত ছিল কেন্দ্রীয় নিবন্ধন। ১৭ মার্চ ২০১৭ তারিখ থেকে অনলাইনে ভ্যাট নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়। তখন সব প্রতিষ্ঠানকে এভাবে নিবন্ধন দেয়া হয়েছিল।

২০১৭ সালে নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন দু'বছর পিছিয়ে যায়। তবে, অটোমেশন কার্যক্রম চলমান রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়। সে অনুযায়ী ভ্যাট নিবন্ধন কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে সম্পাদিত হতে থাকে। অনলাইনে ভ্যাট নিবন্ধনের প্রক্রিয়া প্রস্তুত করা হয়েছিল নতুন ভ্যাট আইনের বিধান অনুসারে যা ছিল মূলত কেন্দ্রীয় নিবন্ধন। কিন্তু এ সময় ১৯৯১ সনের ভ্যাট আইন চালু ছিল। তাই, এই দু'বছর নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বেশ জটিলতা বিরাজমান ছিল।

১ জুলাই, ২০১৯ তারিখ থেকে নতুন ভ্যাট আইন কার্যকর করা হয়। কেন্দ্রীয় নিবন্ধন পদ্ধতিতে আবারো পরিবর্তন করা হয়। এবারে কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের যে পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয় তা মূলত নিম্নরূপ:

- (ক) উৎপাদনকারী দুই বা ততোধিক স্থান হতে ১৫ শতাংশ ভ্যাটহার বিশিষ্ট অভিন্ন বা সমজাতীয় পণ্য উৎপাদন করে সরবরাহ করলে এমন প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন দেয়া হবে। অর্থাৎ এক স্থানে উৎপাদন করে বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রি করা হলে কেন্দ্রীয় ভ্যাট নিবন্ধন পাবে না;
- (খ) বাণিজ্যিক আমদানিকারক তার সব বিক্রয় ইউনিটের মাধ্যমে অভিন্ন বা সমজাতীয় ১৫ শতাংশ ভ্যাটহার বিশিষ্ট পণ্য সরবরাহ করলে এমন প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় ভ্যাট নিবন্ধন দেয়া হবে।
- (গ) ব্যবসায়ী তার সব বিক্রয় ইউনিটের মাধ্যমে অভিন্ন বা সমজাতীয় ১৫ শতাংশ ভ্যাটহার বিশিষ্ট পণ্য সরবরাহ করলে এমন প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় ভ্যাট নিবন্ধন দেয়া হবে; এবং
- (ঘ) সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে অভিন্ন বা সমজাতীয় ১৫ শতাংশ ভ্যাটহার বিশিষ্ট সেবা প্রদান করলে এমন প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় ভ্যাট নিবন্ধন দেয়া হবে।

উপরে বর্ণিত কেন্দ্রীয় নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধানে তিনটি notion নিয়ে আসা হয়েছে যা কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের মূল চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয় না। উক্ত তিনটি notion হলো নিম্নরূপ:

- (ক) উৎপাদনকারী একস্থানে উৎপাদন করে বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রি করলে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন পাবে না। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, অধিকাংশ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এ ধরনের। অর্থাৎ একস্থানে উৎপাদন করে বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রি করে থাকে। ধরুন, একজন উৎপাদনকারী একটি লিমিটেড কোম্পানী। তার একটি উৎপাদনস্থল, ১০টি বিক্রয়স্থল এবং একটি হেড অফিস রয়েছে। এখন তাকে ১২টি ভ্যাট নিবন্ধন নিতে হবে। এটা কি কোনো sensible idea? তাকে যদি একটা কেন্দ্রীয় ভ্যাট নিবন্ধন দেয়া হতো, তাহলে তার কোম্পানী আইন, আয়কর আইন এবং ভ্যাট আইনের হিসাবপত্র

একই টার্নওভারের ওপর হতো। তা হতো তার জন্য এবং এই তিন আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের জন্য সুবিধাজনক।

- (খ) কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের এই বিধানের আর একটি notion হলো অভিন্ন ও সমজাতীয় পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হলে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন পাওয়া যাবে, অন্যথায় পাওয়া যাবে না। এই notion আনার কারণ কি তা বোধগম্য হয় না। অভিন্ন পণ্য হলো, যা দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মান ও খ্যাতিসহ, বাহ্যিক সামান্য পার্থক্য ছাড়া একইরূপ এবং একই ভৌগোলিক এলাকায় উৎপাদিত। যেমন, একই এলাকায় দুটি উৎপাদনকারী কর্তৃক উৎপাদিত একই মানের রড। সমজাতীয় পণ্য হলো এমন পণ্য যা একই পণ্য নয়, কিন্তু বৈশিষ্ট্য এবং উপাদানে একইরূপ এবং যা একই কাজ সমাধা করতে সক্ষম। যেমন, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন মানের দুটি মোবাইল হ্যান্ডসেট। এই notionগুলো দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বব্যাপী শুদ্ধ মূল্যায়নে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভ্যাটের কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের সাথে অভিন্ন পণ্য বা সমজাতীয় পণ্যের কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। ভ্যাটের আওতায় কেন্দ্রীয় নিবন্ধন দেয়ার মূল ক্রাইটেরিয়া হতে হবে একসাথে হিসাবপত্র রাখে কিনা, সব ভ্যাট একস্থান থেকে আদায় করা সম্ভব কিনা। তা বিবেচনা না করে এই notionটি আনার ফলে কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের আওতা ও পরিধি আরো সীমিত হয়ে গেছে।

- (গ) তৃতীয় notion হলো, শুধুমাত্র ১৫% ভ্যাটহার বিশিষ্ট পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন দেয়া হবে; হ্রাসকৃত হার বা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ভ্যাটবিশিষ্ট পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন দেয়া হবে না। এই notionটিও কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের চেষ্টার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয় না। কেন্দ্রীয় নিবন্ধন দেয়া হয় সহজভাবে একস্থান থেকে ভ্যাট আহরণ করার উদ্দেশ্যে। হ্রাসকৃত হার বা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ভ্যাটবিশিষ্ট পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে যদি সহজভাবে একস্থান থেকে ভ্যাট আহরণ করা যায় তাহলে সমস্যা কোথায় তা বোধগম্য হয় না। এই notionটি আনার ফলে কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের আওতা ও পরিধি আরো সীমিত হয়ে গেছে।

যে সব প্রতিষ্ঠান কোম্পানি আইনের আওতায় রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ (আরজেএসসি) থেকে একটা নিবন্ধন নেয়, সে সব প্রতিষ্ঠানের একটা আয়কর নিবন্ধন (টিআইএন) এবং একটা ভ্যাট নিবন্ধন (বিআইএন) থাকতে হবে। এমন বিধান ভ্যাট আইনের আওতায় কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের সর্বোত্তম নীতি হতে পারে। উপরে কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের যে কয়েকটি পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে তার প্রত্যেকটি পদ্ধতিই এই পদ্ধতি থেকে অনেক নিম্নমানের। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অতি উত্তম পদ্ধতি আমরা এখনও অবলম্বন করতে পারিনি। এই পদ্ধতিতে ৩টি আইনের পরিপালন সহজ হয়ে যাবে; তা হবে সবার জন্য সহজ; ভ্যাটদাতা এবং ৩টি আইনের প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সকলের জন্য সহজ হবে। এই পদ্ধতিতে ভ্যাট ফাঁকি হওয়ার আশংকা অনেকাংশে কমে যাবে; কারণ, একাধিক কর্তৃপক্ষের কাছে একই টার্নওভারের ভিত্তিতে হিসাব দাখিল করতে হবে। এই পদ্ধতিতে হিসাব ব্যবস্থাও অনেক স্বচ্ছ হয়ে যাবে, এই তিনটি আইন বাস্তবায়নে অনেক শৃংখলা ফিরে

আসবে। আমরা যত দ্রুত ভ্যাটের এই উত্তম কেন্দ্রীয় নিবন্ধন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি ততই দেশের জন্য মঙ্গল। এমন একটি কেন্দ্রীয় নিবন্ধন পদ্ধতি প্রবর্তন করার জন্য একটি আদেশের প্রাথমিক খসড়া পেশ করা হলো। সংযোজনী-১ সদয় দ্রষ্টব্য।

প্রস্তাব-২

উৎসে ভ্যাট কর্তন ব্যবস্থায় সংস্কারের প্রস্তাব

উৎসে ভ্যাট কর্তনের যে বিধান করা হয়েছে তা উৎসে ভ্যাট কর্তনের মূলনীতির সাথে কiyদংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয় না। উৎসে ভ্যাট কর্তনের মূলনীতি হলো যেসব ক্ষেত্রে নানা কারণে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে, স্বাভাবিক সময়ে, স্বাভাবিক স্থানে ভ্যাট আহরণ করা সম্ভব হয় না, সেসব ক্ষেত্রে যেখানে অর্থের উৎস সেখান থেকে ভ্যাট কর্তন করে নেয়া। যেসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে ভ্যাট আহরণে কোনো জটিলতা নেই বা সামান্য জটিলতা রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান করা সমীচীন নয়। কারণ, উৎসে কর্তন হলো একটা বিচ্ছৃতি। এই বিচ্ছৃতি যত্রতত্র ব্যবহার করলে সিস্টেম নির্মাণ করা যাবে না। তাই, উৎসে ভ্যাট কর্তন করার পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য প্রথমে ভ্যাট ফাঁকির ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে হয়। এ ক্ষেত্রসমূহ মূলত সেবার সরবরাহ। অতঃপর এসব ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে ভ্যাট চালানপত্র থাকলেও বা না থাকলেও উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান করতে হয়।

এসব ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে সরবরাহকারীকে দুটি অপশন দেয়া দরকার। এক হলো তিনি ভ্যাট পরিশোধ করে সরবরাহ প্রদান করতে পারেন; আবার তিনি ভ্যাট পরিশোধ না করে সরবরাহ প্রদান করতে পারেন। তিনি যদি ভ্যাট পরিশোধ করে সরবরাহ প্রদান করেন, তাহলে তিনি উৎসে কর্তনের প্রত্যয়নপত্র পাওয়ার পর দাখিলপত্রে হ্রাসকারী সমন্বয় করে নেবেন। সমন্বয় করলে যেসব সরবরাহকারীর নেগেটিভ স্থিতি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেসব সরবরাহকারী ভ্যাট পরিশোধ না করে সরবরাহ দেবেন, তার ক্ষেত্রে উৎসে কর্তন করতে হবে। উৎসে ভ্যাট কর্তনের বর্তমান বিধানে এরূপ ব্যবস্থা নেই। যার ফলে, যাদের নিকট থেকে উৎসে কর্তন করা হবে, তাদের অনেকের হ্রাসকারী সমন্বয় করার পর নেগেটিভ ব্যালান্স বেড়ে যেতে পারে। এই ব্যালান্স তিনি সমন্বয় করতে পারবেন না, রিফান্ড নিতেও পারবেন না, তার চলতি মূলধনের ওপর চাপ পড়বে। আইনে বিধান থাকলেও এখনও পর্যন্ত রিফান্ড দেয়ার প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে চালু করা যায়নি। অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রচুর টাকা এভাবে আটকে গেছে, বড় বড় প্রতিষ্ঠানের বহু কোটি টাকা এভাবে নেগেটিভ ব্যালান্স হয়ে গেছে। এভাবে একদিকে আগাম কর, আর একদিকে উৎসে কর্তিত অর্থ আটকে গেলে ease of doing business এ আমরা পিছিয়ে যাবো।

উৎসে ভ্যাট কর্তনের আর একটা নীতি হলো, যেসব ক্ষেত্রে ভ্যাট ফাঁকি হওয়ার ঝুঁকি নেই বা ঝুঁকি কম সেসব ক্ষেত্রে ভ্যাট চালানপত্র থাকলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না; আর ভ্যাট চালানপত্র না থাকলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠান মূলত উৎপাদনকারী এবং বড় ব্যবসায়ী যাদের মধ্যে সাধারণত ভ্যাট ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা কম থাকে।

উৎসে ভ্যাট কর্তনের যে বিধান করা হয়েছে সেখানে উপরে বর্ণিত নীতি অনুসরণ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। এবারে বিধান করা হয়েছে যে, ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য সকল পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। হ্রাসকৃত হারের এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ ভ্যাট বিশিষ্ট সকল পণ্যের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। কিন্তু হ্রাসকৃত হারের এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ ভ্যাট বিশিষ্ট অনেক পণ্য রয়েছে যেখানে ভ্যাট ফাঁকি হওয়ার আশংকা কম। তবে, সেবার ক্ষেত্রে একটা টেবিল দেয়া হয়েছে যেখানে ৪৩টি সেবার তালিকা রয়েছে। এই ৪৩টি সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রে ভ্যাট চালানপত্র থাকলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। ধরে নেয়া যায় যে, এগুলো ভ্যাট আহরণে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূলনীতি স্মরণে রাখা হয়েছে।

উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীকে ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে ভ্যাট জমা দিতে বলা হয়েছে। আবার, সরবরাহকারীকেও উক্ত সরবরাহের ওপর স্বাভাবিকভাবে ভ্যাট জমা দিতে বলা হয়েছে। তাহলে দুইবার ভ্যাট জমা হয়ে যায়। যদিও পরবর্তীতে উৎসে কর্তনকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্রবলে সরবরাহকারী হ্রাসকারী সমন্বয় করতে পারেন। কিন্তু প্রত্যয়নপত্র অনেক দেরিতে পাওয়া যায়। অনেক উৎসে কর্তনকারী প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করে না বা করতে চায় না। তাই, সমন্বয় করা কঠিন হয়। তাই, যেকোনো একস্থান থেকে ভ্যাট নেয়ার বিধান করা সমিচিন। উৎসে কর্তনকারী কর্তৃক কর্তিত ভ্যাট আলাদা ট্রেজারি চালানো জমা না দিয়ে দাখিলপত্রে হ্রাসকারী সমন্বয় করলে তার জন্য সহজ হয়, আইনে তাই রয়েছে। এভাবে সরবরাহকারী কর্তৃক ভ্যাট পরিশোধ করা, উৎসে কর্তনকারী কর্তৃক কর্তন করে ট্রেজারিতে জমা দেয়া, প্রত্যয়নপত্র নিয়ে সরবরাহকারীর হ্রাসকারী সমন্বয় করা, এসব করে ভ্যাটের হিসাবপত্রে শেষ পর্যন্ত মেলানো গেলেও সরকারের হিসাব ব্যবস্থায় একটা সমস্যা তৈরি হয়ে যায়। তা হলে, সরকারের হিসাবে দুই বার জমা হয়েছে, যার ফলে, সরকারি হিসাবে জমার পরিমাণ বেড়ে যায় কিন্তু আসলে অর্ধেক আবার সমন্বয় হয়ে গেছে কিন্তু সরকারি হিসাব ব্যবস্থায় তা সমন্বয় হয়নি।

তাই, সকল হ্রাসকৃত ভ্যাট হারের সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে এমন বিধানের পরিবর্তে ভ্যাট ফাঁকির ঝুঁকিপূর্ণ সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে এমন বিধান করার সুপারিশ করছি।

এমন একটি উৎসে ভ্যাট কর্তন পদ্ধতি প্রবর্তন করার জন্য একটি আদেশের প্রাথমিক খসড়া পেশ করা হলো। সংযোজনী-২ সদয় দৃষ্টব্য।

প্রস্তাব-৩

ধারা ২ এর দফা (৫) এর শেষে উপ-দফা (ঙ) সন্নিবেশ করার সুপারিশ

ধারা ২ এর দফা (৫) এর উপ-দফা (ঘ) এর পর নিম্নরূপ উপ-দফা (ঙ) সন্নিবেশ করার প্রস্তাব করছি:

“(ঙ) গিফট ভাউচার;”

এই দফায় ‘অর্থ’ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অর্থকে আমরা ইংরেজিতে money বলে বুঝে থাকি। অর্থ সংজ্ঞায়িত করার কারণ হলো ‘সরবরাহ’ এর সংজ্ঞার মধ্যে অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তাই, অর্থের সরবরাহের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। অনুগ্রহ করে ধারা ২ এর দফা (৬০) ‘পণ্য’, দফা (৯৪) ‘সরবরাহ’, দফা (৯৯) ‘সেবা’, দফা (১০০) ‘সেবা সরবরাহ’, দফা (১০১) ‘স্থাবর সম্পত্তি’ এবং দফা (১০২) ‘স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহ’ এর সংজ্ঞাসমূহ দেখুন। ভ্যাট প্রযোজ্য হবে পণ্যের সরবরাহ, সেবার সরবরাহ এবং স্থাবর সম্পত্তির সরবরাহের ওপর। অর্থের সরবরাহের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। শুধু অর্থ প্রদান করা, যেমন: একটা এনজিও আর একটা এনজিও-কে অর্থ বরাদ্দ ও প্রদান করছে; এটা হলো অর্থ সরবরাহ যা ভ্যাটযোগ্য নয়। গিফট ভাউচার হলো অর্থের সরবরাহ। তাই, গিফট ভাউচারের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য না হওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত এবং আইনের অন্যান্য বিধি-বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই, গিফট ভাউচার অর্থের সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আইনের অন্যান্য বিধি-বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রয়োজনে একইসাথে ধারা ২৬ সংশোধন এবং ধারা ৩৭ বিলুপ্ত করার প্রস্তাব যথাস্থানে পেশ করা হয়েছে।

প্রস্তাব-৪

ধারা ২ এর দফা (৬) “অর্থনৈতিক কার্যক্রম” এর সংজ্ঞা বিলুপ্ত করার প্রস্তাব

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২ এর দফা (৬) এ “অর্থনৈতিক কার্যক্রম” সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অর্থনৈতিক কার্যক্রম হলো সরবরাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়মিত বা ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত কোনো কার্যক্রম। নিম্নে বিষয়সমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে আমাদের অভিমত হলো “অর্থনৈতিক কার্যক্রম” সংজ্ঞায়িত না করলেই উত্তম হতো, সাধারণের জন্য তা সহজবোধ্য হতো। সরবরাহের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হয়। তাই, আমাদের জানার বিষয় হলো সরবরাহ কি, ভ্যাটযোগ্য সরবরাহ কি এবং ভ্যাটমুক্ত সরবরাহ কি? আইনে সংজ্ঞায়িত “অর্থনৈতিক কার্যক্রম” নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো; অতঃপর ভ্যাট ফোরামের মতামত উপস্থাপন করা হলো।

উক্ত সংজ্ঞার উপ-দফা (ক) অনুসারে, কোনো কার্যক্রম মুনাফার লক্ষ্যে পরিচালিত হোক বা না হোক তা অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হবে। ভ্যাটের ক্ষেত্রে মুনাফা বিবেচনার বিষয় নয়। আয়করের ক্ষেত্রে মুনাফা বিবেচনা করা হয়। ভ্যাটের ক্ষেত্রে পণ্য বা সেবার সরবরাহ হলো মূল বিষয়। সরাসরি পণ্য বা সেবা সরবরাহ না দিয়ে যদি লিজ, লাইসেন্স বা অন্য কোনো উপায়ে পণ্য, সেবা বা সম্পত্তির সরবরাহ দেয়া হয়, তাহলে তা অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হবে। একবারের জন্য কোনো বাণিজ্যিক কার্যক্রম বা উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তাও অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হবে। কোনো অর্থনৈতিক কার্যক্রমের শুরুতে বা শেষে কোনো কার্যক্রম সম্পাদন করা হলে তা অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হবে।

উক্ত সংজ্ঞার উপ-দফা (খ) অনুসারে, কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক তার নিয়োগকর্তাকে প্রদত্ত সেবা অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হবে না। কোম্পানীর পরিচালক কোম্পানীকে যে সেবা প্রদান করেন তা অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হবে না। কোম্পানীর পরিচালক সাধারণতঃ নীতি-নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজ করে থাকেন, অর্থাৎ সরাসরি ব্যবসার কাজে জড়িত হন না। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় যে, কোনো পরিচালক সরাসরি ব্যবসার কাজে জড়িত হয়েছেন। এরূপ পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত সেবা অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হবে। বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত নয় এমন কোনো বিনোদনমূলক কাজ বা শখ অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন: যদি কোনো ব্যক্তি নিজে ব্যবহারের জন্য কোনো স্থাপনা তৈরী করেন যেখানে চিড়িয়াখানার মত পশু-পাখি ইত্যাদি রাখেন এবং চিত্তবিনোদনের জন্য অন্যান্য সরঞ্জামাদি রাখেন, তবে তা তিনি টিকিট ইস্যু করে প্রদর্শন করেন না, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য উন্মুক্ত রাখেন তাহলে তা অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হবে না। তাছাড়া, সরকার কর্তৃক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয় এমন কোনো কার্যক্রম যা বিধি দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে, তা অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হবে না।

এখন প্রশ্ন হলো, কোনো কাজ অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হবে এবং কোনো কাজ অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হবে না, এই আইন বাস্তবায়নে একথার প্রভাব কি? আমরা যা বুঝেছি তাতে এ কথার আসলে কোনো প্রভাব নেই। আইনে সে বিষয়ে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তাই, “অর্থনৈতিক কার্যক্রম” সংজ্ঞায়িত করার কোনো প্রয়োজন নেই। এই সংজ্ঞা দেয়ার ফলে বিষয়সমূহ জটিল হয়েছে, তা সাধারণের কাছে দূর্বোধ্য হয়ে গেছে। এই সংজ্ঞাটি বিলুপ্ত করা প্রয়োজন। আমাদের জীবনে “অর্থনৈতিক কার্যক্রম”, “সামাজিক কার্যক্রম”, “ধর্মীয় কার্যক্রম”সহ আরো নানা ধরনের কার্যক্রম রয়েছে। ভ্যাট আইনে এধরনের concept বা notion এর কোনো গুরুত্ব নেই, কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। ভ্যাট আইনে মূল বিষয় হলো “সরবরাহ”, “ভ্যাটযোগ্য সরবরাহ” এবং “ভ্যাটমুক্ত সরবরাহ”।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২ এর দফা (৬০) এ পণ্য, দফা (৯৯) এ সেবা এবং দফা (১০১) এ স্থাবর সম্পত্তির সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে প্রায় সবকিছু অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। পণ্যের সংজ্ঞার মধ্যে অস্থাবর সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে, শেয়ার, স্টক, সিকিউরিটিজ এবং অর্থ অন্তর্ভুক্ত নেই। দফা (৫) এ “অর্থ” এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পণ্য, সেবা এবং স্থাবর সম্পত্তির সংজ্ঞার মধ্যে শেয়ার, স্টক, সিকিউরিটিজ এবং অর্থ ব্যতীত সবকিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ শেয়ার, স্টক, সিকিউরিটিজ এবং অর্থ ব্যতীত পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহ হবে ভ্যাটযোগ্য অথবা ভ্যাটমুক্ত। আইনের প্রথম তফশীল এবং এসআরও দ্বারা যেসব সরবরাহ ভ্যাটমুক্ত করা হয়েছে সেসব সরবরাহ ব্যতীত অন্য সব সরবরাহ হলো ভ্যাটযোগ্য সরবরাহ। এই আইন বাস্তবায়নে এটুকু জানাই যথেষ্ট। অর্থনৈতিক কার্যক্রম কি তা জানার কোনো প্রয়োজন নেই বলে আমরা মনে করি। তবে, ধারা ৪৬(১) এ উল্লেখ রয়েছে “কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় করযোগ্য সরবরাহের উপর উৎপাদ করের

বিপরীতে, , পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন”। এখানে “অর্থনৈতিক কার্যক্রম” এর কিছুটা সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। তবে, “উপকরণ” এর সংজ্ঞা দেয়া হলে আর এ সংশ্লিষ্টতাটুকুও থাকবে না। উল্লেখ্য, এই আইনে উপকরণ এর সংজ্ঞা নেই, এই সংজ্ঞা দেয়া খুব দরকার। তা না হলে রেয়াত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনেক অস্পষ্টতা থেকে যাবে।

যেকোনো আইনে কোনো concept বা notion এর সংজ্ঞা কেনো দেয়া হয় তা আলোচনা করা দরকার। আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই যেন সে বিষয়টা একরকম করে বুঝতে পারেন সে কারণে সংজ্ঞা দেয়া হয়। যেকোনো concept বা notion এর একটা সাধারণ অর্থ থাকে। আইনে যদি ওই সাধারণ অর্থে উক্ত concept বা notionটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে তার কোনো সংজ্ঞা দেয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি ব্যবহৃত অর্থ সাধারণ অর্থ না হয়ে অন্য কোনো অর্থ হয়, তাহলে তা সংজ্ঞায়িত করার প্রয়োজন হয় যেন, নীতি-নির্ধারক, বাস্তবায়নকারী, পরামর্শক, বিচারক তথা সংশ্লিষ্ট সকলে একরকমভাবে উক্ত concept বা notion এর অর্থ বুঝতে পারেন। তাছাড়া, কোনো concept বা notion আইনের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও তার সংজ্ঞা দেয়ার প্রয়োজন হয়। এই আইন এবং বিধিতে নিম্নবর্ণিত স্থানসমূহে “অর্থনৈতিক কার্যক্রম” এবং “অর্থনৈতিক কার্যক্রমের” শব্দসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে:

অর্থনৈতিক কার্যক্রম:

ধারা ২ এর দফা-৬, ৩২, ৪২, ৪৮(ঘ), ৫২, এবং ৫৭(ঘ)।

ধারা ৪(২), ৫(২), ৯(১), ১০(১), ১১(১)(ক), ১৪ (দুই স্থানে), ১৭(১)(খ), ১৮(ক), ১৯(১), ২০(১)(ক), ২০(১)(খ), ২০(৪), ৩৬(১), ৩৬(২), ৩৬(৩), ৪৬(১), ৪৬(২)(খ), ৬৮(৫) দুই স্থানে, ৮৩(১)(খ), ৮৫(১)(গ), ৯০ এর শিরোনাম, ৯২(১), ৯৭, ১০৩(৩) দুইবার, ১০৪(গ) এবং ১০৫।

বিধি ৩, ৮(১)(ক)(খ)(গ), ১০(খ), ১২(১), ১৭(৫)(গ), ৪০(ক), ৪০(খ), ৪০(ঘ)(অ), ৪০(ঙ)(অ) এবং ৫৩-তে দুইবার। তাছাড়া, ফরম মূসক-৯.১সহ কয়েকটি ফরমে বেশ কয়েকবার “অর্থনৈতিক কার্যক্রম” ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, “অর্থনৈতিক কার্যক্রমটি” এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অর্থনৈতিক কার্যক্রমের:

ধারা ২ এর দফা ৩৭, ৪৮-এ দুইবার, ৫৭-এ দুইবার।

ধারা ৫(১)-এ দুইবার, ১১(১)(খ), ১৩, ১৪(ঙ), ১৮(খ), ১৯(৩), ৩৬(২), ৩৮(৫)(খ), ৪৬(২)(ক), ৪৬(২)(খ), ৬৩(১), ৬৮(১)(ক), ৬৮(২), ৬৮(৫), ৬৯(১)(গ), ৮৩(১)(ক), ৯০(১) এবং ১০৭(১)।

বিধি ৩১(১)(খ)(অ), ৩৪(৩)(খ)(অ) এবং ৩৪(৩)(খ)(আ)।

উক্ত প্রতিটি স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে, কতক স্থানে “অর্থনৈতিক কার্যক্রম” এর স্থলে “সরবরাহ” এবং “অর্থনৈতিক কার্যক্রমের” স্থলে “সরবরাহের”

প্রতিস্থাপন করা যায়। এবং কতক স্থানে কোনো প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজন নেই। সেখানে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বিবেচনা করলে কোনো জটিলতা নেই। কয়েকটি স্থানে সংশোধন/প্রতিস্থাপন/বিলুপ্তিকরণ প্রয়োজন হবে। নিম্নে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

নিম্নবর্ণিত স্থানে “অর্থনৈতিক কার্যক্রম” এর স্থলে “সরবরাহ” দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যায়:
ধারা ৪৬(২)(খ)।

নিম্নবর্ণিত স্থানসমূহে “অর্থনৈতিক কার্যক্রমের” স্থলে “সরবরাহের” দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যায়:

ধারা ১৩, ১৯(৩), ৪৬(২)(ক), ৪৬(২)(খ), ৬৩(১), ৬৮(১)(ক), ৬৮(২), ৬৯(১)(গ) এ দুইবার এবং ৮৩(১)(ক)।

বিধি ৩১(১)(খ)(অ), ৩৪(৩)(খ)(অ) এবং ৩৪(৩)(খ)(আ)।

নিম্নবর্ণিত স্থানসমূহে কোনো সংশোধন/প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন নেই। সাধারণ অর্থে ব্যবহার হয়েছে বলে বিবেচনা করা যায়:

অর্থনৈতিক কার্যক্রম:

ধারা ২ এর দফা ৪৮(ঘ), ৫২ এবং ৫৭(ঘ)।

ধারা ৪(২), ৯(১), ১৪ (দুই স্থানে), ১৭(১)(খ), ১৮(ক), ১৯(১), ২০(১)(ক), ২০(১)(খ), ২০(৪), ৩৬(১), ৩৬(২), ৩৬(৩), ৮৩(১)(খ), ৮৫(১)(গ), ৯০ এর শিরোনাম, ৯২(১), ৯৭, ১০৩(৩)(ক), ১০৪(গ) এবং ১০৫।

বিধি ৩, ৮(১)(ক)(খ)(গ), ১০(খ), ১২(১), ৪০(১)(ক), ৪০(১)(খ), ৪০(১)(ঘ)(অ), ৪০(১)(ঙ)(অ) এবং ৫৩-তে দুইবার। তাছাড়া, ফরম মূসক-৯.১সহ কয়েকটি ফরমে বেশ কয়েকবার “অর্থনৈতিক কার্যক্রম” ব্যবহৃত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রেও সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে বিবেচনা করা যায়।

অর্থনৈতিক কার্যক্রমের:

ধারা ২ এর দফা ৩৭, ৪৮-এ দুইবার এবং ৫৭-এ দুইবার।

ধারা ৫(১)-এ দুইবার, ১১(১)(খ), ১৪(ঙ), ১৮(খ), ৩৬(২), ৯০(১) এবং ১০৭(১)।

নিম্নবর্ণিত স্থানসমূহে সংশোধন/প্রতিস্থাপন/বিলুপ্তিকরণ প্রয়োজন হবে:

ধারা ২ এর দফা ৩২: এই দফায় ব্যবহৃত “কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায়” বিলুপ্ত করা যায়।

ধারা ২ এর দফা ৪২: এই দফায় ব্যবহৃত “তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রম দ্বারা” বিলুপ্ত করা যায়।

ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২): এই উপ-ধারায় ব্যবহৃত “সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা” বিলুপ্ত করা যায়।

ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১): এই উপ-ধারায় ব্যবহৃত “অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া” এর স্থলে “সরবরাহ প্রদান করিয়া” প্রতিস্থাপন করা যায়।

ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১)(ক): এই উপ-ধারায় ব্যবহৃত “অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা” এর স্থলে “সরবরাহ প্রদান” প্রতিস্থাপন করা যায়।

ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা(খ)(অ): এই উপ-দফায় ব্যবহৃত “পরিচালিত কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে” বিলুপ্ত করা যায়।

ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১): এই উপ-ধারায় ব্যবহৃত “অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায়” বিলুপ্ত করা যায়।

ধারা ৬৮ এর উপ-ধারা (৫): এই উপ-ধারায় “অর্থনৈতিক কার্যক্রম” এবং “অর্থনৈতিক কার্যক্রমের” একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে বিধায় উপ-ধারাটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা করা যায়:

“(৫) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি নির্মাণ, গৃহ নির্মাণ বা সম্পত্তি উন্নয়ন সংক্রান্ত সরবরাহ এবং অন্যান্য সরবরাহ উভয়ই প্রদান করেন, সেক্ষেত্রে সমুদয় ঋণাত্মক নীট অর্থের পরিমাণ উপ-ধারা (২) এর অধীন জের টানিতে হইবে, যদি না উক্ত ব্যক্তি ধারা (৫) এর অধীন নির্মাণ, গৃহ নির্মাণ বা সম্পত্তি উন্নয়ন সংক্রান্ত সরবরাহ এবং অন্যান্য সরবরাহের জন্য পৃথকভাবে নিবন্ধিত হন।”

ধারা ১০৩ এর উপ-ধারা (৩)(খ): এই দফায় ব্যবহৃত “অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায়” বিলুপ্ত করা যায়।

বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (৫)(গ): এই দফায় ব্যবহৃত “অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা” এর স্থলে “সরবরাহ প্রদান” প্রতিস্থাপন করা যায়।

উপরের আলোচনা মোতাবেক দফা (৬) “অর্থনৈতিক কার্যক্রম” এর সংজ্ঞা বিলুপ্ত করে আইন ও বিধির অন্যান্য স্থানে উপরের আলোচনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় সংশোধন করার সুপারিশ করছি। তাহলে বিষয়সমূহ সহজবোধ্য হবে এবং প্রয়োগ সাবলীল হবে।

প্রস্তাব-৫

ধারা ২ এর দফা (৮) “আগাম কর” এ সংস্কার করার প্রস্তাব করছি

আগাম কর কোনো কর নয়। ধারা ২ এর দফা (২৪) এ “কর” এর সংজ্ঞায় আগাম কর অন্তর্ভুক্ত নেই। আগাম কর ফেরৎ প্রদানের জন্য বিধান রয়েছে। আগাম কর আদায় করা এবং ফেরৎ প্রদান করার সাথে অনেক কর্মকাণ্ড জড়িত। প্রচুর আগাম কর ফেরৎ প্রদান করা সম্ভব হয়নি যার ফলে করদাতাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। আগাম কর আদায় করা এবং ফেরৎ প্রদান করার অঙ্গিকার করার মধ্যে কোনো যুক্তিহীন কারণ দেখি না। একটা কারণ হতে পারে আমদানি পরবর্তী পরিপালন। যদি তা-ই হয়

তাহলে এটিভি (এ্যাডভান্সড ট্রেড ভ্যাট) অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য। আগাম কর অনেকে আয়কর বলে মনে করে থাকেন। যদি আমদানি পরবর্তী পরিপালন নিশ্চিত করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে শুধুমাত্র যেসব প্রতিষ্ঠান ভ্যাট দাখিলপত্র দাখিল করে না সেসব প্রতিষ্ঠানের ওপর আগাম কর বহাল রাখা যায়। আমদানি পর্যায়ে শুদ্ধায়নের সময় ASYCUDA World সিস্টেমে দেখে নেয়া যায় যে, আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বিগত ৬টি দাখিলপত্র দাখিল করেছে কিনা অথবা যদি তার নিবন্ধন ৬ কর-মেয়াদের কম হয়, তাহলে নিবন্ধন গ্রহণের পর সব কটি দাখিলপত্র দাখিল করেছে কিনা। দাখিলপত্র দাখিল করা থাকলে আগাম কর প্রয়োগ করা হবে না; না থাকলে প্রয়োগ করতে হবে এমন বিধান করা যায়। সে মোতাবেক ধারা ৩১ এবং বিধি ১৯ এ পস্তাব পেশ করা হয়েছে।

প্রস্তাব-৬

ধারা ২ এর দফা (১৮) সংশোধন করার সুপারিশ

ধারা ২ এর দফা (১৮) এর উপ-দফা (ক)তে “অনুষ্ঠান” এর স্থলে “প্রোথাম” প্রতিস্থাপন করা আবশ্যিক।

প্রস্তাব-৭

ধারা ২ এর দফা (৩২) প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ

ধারা ২ এর দফা (৩২) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা যায়:

“করযোগ্য সরবরাহ অর্থ অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ এবং ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সরবরাহ ব্যতীত যে কোন সরবরাহ;”।

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: বিধি ৩০ অনুগ্রহ করে দেখুন। “ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সরবরাহ” এর ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা দরকার। তাই, এই দফাটি প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রস্তাব-৮

ধারা ২ এর দফা (৩৪) এর শেষে উপ-দফা (ঠ) সন্নিবেশ করার সুপারিশ

ধারা ২ এর দফা (৩৪) এর উপ-দফা (ট) এর পর নিম্নরূপ উপ-দফা (ঠ) সন্নিবেশ করার সুপারিশ করছি:

“(ঠ) অন্য কোন উপায়ে করদায়িত্ব হ্রাস করা বা প্রাপ্তি বৃদ্ধি করা;”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: দফা (৩৪) এ বর্ণিত পরিস্থিতিসমূহ ছাড়াও আরো নানাভাবে কর সুবিধা নেয়া হতে পারে।

প্রস্তাব-৯

ধারা ২ এর দফা (৪২) প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ

ধারা ২ এর দফা (৪২) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ করছি:

“টার্নওভার” অর্থ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন নির্ধারিত সময়ে বা কর মেয়াদে তাহার করযোগ্য পণ্যের সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদান হইতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য সমুদয় অর্থ, কিন্তু নিম্নবর্ণিত মূল্য উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:—

- (ক) অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহের মূল্য;
- (খ) মূলধনী সম্পদের বিক্রয় মূল্য;
- (গ) অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠান বা উহার কোন অংশবিশেষের বিক্রয় মূল্য; বা
- (ঘ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধ করিবার ফলশ্রুতিতে কৃত সরবরাহের মূল্য;”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: এই দফায় “টার্নওভার” এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। সংজ্ঞাটিতে “অর্থনৈতিক কার্যক্রম দ্বারা প্রস্তুতকৃত, আমদানিকৃত বা ক্রয়কৃত” শব্দসমূহ নিষ্প্রয়োজন বলে মনে হয়। টার্নওভার নির্ণয় করা হয় সরবরাহ দ্বারা। তাই, সংজ্ঞায় শুধুমাত্র “সরবরাহ” উল্লেখ করাই যথেষ্ট। তাছাড়া, দফা (৪৮)-এ উল্লিখিত “তালিকাভুক্তিসীমা” এবং দফা (৫৭)-তে উল্লিখিত “নিবন্ধনসীমা” এর সংজ্ঞায় যে চারটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে তা একই এবং তা মূলত টার্নওভার এর পরিমাণ নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই, ওই শর্তসমূহ দফা (৪৮) এবং (৫৭) থেকে বিলুপ্ত করে “টার্নওভার” এর সংজ্ঞার সাথে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তাহলে এই তিনটি সংজ্ঞার অর্থ আরো ভরপুর এবং সাবলীল হয়।

প্রস্তাব-১০

ধারা ২ এর দফা (৪৮) প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ

ধারা ২ এর দফা (৪৮) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ করছি:

“তালিকাভুক্তিসীমা” অর্থ কোন ব্যক্তির টার্নওভার প্রতি ১২ (বার) মাস সময়ে ২৪ (চব্বিশ) লক্ষ টাকার সীমা;”

প্রস্তাব-১১

ধারা ২ এর দফা (৫৭) প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ

ধারা ২ এর দফা (৫৭) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ করছি:

“নিবন্ধনসীমা” অর্থ কোন ব্যক্তির টার্নওভার প্রতি ১২ (বার) মাস সময়ে ৩ (তিন) কোটি টাকার সীমা;”

প্রস্তাব-১২

ধারা ২ এর দফা ৭১ এ সংশোধনের প্রস্তাব

ধারা ২ এর দফা (৭১) ও (১০৩) বিষয়ে দু'ধরনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এক হলো সংশোধন করা; আর দুই হলো বিলুপ্ত করা। বিলুপ্ত করলে সংজ্ঞায় বর্ণিত বিষয়সমূহ ধারা ৪৮-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিলুপ্ত করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে আমাদের অভিমত। সরকার ভ্যাটের হার বৃদ্ধি করতে পারে। ধরা যাক, কোনো সরবরাহের ওপর ভ্যাটের হার ছিল ১০ শতাংশ। কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি ওই সরবরাহের ওপর যথারীতি ১০ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করে আসছেন। সম্প্রতি ওই সরবরাহের ওপর ভ্যাটের হার বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে, যা বিগত দুই মাস পূর্বে কার্যকর হয়েছে। কিন্তু নিবন্ধিত ব্যক্তি কোনো কারণে ওই সরবরাহের ওপর গত দুই মাস ১০ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করেছেন। অর্থাৎ নিবন্ধিত ব্যক্তি ভ্যাট কম পরিশোধ করেছেন। তাই, ইতোপূর্বে দুই মাসে যে পরিমাণ ভ্যাট কম পরিশোধ করা হয়েছে সে পরিমাণ ভ্যাট বর্তমানে প্রদেয় ভ্যাট এর সাথে যোগ করতে হবে অর্থাৎ বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করতে হবে। এই দফায় উল্লেখ আছে “মূসক হার পরিবর্তিত হওয়ার কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়”। প্রকৃত অর্থে বিষয়টি হবে মূসক হার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়। এই ধারার দফা ১০৩ হলো হ্রাসকারী সমন্বয় সংক্রান্ত। উক্ত দফার উপ-দফা (বা) এ বর্ণিত হয়েছে “মূসক হার হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রে হ্রাসকারী সমন্বয়” যা ঠিক এর বিপরীত। উক্ত দফায় হ্রাসকারী সমন্বয় বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

সংশোধনের প্রস্তাব: দফা (ছ) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা যায়:

“(ছ) মূসক হার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;”

এই ধারার দফা ১০৩ এর উপ-দফা (ঠ)-তে উল্লেখ রয়েছে “পূর্ববর্তী কর মেয়াদে অতিরিক্ত পরিশোধিত মূসক হ্রাসকারী সমন্বয়”। এর বিপরীতে এই (৭১) দফায় “পূর্ববর্তী কর মেয়াদে কম পরিশোধিত মূসক বৃদ্ধিকারী সমন্বয়” এমন একটি উপ-দফা সন্নিবেশ করা সমীচীন হবে।

সংশোধনের প্রস্তাব: দফা (৭১)(ছ) এর পর নিম্নরূপ উপ-দফা (ছছ) সন্নিবেশ করার প্রস্তাব করছি:

“(ছছ) পূর্ববর্তী কর মেয়াদে কম পরিশোধিত মূসক বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;”

প্রস্তাব-১৩

ধারা ২ এর দফা ৮২ সংশোধনের প্রস্তাব

ধারা ২ এর দফা (৮২) এ “রগ্তানি” এর সংজ্ঞা নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ করছি:

“রগ্তানি” অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে রগ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) এবং বাংলাদেশের স্থল ও জলসীমার বাহিরে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোন সরবরাহ এবং প্রচলন রগ্তানিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: প্রচলিত রপ্তানি এবং রপ্তানি এ দুটি বিষয় রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হবে বিধায় ওই সরবরাহের ওপর ভ্যাটের হার হবে শূন্য শতাংশ। রপ্তানি বলতে সরাসরি রপ্তানিকে বুঝায়। অর্থাৎ দেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে কোনো পণ্য বা সেবা প্রেরণ করা এবং তার বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পাওয়া। কোনো সরবরাহ রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হতে হলে অবশ্যই বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পেতে হবে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রপ্তানিকে কয়েকভাবে ভাগ করা যায়। এক দৃষ্টিকোণ থেকে রপ্তানিকে দু'ভাবে ভাগ করা যায়, যথা: (১) সরাসরি রপ্তানি এবং (২) প্রচলিত রপ্তানি। সরাসরি রপ্তানি হলো দেশ থেকে বিদেশে কোনো কিছু রপ্তানি করে দেয়া। ধরা যাক, মেসার্স হামিদ এ্যাপারেল্‌স লিঃ বাংলাদেশ থেকে কানাডায় জ্যাকেট রপ্তানি করে। এই রপ্তানিকে সরাসরি রপ্তানি বলে। আবার, ধরা যাক, নিও জিপার কোম্পানি, মেসার্স হামিদ এ্যাপারেল্‌স লিঃ এর নিকট ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র বা অভ্যন্তরীণ ঋণপত্রের বিপরীতে জিপার সরবরাহ করে এবং বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পায়। নিও জিপার কোম্পানির এই সরবরাহ হলো প্রচলিত রপ্তানি। আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে রপ্তানিকে শতভাগ রপ্তানি এবং আংশিক রপ্তানি হিসেবে দু'ভাবে বিভক্ত করা যায়। শতভাগ রপ্তানি হলো, যদি কোনো প্রতিষ্ঠান তার মোট উৎপাদনের ৮০ ভাগ বা তার চেয়ে বেশি রপ্তানি করে তাহলে এ ধরনের রপ্তানিকারককে শতভাগ রপ্তানিকারক বলে। শতভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে বন্ড লাইসেন্স সুবিধা দেয়া হয়। বন্ড লাইসেন্স সুবিধার আওতায় শতভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান শুল্ক-কর পরিশোধ ছাড়া উপকরণ আমদানি বা ক্রয় করতে পারে। রপ্তানি নীতি আদেশ অনুসারে, কোনো প্রতিষ্ঠান যদি মোট উৎপাদনের ৮০ ভাগের কম রপ্তানি করে তাহলে এ ধরনের রপ্তানিকারককে আংশিক রপ্তানিকারক বলা হয়। আংশিক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান বন্ড লাইসেন্স সুবিধা পায় না। আংশিক রপ্তানিকারককে শুল্ক-কর পরিশোধ করে উপকরণ আমদানি বা ক্রয় করতে হয়। রপ্তানি করার পর উক্ত শুল্ক-কর প্রত্যর্পণ (drawback) নেয়া যায়। তাছাড়া, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে পণ্য বা সেবার সরবরাহ রপ্তানি বলে বিবেচিত হয়, অর্থাৎ প্রচলিত রপ্তানি নয়, সরাসরি রপ্তানি। তাছাড়া, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে সরবরাহ হতে হবে তা এই সংজ্ঞায় উল্লেখ নেই।

প্রস্তাব-১৪

ধারা ২ এর দফা ৮৭ সংশোধনের প্রস্তাব

দফা (৮৭) এর উপ-দফা (খ) এর পর নিম্নরূপ উপ-দফা (খখ) সন্নিবেশ করার সুপারিশ করছি:

“ক্রেতা কর্তৃক সরবরাহের পণ্য সমুদয় বা আংশিক পরিশোধ না করা;”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: বিধি ২৮ অনুগ্রহ করে দেখুন। যদি পণ্য অনাদায়ী থাকে, তাহলে সরবরাহান্তর সমন্বয় করা যায়। তাই, এ বিষয়টি সমন্বয় ঘটনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। তবে, সবচেয়ে ভালো হবে ধারা ৪৮ পুনর্গঠন করা এবং ধারা ২(৭১), (৮৭) ও (১০৩) বিলুপ্ত করা।

প্রস্তাব-১৫

সমন্বয় সংক্রান্ত বিধানে সংশোধনের প্রস্তাব

ধারা ২ এর দফা (৭১) এ “বৃদ্ধিকারী সমন্বয়”, দফা (৮৭)-তে “সমন্বয় ঘটনা” এবং দফা ১০৩ এ “হ্রাসকারী সমন্বয়” এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, ধারা ৪৮ এ সমন্বয় বর্ণিত হয়েছে যেখানে “হ্রাসকারী সমন্বয়” ও “বৃদ্ধিকারী সমন্বয়” উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিধি ২৭ থেকে ৩৬ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের সমন্বয় ও তা গ্রহণ করার পদ্ধতি বিধৃত হয়েছে। তবে, এর বাইরেও সমন্বয় থাকতে পারে। “বৃদ্ধিকারী সমন্বয়”, “সমন্বয় ঘটনা” ও “হ্রাসকারী সমন্বয়” এর সংজ্ঞাসমূহ প্রয়োজন নেই বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ, “বৃদ্ধিকারী সমন্বয়” ও “হ্রাসকারী সমন্বয়” ধারা ৪৮ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাছাড়া, এ দুটি বিষয়ের বহুমুখী অর্থ নেই এবং আইনের অন্য কোথাও অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ নেই। তাছাড়া, “সমন্বয় ঘটনা” সকল “বৃদ্ধিকারী সমন্বয়” ও “হ্রাসকারী সমন্বয়” অন্তর্ভুক্ত করে না। তাই, এই সংজ্ঞার কারণে আইন প্রয়োগে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। প্রয়োগের ক্ষেত্র সীমিত হয়ে যেতে পারে। ধারা ৪৮ এর মাধ্যমেই “বৃদ্ধিকারী সমন্বয়” ও “হ্রাসকারী সমন্বয়” যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব। এতগুলো সংজ্ঞা দেওয়ার ফলে বিষয়টি সাধারণ পাঠকদের জন্য জটিল হয়ে গেছে। সমন্বয় বুঝার জন্য এবং সমন্বয় নেয়ার জন্য এতকিছুর প্রয়োজন নেই। সমন্বয় খুব সহজেই বুঝা সম্ভব। যখন সাধারণ প্রদেয় এর অতিরিক্ত সরকারকে প্রদান করার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাকে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় বলে। যেমন: জরিমানা। আর যখন সাধারণ রেয়াতের অতিরিক্ত সরকারের নিকট থেকে অর্থ নিয়ে নেয়ার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাকে হ্রাসকারী সমন্বয় বলে। যেমন: আগাম কর। তাই, ধারা ২ এর দফা (৭১) “বৃদ্ধিকারী সমন্বয়”, দফা (৮৭) “সমন্বয় ঘটনা” এবং দফা ১০৩ “হ্রাসকারী সমন্বয়” সংজ্ঞাসমূহ বিলুপ্ত এবং ধারা ৪৮ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি।

প্রস্তাব-১৬

ধারা ২১ এর শিরোনাম প্রতিস্থাপন বা ধারাটি বিলুপ্ত করার প্রস্তাব

ধারা ২১ এর শিরোনাম নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ করছি:

“বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ভূমির সহিত সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির সরবরাহ।—”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: এই ধারার শিরোনামটি এক্সপ্রেসিভ নয় বরং মিসলিডিং বলে মনে হয়। কারণ, শিরোনামে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ভূমিকে ফোকাস করা হয়েছে। কিন্তু এখানে ফোকাসের মূল বিষয় হলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি যা শূন্যহার বিশিষ্ট হবে। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, প্রকৃত অর্থে এ ধারাটির কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের অর্থনীতিতে এ ধরনের কার্যক্রম সংঘটিত হয় না বললেই চলে। এ ধারাটি পাঠকদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারে। যদি কখনো এমন কাজ সংঘটিত হয়, তাহলে আদেশ দিয়েও তার ব্যাখ্যা দেয়া যায়। তাই, আমরা এ ধারাটি বিলুপ্ত করার সুপারিশ করছি।

প্রস্তাব-১৭

ধারা ২৩ এর দফা (৬) এর পর নতুন শর্তাংশ সন্নিবেশ করার প্রস্তাব

ধারা ২৩ এর দফা (৬) এর পর নিম্নরূপ শর্তাংশ সন্নিবেশ করার সুপারিশ করছি:

“তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার বিধানসমূহের অধীন কোন সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইতে হইলে উক্ত সরবরাহের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধিত হইতে হইবে এবং উহা ব্যাংকিং চ্যানেলে বাংলাদেশে প্রত্যাবাসিত হইতে হইবে।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: এই ধারায় বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধের বিষয় উল্লেখ নেই। বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধ এবং তা ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রত্যাবাসিত হওয়া রপ্তানির মূল শর্ত। তাই, এই শর্তাংশটি সন্নিবেশ করা প্রয়োজন।

প্রস্তাব-১৮

ধারা ২৪ এর দফা (১১) এর পর নতুন শর্তাংশ সন্নিবেশ করার প্রস্তাব

ধারা ২৪ এর দফা (১১) এর পর নিম্নরূপ শর্তাংশ সন্নিবেশ করার সুপারিশ করছি:

“তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার বিধানসমূহের অধীন কোন সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইতে হইলে উক্ত সরবরাহের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধিত হইতে হইবে এবং উহা ব্যাংকিং চ্যানেলে বাংলাদেশে প্রত্যাবাসিত হইতে হইবে।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: এই ধারায় বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধের বিষয় উল্লেখ নেই। বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধ এবং তা ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রত্যাবাসিত হওয়া রপ্তানির মূল শর্ত। তাই, এই শর্তাংশটি সন্নিবেশ করা প্রয়োজন।

প্রস্তাব-১৯

ধারা ২৬ এ দফা (গ) সন্নিবেশ করার প্রস্তাব

ধারা ২৬ এ নিম্নরূপ দফা (গ) সন্নিবেশ করার প্রস্তাব করছি:

“(খ) ধারা ১২৬ এর মাধ্যমে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বা বিশেষ আদেশবলে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ বা আমদানি।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: আইনের ধারা ১২৬ এর মাধ্যমে সরকার এবং বোর্ডকে প্রজ্ঞাপন এবং বিশেষ আদেশ দ্বারা অব্যাহতি প্রদান করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আইনের ১২৬ ধারায় এই অব্যাহতি দেয়ার ক্ষমতা ইতোপূর্বে ছিল না। অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে ধারা ১২৬ প্রতিস্থাপন করে সরকার এবং বোর্ডকে এই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আমরা জানি যে, আইনটি ২০১২ সালে প্রণীত হয়েছে। তাই, ধারা ২৬ এ এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত নেই। ধারা ২৬ এর মধ্যে উক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

প্রস্তাব-২০

ধারা ২৯ এ সংশোধনের প্রস্তাব

ধারা ২৯ এর চতুর্থ লাইনে “মূসকযোগ্য মূল্য” এর স্থলে “শুষ্কায়নযোগ্য মূল্য” প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ করছি।

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: এই ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, পুনঃআমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে মেরামতের পর যে মূল্য বর্ধিত হয় তার সাথে বীমা, ভাড়া এবং ল্যান্ডিং চার্জ যোগ করে “মূসকযোগ্য মূল্য” নির্ধারণ করতে হবে। এখানে “মূসকযোগ্য মূল্য” এর স্থলে “শুষ্কায়নযোগ্য মূল্য” প্রতিস্থাপন করা আবশ্যিক। ধারা ১৫ এবং ২৮ অনুগ্রহ করে দেখুন। আমদানি পর্যায়ে প্রথমে পণ্যের মূল্য নির্ণয় করা হয়। তারপর পণ্যের মূল্যের সাথে বীমা, ভাড়া এবং ল্যান্ডিং চার্জ যোগ করলে শুষ্কায়নযোগ্য মূল্য পাওয়া যায়। তারপর, আমদানি শুল্ক, রেগুলেটরী ডিউটি এবং সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। শুষ্কায়নযোগ্য মূল্য, আমদানি শুল্ক, রেগুলেটরী ডিউটি এবং সম্পূরক শুল্ক যোগ করে যে মূল্য পাওয়া যায় সে মূল্য হলো “মূসকযোগ্য মূল্য”। তাই, এই ধারায় উল্লিখিত “মূসকযোগ্য মূল্য” এর স্থলে “শুষ্কায়নযোগ্য মূল্য” প্রতিস্থাপন করা আবশ্যিক।

প্রস্তাব-২১

ধারা ৩২ এ উপ-ধারা (৪) এর পর নতুন উপ-ধারা সন্নিবেশ করার প্রস্তাব

ধারা ৩২ এ উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা সন্নিবেশ করার প্রস্তাব করছি:

“(৪ক) কোনো পণ্যের উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণায় সার্ভিসিং এবং যন্ত্রাংশ অন্তর্ভুক্ত থাকা এবং পণ্যটি সরবরাহের সময় মূসক চালানপত্রে ওয়ারেন্টের বিষয় সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ থাকা সাপেক্ষে নির্দিষ্ট মেয়াদে বিনামূল্যে সার্ভিসিং করা এবং যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন/সংযোজন করার ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হইবে না।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: কোনো পণ্য বিক্রি করার সময় নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সার্ভিস এবং যন্ত্রাংশের ওয়ারেন্টি প্রদান করা বর্তমান বিক্রয় ব্যবস্থার একটি বাস্তব দিক। এভাবে যদি ওয়ারেন্টি প্রদান করা হয় তাহলে মূল পণ্যের মূল্য ঘোষণায় সার্ভিসিং এবং যন্ত্রাংশ উল্লেখ থাকতে হবে। পণ্য বিক্রি করার সময় ইস্যুকৃত ভ্যাট চালানে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। কোনো পণ্য বিক্রির পর বিনামূল্যে সার্ভিসিং করা এবং যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন/সংযোজন করার বিষয়ে ভ্যাট আইনে কোনো বিধান না থাকায় মাঠ পর্যায়ে বেশ জটিলতার সৃষ্টি হয়। তাই, সহজীকরণের প্রয়োজনে ধারা ৩২ এ উপ-ধারা (৪) এর পর উক্তরূপ উপ-ধারা (৪ক) সন্নিবেশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাব-২২

ধারা ৩৭ বিলুপ্ত করার প্রস্তাব

ধারা ৩৭ বিলুপ্ত করে “গিফ্ট ভাউচার”-কে “অর্থ” এর সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: এ ধরনের কার্যক্রম আমাদের অর্থনীতিতে এখনও তেমন চালু হয়নি। গিফট ভাউচার প্রদান করার সময় অনেক ক্ষেত্রেই বুঝা যাবে না যে, গিফট ভাউচার দিয়ে ভ্যাটযোগ্য সরবরাহ নেয়া হবে, নাকি ভ্যাটমুক্ত সরবরাহ নেয়া হবে। গিফট ভাউচার ইস্যু করার সময় যদি ভ্যাট নেয়া হয়, তাহলে সরবরাহ দেয়ার সময় তা হ্রাস করার প্রয়োজন হয় যা কিছুটা হলেও জটিলতা সৃষ্টি করে। গিফট ভাউচার ইস্যু করার পর তা কোনো কারণে বাতিল করাও হতে পারে বা ফেরৎ নেয়া হতে পারে। তাই, গিফট ভাউচারকে অর্থের মতো বিবেচনা করাই উত্তম। গিফট ভাউচার এর বিপরীতে সরবরাহ দেয়ার সময় ভ্যাট প্রদান করা অধিকতর সুবিধাজনক ও যুক্তিযুক্ত। গিফট ভাউচার অর্থের মতো ব্যবহৃত হয়। তাই, ধারা ২ এর দফা (৫) এ “অর্থ” এর সংজ্ঞায় গিফট ভাউচার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

প্রস্তাব-২৩

ধারা ৩৯(২) প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব

ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (২) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি:

“(২) পরিবেশক বা প্রতিনিধির নিকট মূল্যছাড় প্রদান করিয়া বিক্রীত টিকেটের ক্ষেত্রে উহার মূল্য হইবে মূল্যছাড়সহ মূল্য”।

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: ধারা ৩৯(২) এ লটারী, লাকী ড্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে মূল্যছাড় প্রদান করে বিক্রি করলে কোন্ মূল্যের ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে সে বিধান বর্ণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ রয়েছে “মূল্যছাড় হিসাবে গণনা না করিয়া”। প্রকৃতপক্ষে উক্ত উপ-ধারা মর্মার্থ হলো, মূল্যছাড়সহ মূল্যের ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে। ধারা ৩৮ এ টেলিযোগাযোগ দ্রব্য বিক্রির ক্ষেত্রে মূল্যছাড়সহ মূল্য হলো ভ্যাটযোগ্য মূল্য যা একই ধরনের পরিস্থিতি। তাই, এই উপধারাটি উক্তরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাব-২৪

ধারা ৪৩(৩) থেকে “অনিবন্ধিত” শব্দটি বিলুপ্ত করার প্রস্তাব

ধারা ৪৩ এর উপ-ধারা (৩) এ “অনিবন্ধিত” শব্দটি ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই বলে মনে হয়। কারণ, পাওনাদার নিবন্ধিত হতে পারে। যেমন, ব্যাংক নিবন্ধিত হয়। এই ধারার করেসপন্ডিং বিধি ২৪ এ “অনিবন্ধিত” শব্দটি ব্যবহার করার ফলে এই বিধান করার যে অর্থ তার ব্যাপকতা হারিয়ে গেছে বলে প্রতীয়মান হয়। তাই, ধারা ৪৩ এর উপ-ধারা (৩) এ “অনিবন্ধিত” শব্দটি বিলুপ্ত করার সুপারিশ করছি।

প্রস্তাব-২৫

ধারা ৪৫ প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব

ধারা ৪৫ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি:

“৪৫। সরবরাহের উপর প্রদেয় নীট কর নিরূপণ ও পরিশোধ পদ্ধতি।—(১) কোন কর মেয়াদে করদাতা কর্তৃক প্রদেয় নীট করের পরিমাণ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে দাখিলপত্রের মাধ্যমে নিরূপণ করিতে হইবে, যথা:—

- (ক) উক্ত কর মেয়াদে প্রদত্ত সকল সরবরাহের উপর প্রদেয় উৎপাদ কর এবং সম্পূরক শুল্ক যোগ করিয়া;
 - (খ) উক্ত কর মেয়াদে অর্জিত সকল উপকরণের উপর প্রাপ্য রেয়াত দফা (ক) অনুসারে নিরূপিত যোগফল হইতে বিয়োগ করিয়া;
 - (গ) উক্ত কর মেয়াদে পরিশোধযোগ্য সকল বৃদ্ধিকারী সমন্বয় দফা (খ) অনুসারে প্রাপ্ত স্থিতির সাথে যোগ করিয়া; এবং
 - (ঘ) উক্ত কর মেয়াদে প্রাপ্য সকল হ্রাসকারী সমন্বয় দফা (গ) অনুসারে প্রাপ্ত স্থিতি হইতে বিয়োগ করিয়া।
- (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে নিরূপিত নীট কর, উক্ত কর মেয়াদের দাখিলপত্র পেশ করিবার পূর্বে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে যথাযথ অর্থনৈতিক কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: ধারা ৪৫(১) এর দফা (খ), (গ) এবং (ঘ) সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়। দফা (খ)তে বলা হয়েছে যে, দফা (ক) এর অধীন নিরূপিত কর যোগফল হতে বিয়োগ করতে হবে। কিন্তু দফা (গ) এবং (ঘ)তে কিসের সাথে যোগ করতে হবে এবং বিয়োগ করতে হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। তা উল্লেখ করা না হলে বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যায়। তাছাড়া, দফা (খ) এর দ্বিতীয় লাইনে “কর” শব্দটির প্রয়োজন নেই বলে মনে হয়। এই ধারায় বর্ণিত যোগ-বিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে দাখিলপত্রের মাধ্যমে তা কোথাও উল্লেখ নেই। তাই, সহজবোধ্য এবং আরো অর্থবহ করার উদ্দেশ্যে ধারা-৪৫ উক্তরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাব-২৬

ধারা ৪৬(১) এ সংশোধনের প্রস্তাব

ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় লাইনে ব্যবহৃত “পরিশোধিত” শব্দটি বিলুপ্ত করার সুপারিশ করছি অথবা “পরিশোধিত” এর পর “বা পরিশোধিতব্য” সন্নিবেশ করার সুপারিশ করছি।

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখ রয়েছে যে, পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই বিধানের ফলে মাঠ পর্যায়ে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। উপকরণের মূল্য এবং তার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করার সাথে রেয়াত নেয়াকে সম্পর্কিত করা মোটেও বাস্তবসম্মত নয়। মূল্য পরিশোধ করা হয় ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে আলাপ-আলোচনা এবং ব্যবসায়ীক সম্পর্কের ভিত্তিতে। ব্যবসায়ীক লেন-দেন অনেক ক্ষেত্রেই নগদে হয় না, তা বাকিতে হয়। কিন্তু রেয়াত নেয়ার সময়সীমা

হলো পরবর্তী চার কর মেয়াদ। তাই, চার কর মেয়াদের মধ্যে রেয়াত নিয়ে নিতে হবে। সরবরাহকারীকে আউটপুট ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। তাই এখানে খুব বেশি অনিয়মের সুযোগ নেই। হয়তো সময় একটু কম-বেশি দরকার হতে পারে। এই স্বাধীনতাটুকু সরবরাহকারীর থাকতে হবে। তা না হলে অর্থনৈতিক কার্যক্রম ব্যাহত হবে। ১৯৯১ সনের ভ্যাট আইনের আওতায় এমন বিধান ছিল না। তাছাড়া, যে মূল ইংরেজি খসড়ার ওপর ভিত্তি করে নতুন ভ্যাট আইন প্রণয়ন করা হয়েছে সে খসড়াতেও এমন বিধান ছিল না। উক্ত খসড়ার প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম:

"Credit for input tax.—

(1) Except as provided otherwise, a registered person is entitled to an input tax credit for the VAT imposed on a taxable supply or import if, and to the extent that,—

- (a) the supply was made to, or the import was made by, the person—
 - (i) in the course of the person's economic activity; and
 - (ii) for the purpose of taxable supplies made, or to be made by, the person; and
- (b) the person paid, or is liable to pay, the consideration for the supply."

এখানে যথার্থই বলা হয়েছে "the person paid, or is liable to pay"। তাই, ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় লাইনে ব্যবহৃত “পরিশোধিত” শব্দটি বিলুপ্ত করার সুপারিশ করছি অথবা “পরিশোধিত” এর পর “বা পরিশোধিতব্য” সন্নিবেশ করার সুপারিশ করছি। অর্থাৎ "paid, or is liable to pay"।

প্রস্তাব-২৭

ধারা ৪৬(৩) এ সংশোধনের প্রস্তাব

ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (গ)-তে “সমন্বিত কর চালানপত্র এবং” শব্দসমূহ বিলুপ্ত করার সুপারিশ করছি; কারণ, বর্তমানে আর উক্তরূপ চালানপত্র নেই। বর্তমানে উক্ত দলিলটির শিরোনাম হলো “উৎসে কর কর্তন সনদপত্র [মূসক-৬.৬]”।

প্রস্তাব-২৮

ধারা ৪৬(৩)(ঙ) এ সংশোধনের প্রস্তাব

ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঙ)-তে “গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন সেবার ওপর” শব্দসমূহ এর স্থলে “গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ব্যাংকিং, সিএন্ডএফ, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার, বিমা, শিপিং এজেন্ট ও বন্দর কর্তৃপক্ষ সেবার ওপর” প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ করছি।

প্রস্তাব-২৯

ধারা ৪৭ প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব

ধারা ৪৭ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করছি:

“৪৭। আংশিক উপকরণ কর রেয়াত।—(১) যেই ক্ষেত্রে কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি আদর্শ হারের সরবরাহ, শূন্য হারের সরবরাহ, হ্রাসকৃত হারের সরবরাহ, নির্ধারিত পরিমাণ ভ্যাটবিশিষ্ট সরবরাহ এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহের মধ্যে একাধিক সরবরাহ প্রদান করে; সেই ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত সংক্রান্ত বিষয় নিম্নের উপ-ধারাসমূহ অনুযায়ী ব্যবস্থিত হইবে।

(২) কোনো কর-মেয়াদে কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তির রেয়াতযোগ্য সরবরাহের পরিমাণ, রেয়াতযোগ্য নয় এমন সরবরাহের পরিমাণ এবং এই দুই এর অনুপাত নির্ণয় করিয়া সেই কর-মেয়াদের মোট রেয়াতযোগ্য উপকরণ করের পরিমাণ হইতে উক্ত অনুপাত অনুযায়ী রেয়াত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) অর্থ-বছরের শেষ কর-মেয়াদে উপ-ধারা (২) অনুযায়ী বিগত ১২ মাসের হিসাব একত্রে সম্পন্ন করিয়া প্রাপ্ত হিসাবের সাথে ইতোপূর্বে নির্ণীত ১২ মাসের হিসাবের প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, আদর্শ হারের সরবরাহ এবং শূন্য হারের সরবরাহ রেয়াতযোগ্য সরবরাহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে; হ্রাসকৃত হারের সরবরাহ, নির্ধারিত পরিমাণ ভ্যাটবিশিষ্ট সরবরাহ এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ রেয়াতযোগ্য নয় এমন সরবরাহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৭ এ আংশিক উপকরণ কর রেয়াত বিষয়ে বিধান বর্ণিত হয়েছে। তবে, এই ধারায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না। আংশিক উপকরণ কর রেয়াত বলতে কী বুঝায়, মোট রেয়াতের কতটুকু আংশিক রেয়াত নেয়া যাবে, কোন্ নীতিমালার ভিত্তিতে আংশিক উপকরণ কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে, কী পদ্ধতিতে আংশিক উপকরণ কর রেয়াত নিতে হবে ইত্যাদি বিষয় আরো স্পষ্ট হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আংশিক রেয়াতের পরিস্থিতি হলো, ধরুন একজন নিবন্ধিত ব্যক্তি নানা ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন। ধরুন, তিনি ১টি পণ্য বিক্রি করেন যার ওপর ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য রয়েছে। আর একটি পণ্য বিক্রি করেন যার ওপর ৫% ভ্যাট প্রযোজ্য রয়েছে। আর একটি পণ্য বিক্রি করেন যার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য নেই। কোনো একটি উপকরণ এই একাধিক পণ্যে ব্যবহার করা হয়েছে যার পরিমাণ হয়তো নিরূপণ করা সম্ভব হবে কিন্তু কিছু সেবা এই একাধিক পণ্যে ব্যবহার করা হয়েছে যার পরিমাণ নির্ণয় করা দুরূহ। অর্থাৎ উপকরণ সব পণ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তিনি রেয়াত পাবেন শুধুমাত্র ১৫% ভ্যাটযোগ্য যে পণ্য বিক্রি করেছেন সে পণ্যে যে উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে সে উপকরণের ওপর যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে সেটুকু। এর পরিমাণ নির্ণয় করাকে বলা হয় আংশিক উপকরণ কর রেয়াত। এই পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। তাই, বিভিন্ন পদ্ধতিতে, কোনো

কোনো ভ্যাট ব্যবস্থায় সূত্র প্রয়োগ করে এই পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। যেসব ভ্যাট ব্যবস্থায় স্ট্যান্ডার্ড হার ছাড়া অন্য কোনো হার নেই এবং অব্যাহতি কম সেসব ভ্যাট ব্যবস্থায় উক্ত সূত্র প্রয়োগ করে আংশিক উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা সহজ ও সম্ভব। যে মূল ইংরেজির ভিত্তিতে এই ধারাটি গঠন করা হয়েছে তা হলো স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাট ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় অনেকগুলো হ্রাসকৃত হার রয়েছে, অব্যাহতি অনেক, তাছাড়া আমাদের হিসাব ব্যবস্থাও খুব স্বচ্ছ নয় যে ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাটমুক্ত সরবরাহ সঠিকভাবে দ্রুত পৃথক করা যাবে; এসব কারণে আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় উপরে বর্ণিত সূত্র প্রয়োগ করা সহজ নয়। নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন হলেও আমাদের জানামতে মাঠ পর্যায়ে এখনও উক্ত সূত্র প্রয়োগ করে আংশিক উপকরণ কর রেয়াত নেয়ার প্রচলন হয়নি। সাধারণত বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে যারা আংশিক উপকরণ কর রেয়াত নেন, তারা কোনো মাসে ১৫% এবং ভ্যাটমুক্ত সরবরাহ মোট সরবরাহের কত শতাংশ তা হিসাব করে রেয়াতযোগ্য পরিমাণের তত শতাংশ রেয়াত নিয়ে নেন। জটিলতার কারণে অনেকে আংশিক উপকরণ কর রেয়াত নেন না বা নিতে পারেন না। যাহোক, এ পর্যায়ে আমরা ১৯৯১ সনের ভ্যাট আইনের আওতায় আংশিক উপকরণ কর রেয়াতের পদ্ধতি কি ছিল তা আলোচনা করবো এবং সবশেষে বিষয়টি সহজ ও বাস্তবায়নযোগ্য করার জন্যে কিছু সুপারিশ পেশ করবো।

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর আওতায়

আংশিক উপকরণ কর রেয়াত নেয়ার পদ্ধতি

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর আওতায় আংশিক উপকরণ কর রেয়াত নেয়ার বিধান ছিল। তা হলো, যদি কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি একই প্রাঙ্গন হতে ভ্যাটযুক্ত এবং ভ্যাটমুক্ত উভয় ধরনের পণ্য সরবরাহ করতেন, তাহলে তিনি ভ্যাটযুক্ত পণ্যে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর রেয়াত পেতেন কিন্তু ভ্যাটমুক্ত পণ্যে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর রেয়াত পেতেন না। তবে, একই প্রাঙ্গনে দু'ধরনের পণ্যে কতটুকু করে উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে তার হিসাব ইত্যাদি আলাদাভাবে রাখা সম্ভব হয় না। তাই, এরূপক্ষেত্রে একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো। তা হলো, নিবন্ধিত ব্যক্তি উপকরণ নিবন্ধিত প্রাঙ্গনে আনার পর সব উপকরণের ওপর রেয়াত নিয়ে নিতেন। এরপর তিনি উৎপাদন করতেন। উৎপাদন করে বিক্রী করতেন। বিক্রী করার সময় তিনি ভ্যাটযুক্ত পণ্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতেন, আর ভ্যাটমুক্ত পণ্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতেন না। ভ্যাটযুক্ত পণ্য বিক্রী করে যেহেতু ভ্যাট পরিশোধ করতেন, সেহেতু ওই পণ্যের ওপর পূর্বে উপকরণ কর রেয়াত নেয়া বৈধ হতো। কিন্তু ভ্যাটমুক্ত পণ্যের বিক্রির ওপর তিনি ভ্যাট পরিশোধ করতেন না। তাই, ওই পণ্যের ওপর তিনি উপকরণ কর রেয়াত পাবেন না। কিন্তু তিনি প্রথমে যখন উপকরণ নিবন্ধিত প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়েছেন তখন সব উপকরণের ওপর রেয়াত নিয়েছেন। তাই, বিক্রী করা ভ্যাটমুক্ত পণ্যের ওপর আনুপাতিক হারে যতটুকু উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে, ততটুকু উপকরণের ওপর যে পরিমাণ রেয়াত পূর্বে নেয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কর্তন করতে হতো। উল্লেখ্য, দুটি পণ্যের উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ ঘোষণা (মূল্য ঘোষণা) দাখিল করতে হতো। ঘোষণা অনুসারে বিক্রয় করা ভ্যাটমুক্ত পণ্যের উপর

কতটাকা পূর্বে রেয়াত নেয়া হয়েছে তা নির্ণয় করে কর্তন করা হতো। এভাবে কর্তন করতে করতে সবশেষে দাঁড়াতো এই যে, শুধুমাত্র ভ্যাটযুক্ত পণ্যে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর তিনি রেয়াত নিয়েছেন; আর ভ্যাটমুক্ত পণ্যের উপকরণের ওপর তিনি রেয়াত নেননি। তবে, সেবার ক্ষেত্রে এভাবে রেয়াত নিতে জটিলতা ছিল। কারণ, সেবার ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা ছিল না। তাছাড়া, স্ট্যান্ডার্ড হারের সরবরাহ এবং ট্রান্সকৃত হারের সরবরাহ একসাথে প্রদান করলে এভাবে রেয়াত নিতে জটিলতা ছিল। তাই, ১৯৯১ সনের ভ্যাট আইনের আওতায় আংশিক উপকরণ কর রেয়াত নেয়া ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল না।

১৯৯১ সনের ভ্যাট বিধির বিধি ১৯(৩) এ আংশিক উপকরণ কর রেয়াত নেয়ার যে পদ্ধতি ছিল তা সহজবোধ্য ছিল কারণ, তা ছিল বর্ণনা আকারে। যদিও সে পদ্ধতিতে প্রথমেই সব রেয়াত দিয়ে দেয়া হতো যা রাজস্বের জন্য ফ্রেন্ডলী ছিল না। পরবর্তীতে প্রতি মাসে যে রেয়াত প্রাপ্য নয় তা কর্তন করা হতো যা রেয়াত গ্রহণকারীদের জন্য সুবিধাজনক ছিল। নতুন ভ্যাট আইনে আংশিক উপকরণ কর রেয়াত নেয়ার জন্য সূত্রের মাধ্যমে বর্ণিত পদ্ধতির সর্বশেষ ফলাফল বলা যায় একই। তবে, এ পদ্ধতিতে প্রথমেই সব রেয়াত দিয়ে দেয়া হয় না; বরং বিক্রি করার পর রেয়াত দেয়া হয়। তাছাড়া, বর্তমান পদ্ধতিতে বছর শেষে এক বছরের হিসাব করে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করতে হবে; আর আগের পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে তা চলতে থাকতো। বর্তমান ব্যবস্থা রাজস্বের জন্য সুবিধাজনক।

যে মূল ইংরেজি ভাষানিকে ভিত্তি ধরে নতুন ভ্যাট আইন প্রস্তুত করা হয়েছিল সে ভাষানে আংশিক উপকরণ কর রেয়াত সংশ্লিষ্ট ধারা কেমন ছিল তা জানা প্রাসঙ্গিক। উক্ত ধারা নিম্নে সন্নিবেশ করা হলো।

"Partial input tax credit.—

Credit must reflect expenditure incurred

(1) Where a registered person pays or is liable to pay only part of the consideration for a taxable supply, any input tax credit to which the person is entitled shall be calculated only by reference to the amount the person pays or is liable to pay.

Inputs not used wholly for taxable supplies

(2) A registered person who, in a tax period, is entitled to an input tax credit for an import or acquisition but is not entitled to the full input tax credit, shall determine its entitlement to input tax credits for all such imports or acquisitions under subsection (3).

(3) For each tax period, the sum of the input tax credits allowed for the imports or acquisitions to which this section relates is calculated according to the following formula—

$$I \times \frac{T}{A}$$

where—

I is the total amount of input tax incurred on imports or acquisitions to which this subsection relates and for which a credit is sought in the tax period;

T is the value of all the taxable supplies made by the registered person during the tax period; and

A is the value of all the supplies made by the registered person during the tax period;

(4) In applying subsection (3), including as specified in subsection (5),—

(a) supplies made through an economic activity carried on at a fixed place outside Bangladesh shall not be included in A or T in the formula unless, under Chapter 6, those supplies are made in Bangladesh; and

(b) the fraction T/A shall be rounded as follows—

(i) if it is more than 0.90, by rounding up to one;

(ii) if it is less than 0.10, by rounding down to zero;

Example: X is a company that supplies both taxable and exempt supplies. In May, X's total revenue from supplies made in that month is taka 16.5 lakhs, including VAT. Of this, taka 5 lakhs is consideration for exempt supplies, and so includes no VAT. The remaining taka 11.5 lakhs is the total consideration for taxable supplies, and so includes taka 1.5 lakhs for VAT imposed on the supplies. The value of these supplies is thus taka $(11.5 - 1.5) = 10$ lakhs. X makes no supplies that are neither taxable nor exempt.

During May, X also paid taka 9.2 lakhs, including VAT, on taxable acquisitions. Its input tax from acquisitions was thus the tax fraction of 9.2 lakhs, or taka 1.2. In addition, X paid taka 15,000 lakhs VAT on taxable imports of goods. X's total input tax for May is thus taka 1.35 lakhs.

X is able to identify that some of the imports and acquisitions relate solely to making taxable supplies. The input tax on these, which is fully creditable, is 85,000 lakhs.

None of the imports or acquisitions relates solely to making exempt supplies. Thus, X must apportion the remaining taka 50,000 lakhs input tax because it relates to both the taxable and the exempt supplies X makes. The amount that X can apportion, using the formula above, is—

$$\begin{aligned}
 & 50,000 \times \frac{(15 - 5)}{15} \\
 &= 50,000 \times 0.67 \\
 &= 33,334
 \end{aligned}$$

(5) The input tax credits allowed to a person under subsection (3) for a tax period shall be provisional, and at the end of each calendar year, an annual adjustment shall be made, which shall be calculated as follows:

(a) add up all the amounts allowed as input tax credits under subsection (3) in each of the twelve tax periods occurring during that calendar year;

- (b) apply the formula in subsection (3) as if references in the definitions of “I”, “A”, and “E” to “the tax period” were a reference to the relevant calendar year;
- (c) work out the amount of the adjustment by subtracting the amount worked out under paragraph (b) from the amount worked out under paragraph (a);
- (d) if the adjustment so calculated is a positive amount, an increasing adjustment equal to that amount must be made in the taxable person’s VAT return for the third tax period in the following calendar year, or such earlier tax period as the Board prescribes;
- (e) if the adjustment so calculated is a negative amount, the person is allowed a decreasing adjustment for that amount in the VAT return for the third tax period in the following calendar year, or such earlier tax period as the Commissioner reasonably allows.

(6) Where a registered person supplies financial services that are partly taxable and partly exempt because the consideration for the services is partly an explicit fee and partly an implicit profit made on the spread between transactions with different persons, the amount to be included in both T and A in the formula in paragraph (3) must be such as to give a true and accurate reflection of the extent to which the person’s inputs are used to make taxable supplies.

(7) The Board may prescribe methods for suppliers of financial services to calculate what proportion of their input tax is reasonably attributable to the making of taxable supplies, and such prescribed methods shall prevail over the method in this section."

উপরে সন্নিবেশিত মূল ইংরেজি ভাষার ধারার উপ-ধারা (৬) ও (৭) এ financial services অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই, উক্ত ভাষানে financial services এর সংজ্ঞা দেয়া ছিল। কিন্তু আমাদের বর্তমান আইনের ধারা ৪৭(৪)(ঘ) এবং বিধি ২৬(৩) ও ২৬(৪) এ “আর্থিক সেবা” বর্ণিত বা নির্দেশিত হলেও আর্থিক সেবার কোনো সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। তবে, এসআরও দ্বারা সংজ্ঞায়িত “ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং” সেবা financial services সেবার কাছাকাছি। উক্ত ভাষান অনুসারে financial services এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ:—

“financial services” means—

- (a) the granting, negotiating, and dealing with loans, credit, credit guarantees, and security for money, including management of loans, credit, or credit guarantees by the grantor;
- (b) transactions concerning money, deposit and current accounts, payments, transfers, debts, cheques, or negotiable instruments, other than debt collection and factoring;
- (c) transactions relating to financial derivatives, forward contracts, options to acquire financial instruments, and similar arrangements;
- (d) transactions relating to shares, stocks, bonds, and other securities, but not including custody services;
- (e) the grant or transfer of ownership of an interest in a scheme whereby provision is made for the payment or granting of benefits

by a benefit fund, provident fund, pension fund, retirement annuity fund or preservation fund,
but does not include a supply of the services of arranging for or facilitating any of the above services;”

উপরের আলোচনার সারমর্ম দাঁড়ায় যে, বর্তমান আইনের আংশিক উপকরণ কর রেয়াত নেয়ার পদ্ধতিতে অসংগতি রয়েছে। এ বিধানটি উন্নত ভ্যাট ব্যবস্থা থেকে নেয়া যেখানে হ্রাসকৃত হার নেই বা কম আছে, অব্যাহতি কম আছে, হিসাব ব্যবস্থা স্বচ্ছ; সে ব্যবস্থায় এরূপ বিধান কার্যকর করা সম্ভব। তবে, আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় এরূপ বিধান কার্যকর করা দূরূহ হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নতুন ভ্যাট আইন কার্যকর হলেও ধারা ৪৭ এ বর্ণিত আংশিক উপকরণ কর রেয়াত নেয়ার এ বিধান আমাদের জানামতে মাঠ পর্যায়ে কার্যকর হয়নি। আমাদের জানামতে, মাঠ পর্যায়ে এখন যেভাবে আংশিক উপকরণ কর রেয়াত নেয়া হচ্ছে তা পূর্বের পদ্ধতি এবং বর্তমান পদ্ধতির মাঝামাঝি। তা হলো, যেহেতু বর্তমানে আগের মতো চলতি হিসাব রেজিস্টার নেই; তাই, সব রেয়াত প্রথমে নিয়ে নেয়া হয় না। সরবরাহ দেয়ার পরে আংশিক উপকরণ কর রেয়াত নেয়া হয়। তবে, তা নেয়া হয় ধারা ৪৭ এ বর্ণিত সূত্র প্রয়োগ করে নয়। কোনো মাসের মোট উপকরণ কর রেয়াতের পরিমাণ হিসাব করা হয়, মোট ভ্যাটযোগ্য সরবরাহের পরিমাণ হিসাব করা হয় এবং মোট ভ্যাটমুক্ত সরবরাহের পরিমাণ হিসাব করা হয়। ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাটমুক্ত সরবরাহের অনুপাত হিসাব করা হয়। তারপর সে অনুপাত অনুসারে, সে মাসের মোট রেয়াতের পরিমাণ হতে আংশিক রেয়াত নিয়ে নেয়া হয়। এ ব্যবস্থাও সবাই অবলম্বন করতে পারেন না। যাদের ধারণা ভালো এবং অফিসারকে বুঝিয়ে নিতে পারেন, তারা নিতেছেন; আর যারা সেরকম নন, তারা নিতে পারছেন না। এভাবে একটা মানসম্মত ভ্যাট ব্যবস্থা স্থাপন করা যাবে না। তাই, আংশিক উপকরণ কর রেয়াত নেয়া বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত নেই। কিন্তু একটা মানসম্মত ভ্যাট ব্যবস্থা নির্মাণের পূর্বশর্ত হলো, যার যতটুকু রেয়াত প্রাপ্য হয় তা তাকে দিয়ে দিতে হবে। রাজস্ব আহরণের নৈতিকতা (ethics) হলো, ন্যায়সঙ্গত পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতে হবে। অর্থাৎ সরকারের যা প্রাপ্য তা সঠিক পরিমাণ আহরণ করতে হবে এবং করদাতার যা প্রাপ্য তা সঠিকভাবে তাকে দিয়ে দিতে হবে। এ প্রেক্ষিতে আইনের ধারা ৪৭ উক্তরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

উপরোক্তভাবে ধারা ৪৭ প্রতিস্থাপন করা হলে কোনো নির্ধারণ করার প্রয়োজন হবে না; তাই, বিধি ২৬ বিলুপ্ত করতে হবে। তাছাড়া, বিধি ২৭ এর উপ-বিধি (৩) এবং (৫) সংশোধন করার প্রয়োজন হবে। আশা করি, এই বিধান অনুসারে আংশিক উপকরণ কর রেয়াত নেয়ার পদ্ধতি সহজ হবে। শুধুমাত্র ১৫% হারের সরবরাহ এবং ০% হারের সরবরাহের বিপরীতে রেয়াত নেয়া হবে; অন্যন্য সরবরাহের বিপরীতে রেয়াত নেয়া হবে না। আমাদের সুপারিশ হলো, এই পদ্ধতি অন্ততপক্ষে ১ বছর পরীক্ষামূলকভাবে কার্যকর করা যায়। আশা করি, এই পদ্ধতিতে উত্তম ফলাফল পাওয়া যাবে। উৎপাদ করের তুলনায় রেয়াতের পরিমাণ অনেক কম হবে। সকলে এই পদ্ধতি সহজে অবলম্বন করতে পারবেন। বুঝা এবং পরিপালন করা সহজ হবে; তাই, ব্যবসা-বান্ধব ও রাজস্ব-বান্ধব হবে।

প্রস্তাব-৩০

ধারা ৪৮ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব

ধারা ৪৮ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি:

“৪৮। সমন্বয়।—নিবন্ধিত ব্যক্তি নির্ধারিত পরিমাণ, শর্ত, সময়সীমা ও পদ্ধতিতে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়—

- (ক) উৎসে কর্তনকৃত মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারীর ক্ষেত্রে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (খ) প্রতি মাসে গ্রহণকৃত আংশিক উপকরণ কর রেয়াতের বিপরীতে বাৎসরিক পুনঃহিসাব প্রণয়নের ফলে প্রযোজ্য বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (গ) ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ না করিবার কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ঘ) ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উপকরণের বিপরীতে গৃহীত রেয়াত বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ঙ) নিবন্ধিত হওয়ার পর উপকরণ কর ও অন্যান্য করের বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (চ) নিবন্ধন বাতিল করার কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ছ) পূর্ববর্তী কর-মেয়াদে কম পরিশোধিত কর বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (জ) করহার হ্রাস পাওয়াই সরবরাহকারী কর্তৃক হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণের কারণে সরবরাহীতার বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ঝ) করহার বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষেত্রে সরবরাহকারীর বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ঞ) সুদ, জরিমানা, অর্থদণ্ড, ফি ইত্যাদি পরিশোধ সংক্রান্ত বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ট) সরবরাহ বাতিল করার কারণে সরবরাহ গ্রহীতার বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ঠ) সরবরাহের পণ হ্রাস পাওয়ার কারণে সরবরাহ গ্রহীতার বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ড) সরবরাহের পণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সরবরাহকারীর বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ঢ) সরবরাহটি সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ সরবরাহকারীর নিকট ফেরত প্রদানের কারণে সরবরাহ গ্রহীতার বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ণ) সরবরাহের প্রকৃতি পরিবর্তনের কারণে সরবরাহটি অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহে পরিণত হওয়াই সরবরাহ গ্রহীতার বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ত) পূর্ববর্তী কর মেয়াদে কম পরিশোধিত কর বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (থ) সরবরাহ গ্রহীতা সমুদয় বা আংশিক পণ পরিশোধ না করিবার কারণে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে সরবরাহকারী কর্তৃক হিসাব বহিতে অপরিশোধিত অর্থের পরিমাণ অবলোপন করিবার ফলে সরবরাহ গ্রহীতার বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (দ) আপীল দায়ের করিবার জন্য ধারা ১২১(২), ১২২(২) ও ১২৪(৪) এর অধীন পরিশোধিতব্য করের বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ধ) পুনঃবীমার বিপরীতে বীমাকারী কর্তৃক অর্থ প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;

- (ন) বীমা গ্রহীতা কর্তৃক অর্থ প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (প) সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয় যে, নিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট সরকারের কোন পাওনার সৃষ্টি হইয়াছে, এমন কোন কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ফ) নির্ধারিত অন্য কোনো বৃদ্ধিকারী সমন্বয়; এবং

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে হ্রাসকারী সমন্বয়—

- (ক) আগাম কর হিসাবে পরিশোধিত অর্থের হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (খ) টেলিযোগাযোগ পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী কর্তৃক ক্রেতার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত অর্থের বিপরীতে গৃহীত হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (গ) উৎস কর্তিত করের বিপরীতে সরবরাহকারী কর্তৃক হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (ঘ) প্রতি মাসে গ্রহণকৃত আংশিক উপকরণ কর রেয়াতের বিপরীতে বাৎসরিক পুনঃহিসাব প্রণয়নের ফলে প্রযোজ্য হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (ঙ) নিবন্ধিত হওয়ার পর উপকরণ কর ও টার্নওভার কর হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (চ) পুনঃবিক্রয়ের জন্য ক্রয়কৃত সেকেন্ড-হ্যান্ড পণ্যের ক্ষেত্রে হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (ছ) ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত অর্থের বিপরীতে বীমাকারীর হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (জ) লটারী, লাকী ড্র, র‍্যাফেল ড্র বা অনুরূপ উদ্যোগ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পুরস্কার বাবদ কোনো অর্থ প্রদান করার ক্ষেত্রে গৃহীত হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (ঝ) সরবরাহকারী কর্তৃক কম পরিশোধিত কর বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করার কারণে সরবরাহগ্রহীতার হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (ঞ) করহার হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রে সরবরাহকারীর হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (ট) করহার বৃদ্ধি পাওয়াই সরবরাহকারী কর্তৃক বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করার কারণে সরবরাহগ্রহীতার হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (ঠ) সম্পূরক শুল্ক ফেরত গ্রহণ সংক্রান্ত হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (ড) ঋণাত্মক নীট অর্থ জের টানার নিমিত্ত হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (ঢ) পূর্ববর্তী কর-মেয়াদে অতিরিক্ত পরিশোধিত কর হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (ণ) সরবরাহ বাতিল করার কারণে সরবরাহকারীর হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (ত) সরবরাহের পণ্য হ্রাস পাওয়ার কারণে সরবরাহকারীর হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (থ) সরবরাহের পণ্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সরবরাহ গ্রহীতার হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (দ) সরবরাহটি সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ সরবরাহকারীর নিকট ফেরত আসার কারণে সরবরাহকারীর হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (ধ) সরবরাহের প্রকৃতি পরিবর্তনের কারণে সরবরাহটি অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহে পরিণত হওয়াই সরবরাহকারীর হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (ন) ক্রেতা কর্তৃক সরবরাহের পণ্য সমুদয় বা আংশিক পরিশোধ না করার কারণে সরবরাহকারীর হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (প) মামলা স্বপক্ষে নিষ্পন্ন হওয়ার ফলে, মামলা দায়েরকালে ধারা ১২১(২), ১২২(২) ও ১২৪(৪) এর অধীন পরিশোধিত করের হ্রাসকারী সমন্বয়;

- (ফ) সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয় যে, নিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট সরকারের কোন পাওনার সৃষ্টি হইয়াছে, এমন কোন কারণে হ্রাসকারী সমন্বয়; এবং
(ব) নির্ধারিত অন্য কোনো হ্রাসকারী সমন্বয়

গ্রহণ করিতে পারিবেন।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: ভ্যাট আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সমন্বয়। ভ্যাট আইনটি বাস্তবায়ন করতে হলে সমন্বয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হলে বিধানসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলে একরকমভাবে বুঝতে হবে। আইন ও বিধির বিভিন্ন স্থানে সমন্বয় সংক্রান্ত বিধানসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

আইনের ধারা ২(৭১), (৮৭), (১০৩), ধারা ৩১, ৩৮(৫), ৪৭(৪)(গ), ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৩, ৬২ ও ৬৮;

বিধিমালার বিধি ২৬(২), ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৯ ও ৪৫; এবং

উৎসে মূসক আদায় বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধি ৫(৩), ৬(৩)(৪) ও ৮(ক)।

সমন্বয় বলতে কি বুঝায় এ বিষয়টি প্রথমে আলোচনা করা দরকার। ভ্যাট আইন প্রয়োগ করার মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের কাছ থেকে ভ্যাট আদায় করা। অর্থাৎ জনগণ সরকারকে ভ্যাট হিসেবে টাকা দেবে। জনগণ পণ্য বা সেবা ক্রয় করার সময় ভ্যাটের টাকা বিক্রেতার কাছে দিয়ে আসবে; বিক্রেতা ভ্যাটের টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেবেন। এ ধরনের দেয়াকে বলা হয় প্রদেয় (payable)। ভ্যাট ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে যেয়ে পণ্য/সেবার বিক্রেতাকে প্রদেয় এর বাইরে আরো নানা কারণে সরকারকে অর্থ প্রদান করতে হয়। যেমন: জরিমানা, সুদ, উৎসে কর্তৃত্ব অর্থ, আপিল করার ক্ষেত্রে জমা ইত্যাদি। প্রদেয় এর বাইরে এ ধরনের জমা দেয়াকে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় বলা হয়। অর্থাৎ নীট প্রদেয় এর সাথে এই অর্থ যোগ করতে হয়। সরকারকে দেয়ার বিষয়টি এখানে আমরা দু'ভাগে ভাগ করেছি; যথা: প্রদেয় এবং বৃদ্ধিকারী সমন্বয়।

আর একটি বিষয় হলো সরকারের কাছ থেকে অর্থ ফেরত নেয়া। ভ্যাট আইন প্রয়োগ করতে যেয়ে কিছু কিছু পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন পণ্য/সেবার বিক্রেতার সরকারের নিকট থেকে অর্থ ফেরত নেয়ার প্রয়োজন হয়। ফেরত নেয়ার মূল বিষয় হলো উপকরণ কর রেয়াত নেয়া। রেয়াত নেয়া হলো, পণ্য/সেবা বিক্রেতা যেসব উপকরণ ক্রয় করেন, তার ওপর তিনি যে ভ্যাট পরিশোধ করে আসেন সে ভ্যাট সরকার তাকে ফেরত দিয়ে দেয়। শর্ত হলো উপকরণ মূল্যের ওপর মূল্য সংযোজন করতে হবে এবং তা অধিক মূল্যে বিক্রি করে সর্বমোট বিক্রয় মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। এভাবে উপকরণের ওপর পরিশোধ করা ভ্যাট ফেরত নেয়াকে রেয়াত নেয়া বলে। ইংরেজিতে বলে rebate or credit। প্রদেয় থেকে বিয়োগ করে রেয়াত নিতে হয়। আইন প্রয়োগ করতে গেলে রেয়াতের বাইরে ফেরত নেয়ার আরো নানা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যেমন: আমদানি পর্যায়ে পরিশোধ করা আগাম কর ফেরত নেয়া, উৎসে কর্তন করা এবং কর্তনকারী কর্তৃক জমা দেয়া অর্থ সরবরাহকারী কর্তৃক ফেরত নেয়া, আপিল করার সময় পরিশোধ করা অর্থ আপিলে জিতে

গেলে ফেরত নেয়া। এ ধরনের ফেরত নেয়াকে হ্রাসকারী সমন্বয় বলে। দাখিলপত্র প্রস্তুত করার সময় এই দেয়া-নেয়ার কাজগুলো করতে হয়। আইনের ধারা ৪৫-এ তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

“বৃদ্ধিকারী সমন্বয়”, “সমন্বয় ঘটনা” ও “হ্রাসকারী সমন্বয়” এর সংজ্ঞাসমূহ প্রয়োজন নেই বলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে। কারণ, “বৃদ্ধিকারী সমন্বয়” ও “হ্রাসকারী সমন্বয়” ধারা ৪৮ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং সমন্বয় সংক্রান্ত বিধি রয়েছে (বিধি ২৬(২), ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৯ এবং ৪৫)। তাছাড়া, এ দুটি বিষয়ের বহুমুখী অর্থ নেই এবং আইনের অন্য কোথাও অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। তাছাড়া, “সমন্বয় ঘটনা” সকল “বৃদ্ধিকারী সমন্বয়” ও “হ্রাসকারী সমন্বয়” অন্তর্ভুক্ত করে না। তাই, এই সংজ্ঞার কারণে আইন প্রয়োগে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। প্রয়োগের ক্ষেত্র সীমিত হয়ে যেতে পারে। ধারা ৪৮ এর মাধ্যমেই “বৃদ্ধিকারী সমন্বয়” ও “হ্রাসকারী সমন্বয়” যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব। সংজ্ঞা দেয়ার অর্থ হলো, পরিধি নির্ধারণ করে দেয়া। ধারা ২(৭১), (৮৭) এবং (১০৩)-এ কোনো পরিধি নির্ধারণ করা হয়নি। এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে, ধারা ৪৮-এ তা প্রায় সব একইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে দুস্থানে একইভাবে উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। একই বিষয় একাধিক স্থানে উল্লেখ করার ফলে বিষয়টি সাধারণ পাঠকদের কাছে জটিল হয়ে গেছে। সমন্বয় বুঝার জন্য এবং সমন্বয় নেয়ার জন্য এতকিছুর প্রয়োজন নেই। সমন্বয় খুব সহজেই বুঝা সম্ভব। যখন সাধারণ প্রদেয় এর অতিরিক্ত সরকারকে প্রদান করার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাকে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় বলে। যেমন: জরিমানা। আর যখন সাধারণ রেয়াতের অতিরিক্ত সরকারের নিকট থেকে অর্থ নিয়ে নেয়ার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাকে হ্রাসকারী সমন্বয় বলে। যেমন: আগাম কর। তাই, আমরা ধারা ২ এর দফা (৭১) এ “বৃদ্ধিকারী সমন্বয়”, দফা (৮৭)-তে “সমন্বয় ঘটনা” এবং দফা ১০৩ এ “হ্রাসকারী সমন্বয়” এর সংজ্ঞাসমূহ বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করেছি। এবং ধারা ৪৮ পুনঃলিখন করে, সম্ভাব্য সব ধরনের সমন্বয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করেছি।

প্রস্তাব-৩১

ধারা ৫০(২) প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব

ধারা ৫০ এর উপ-ধারা (২) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি:

“(২) যে কর মেয়াদে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র জারি করা হয়, সেই কর মেয়াদে বা সেই কর মেয়াদের পরবর্তী ছয় কর মেয়াদের মধ্যে উক্ত সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পর সমন্বয় দাবি তামাদি হইবে।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: “যে কর মেয়াদে কোন সরবরাহের উপর প্রদেয় কর পরিশোধ করা হয়” বক্তব্যটি বিভ্রান্তিকর। সরবরাহকারী কর্তৃক পরিশোধ না কি উৎসে কর্তনকারী কর্তৃক পরিশোধ, কোনটি বুঝানো হয়েছে তা বোধগম্য হয় না। সরবরাহকারী কর্তৃক পরিশোধ হওয়া সমিচিন নয়। কারণ, অনেক সময় বিলম্বে মূল্য পরিশোধ করা হয়। ইহা ব্যবসার

সাধারণ রীতি। সরবরাহকারী কর্তৃক পরিশোধ করা হলে এবং বিলম্বে মূল্য পরিশোধ করা হলে, সমন্বয় করার সময় পাওয়া যাবে না। উৎসে কর্তন সনদপত্র ইস্যু করার কর মেয়াদ বা তার পরবর্তী ৬ (ছয়) কর মেয়াদ সময় দেয়া সমিচিন। তাই, উপ-ধারা (২) উক্তরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাব-৩২

ধারা ৬৪(১) সংশোধন করার প্রস্তাব

ধারা ৬৪ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত “মেয়াদ সমাপ্তির অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে” এর স্থলে “মেয়াদ সমাপ্ত হইবার পর অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে” প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি।

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি : এই ধারায় “মেয়াদ সমাপ্তির অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে” উল্লেখ রয়েছে। এর অর্থ বর্তমানে ধরা হয় এবং বুঝা হয় যে, কর মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে। সবাই এভাবেই করছেন। তাই, কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তবে, এ কথার অর্থ এমনও বুঝা যেতে পারে যে, কর মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার ১৫ দিন পূর্ব পর্যন্ত সময়। তাই, উক্তরূপ সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাব গৃহীত হলে ভাষা সহজ ও অর্থবহ হবে।

প্রস্তাব-৩৩

ধারা ৭১ এ সংশোধন করার প্রস্তাব

ধারা ৭১ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি:

“(খ) বাংলাদেশে অধিষ্ঠিত বিদেশী রাষ্ট্রের কূটনৈতিক বা কনসুলার মিশন বা আন্তর্জাতিক সংস্থার আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রদত্ত সরবরাহ।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: ধারা ৭১ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ)তে অস্পষ্টতা রয়েছে বলে মনে হয়। কারণ, দফা (খ)তে “আন্তর্জাতিক সংস্থা” উল্লেখ নেই। যদিও ধারা ৭১ এর শিরোনামে “আন্তর্জাতিক সংস্থা” উল্লেখ রয়েছে এবং বিধি ৫৫তে “আন্তর্জাতিক সংস্থা” উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক সংস্থাও জেনেভা কনভেনশন অনুসারে কূটনৈতিক সুবিধা ভোগ করে থাকে। তাই, ধারা ৭১(১)(খ) উক্তরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

অধিকন্তু, ধারা ৭১ এর মূল বিষয় হলো বিদেশী দূতাবাস, আন্তর্জাতিক সংস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অব্যাহতি না দিয়ে ভ্যাট আদায় করে আবার ফেরৎ দিতে হবে। এটি একটি নীতিগত বিষয়। এই নীতিটি পরিবর্তন করা দরকার বলে আমরা মনে করি। কারণ, আদায় করতে প্রশাসনিক ব্যয় রয়েছে। আবার, ফেরৎ দিতেও প্রশাসনিক ব্যয় রয়েছে। তাই, আদায় করে আবার ফেরৎ দেয়ার মধ্যে আমরা কোনো যুক্তি দেখি না। বরং আন্তর্জাতিক চুক্তি,

কনভেনশন ইত্যাদির আওতায় পারস্পরিক ভিত্তিতে (on reciprocal basis) যেসব ক্ষেত্রে অব্যাহতি দেয়া প্রয়োজন সেসব ক্ষেত্রে অব্যাহতি দিয়ে দেয়া উত্তম।

প্রস্তাব-৩৪

ধারা ৭২ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব

বিধি ৫২(৬) বিলুপ্ত করে ধারা ৭২ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি:

“৭২। অতিরিক্ত পরিশোধিত কর সমন্বয় বা ফেরত প্রদান।—যদি কোন ব্যক্তি কোন কর মেয়াদের দাখিলপত্রে প্রদর্শিত প্রদেয় করের তুলনায় অতিরিক্ত পরিমাণ কর পরিশোধ করেন, তাহা হইলে পরিশোধ পরবর্তী ৬ (ছয়) কর মেয়াদের মধ্যে উক্ত অর্থ ফেরত গ্রহণের জন্য আবেদন করা যাইবে বা দাখিলপত্রে হাসকারী সমন্বয় সাধন করা যাইবে।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: ভুলক্রমে কর অতিরিক্ত পরিশোধিত হলে তা দাখিলপত্রে হাসকারী সমন্বয় করা যাবে যা ধারা ৭২ এ বর্ণিত রয়েছে। হাসকারী সমন্বয় করার সময়সীমা বর্ণিত রয়েছে বিধি ৫২(৬) এ যা একস্থানে পেশ করা হলে পাঠকদের জন্য বুঝা সহজ হবে। বর্তমানে অনেকেই এ বিধান জানে না। তাই, বিধি ৫২(৬) ধারা ৭২ এর সাথে পেশ করার প্রস্তাব করছি। বিধি ৫২(৬) বিলুপ্ত করে ধারা ৭২ উক্তরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাব-৩৫

ধারা ৭৬(২) প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব

ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (২) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি:

“(২) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোন কার্যক্রম, চুক্তি, বন্দোবস্ত, প্রতিশ্রুতি, পরিকল্পনা, প্রস্তাবনা, অংগীকারনামা ইত্যাদি প্রকাশ্য বা নিহীত বা আইনসঙ্গতভাবে বলবৎযোগ্য হইক বা না হউক উহা পরিকল্প (scheme) এর অন্তর্ভুক্ত হইবে।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপন করার আবশ্যিকতা রয়েছে বলে মনে হয়। মূল ইংরেজি নিম্নরূপ ছিল:

“Scheme” includes a course of action and an agreement, arrangement, promise, plan, proposal, or undertaking, whether express or implied and whether or not legally enforceable.

ইংরেজি course of action কে বাংলায় “কার্যধারা” বলা হয়েছে যা সঠিক হয়নি। কারণ, এই আইনে “কার্যধারা” পরিভাষাটির বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। এই আইনের ধারা ৭৬(২), ৭৭(১), ৮০, ৮৪(২), ৮৫(৩), ৮৬(১)(ক) এবং শর্তাংশ, ৯০(৪), ৯৫(৪), ১১৬(২), ১২১(৫), ১২২(৭), ১২৩(১), ১২৫(৩), ১২৯ এবং ১৩০(১) এ “কার্যধারা” পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে যা মূলত এই আইনের আওতায় মূলক কর্মকর্তা কর্তৃক

গৃহীত বিচারিক কার্যক্রমকে বুঝায়। তাই, এস্থলে “কার্যধারা” পরিভাষাটির পরিবর্তে “কার্যক্রম” পরিভাষাটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া, ইংরেজি undertaking কে বাংলায় “কার্যক্রম” বলা হয়েছে যা সঠিক হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ, এই উপ-ধারায় উল্লিখিত বিষয়গুলো হলো legal instruments. তাই, undertaking এর বাংলা “কার্যক্রম” এর পরিবর্তে “অংগীকারনামা” হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই, উপ-ধারা (২) উক্তরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাব-৩৬

ধারা ৮৬(৩) এ সংশোধন করার প্রস্তাব

ধারা ৮৬ এর উপ-ধারা (৩) এ নিম্নরূপ সংশোধন করার প্রস্তাব করছি:

প্রথম লাইনে “ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে” এর স্থলে “ব্যর্থতা বা অনিয়ম বা কর ফাঁকির ক্ষেত্রে” প্রতিস্থাপন করা যায়।

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: এ স্থলে “কর ফাঁকি” উল্লেখ না থাকায় মাঠ পর্যায়ে অনেক সময় ব্যাখ্যা করা হয় যে, কর ফাঁকি সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত বিচারাদেশ পদ্ধতিতে বিচারকাজ সম্পন্ন করা যাবে না। তাই, উক্তরূপ সংশোধন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাব-৩৭

ধারা ৯১(২)(খ), ৯১(৩) এর পদ্ধতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন

ধারা ৯১ এ নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান পরিচালনা করার জন্য মূসক কর্মকর্তাদের ক্ষমতা বর্ণিত রয়েছে। ধারা ৯১ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ)-তে উল্লেখ রয়েছে যে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রেকর্ড জন্ম করতে পারবেন। কিন্তু এরূপ পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়নি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক এরূপ পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়া যায়। তাহলে একইভাবে সর্বত্র প্র্যাকটিস গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তাছাড়া, ধারা ৯১(৩) এ জন্মকৃত দলিলাদি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ফেরৎ দেয়ার বিধান রয়েছে। তবে, এরূপ পদ্ধতিও নির্ধারণ করা হয়নি যা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

প্রস্তাব-৩৮

ধারা ১০৭ এ সংযোজন করার প্রস্তাব

ধারা ১০৭ এ নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) সন্নিবেশ করার প্রস্তাব করছি:

“(৪) কোন মূসক ফরম পরিবর্তন বা সংশোধন করা হইলে পুরাতন ফরম ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত ব্যবহার করা যাইবে”।

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: কোনো ফরম সংশোধন বা পরিবর্তন করা হলে তা সাথেই সাথেই সবার কাছে এ্যাভেইলেবল হয় না। সাধারণত যারা বুক সেলার তারা ফরমগুলো ছাপিয়ে বিক্রি করেন। ফরম ছাপিয়ে সারা দেশে পৌঁছাতে কিছু সময় প্রয়োজন হয়। সাধারণ

জনগণের পক্ষে ফরম গেজেটেড হওয়ার সাথে সাথে তা পাওয়া সম্ভব হয় না। তাই, উক্তরূপ সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাব-৩৯

ধারা ১২২(৩) ও (৪) এ বিলুপ্ত করার প্রস্তাব

ধারা ১২২ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করছি।

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: ধারা ১২২ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) অনুসারে, আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল মামলা দায়ের করা হলে, আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর আদায়ের অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিতে পারবে এবং এরূপ অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ ৬ মাস পর্যন্ত বহাল থাকবে। ৬ মাস পর আবার তা কার্যকর হয়ে যাবে। তাহলে একই ধরনের সমস্যা আবার সৃষ্টি হবে। ৬ মাস স্থগিতাদেশ বহাল রাখার কোনো অর্থ দেখি না। উপ-ধারা (৪) এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ৬ মাস পর যখন স্থগিতাদেশ অকার্যকর হয়ে যাবে তখন ভ্যাট বিভাগ কর আদায় করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু মামলাতো এখনো বিচারাধীন রয়েছে। তাই, ৬ মাস সময়সীমা নির্ধারণ করা সমীচীন নয়। মামলা যতদিন চলতে থাকবে ততদিন কর আদায়ের কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না, এটাই হলো আইনের স্বাভাবিক নিয়ম। কোনো বিষয় বিচারাধীন থাকলে সেবিষয়ে কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে না। তাই, এক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আবার, সেরূপ স্থগিতাদেশ ৬ মাস পর অকার্যকর হবে এমন বিধান করারও কোনো প্রয়োজন নেই। তবে, যদি এরূপ স্থগিতাদেশ দেয়ার বিধান করার প্রয়োজন হয়, তাহলে আপীলটি নিষ্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্থগিতাদেশ বলবৎ থাকবে এমন বিধান করা সমীচীন।

প্রস্তাব-৪০

প্রথম তফসিল, ২য় খণ্ড অনুচ্ছেদ ৬(ক) “ব্যক্তিগত সেবা” এর আওতায় “দিন মজুর” এবং “কর্মচারী কর্তৃক নিয়োগকর্তাকে প্রদত্ত সেবা” অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: প্রথম তফসিলের ২য় খণ্ডের অনুচ্ছেদ ৬(ক) “ব্যক্তিগত সেবা” এর আওতায় “দিন মজুর” অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কারণ, আইনের তফসিল বা এসআরও দ্বারা দিন মজুরের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি নেই। কিন্তু এই অনুচ্ছেদে অনেক ব্যক্তিগত সেবাকে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। দিন মজুর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়ার মত একটি যথাযথ সেবা। অভিনেতা, গায়ক, রাজমিস্ত্রী ইত্যাদি সেবা যদি সুনির্দিষ্টভাবে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া থাকে, তাহলে দিন মজুর সেবাকে কেন সুনির্দিষ্টভাবে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হবে না তা বোধগম্য নয়।

একইভাবে প্রথম তফসিলের ২য় খণ্ডের অনুচ্ছেদ ৬(ক) “ব্যক্তিগত সেবা” এর আওতায় “কর্মচারী কর্তৃক নিয়োগকর্তাকে প্রদত্ত সেবা” অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছি। কারণ,

সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ে চাকুরিরত ব্যক্তিদের সেবা আইনের তফসিল বা কোনো এসআরও দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়নি। তাই, আইনের সঠিক ব্যাখ্যা করতে গেলে কর্মচারী কর্তৃক নিয়োগকর্তাকে প্রদত্ত সেবা ভ্যাটযোগ্য হবে। তবে, তা কাম্য নয়। তাই, এই সেবাটি অব্যাহতি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। পরামর্শক সেবার ওপর ভ্যাট আরোপিত রয়েছে। পরামর্শক সেবা সংজ্ঞায়িত করা আছে। কর্মচারী এবং পরামর্শকের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো কর্মচারী হলেন তিনি যিনি কোনো দপ্তর, প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে নিযুক্ত থাকেন। তার সার্ভিস ওই প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস রুলস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরামর্শক এমন নন। তিনি সাময়িকভাবে কোনো কাজ সম্পাদন করার জন্য চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োজিত হন। এ বিষয়টিও সেবার সংজ্ঞায় প্রতিফলিত করা দরকার।

প্রস্তাব-৪১

তৃতীয় তফসিল এবং অব্যাহতি প্রজ্ঞাপনে বৈপরিত্য দূরিকরণ

তৃতীয় তফসিলে হেডিং ১৫.১৪ এর বিপরীতে সরিষার তেলের ওপর ভ্যাটের হার ৫%। কিন্তু এসআরও নং-১৪৪-আইন/২০২০/১০৫-মুসক, তারিখ: ১১ জুন, ২০২০ এর টেবিল-৩ অনুসারে এইচএস কোড ১৫১৪.১১.০০ এর বিপরীতে সরিষার তেল উৎপাদনস্তরে ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত। এ বৈপরিত্য নিরসণ করা দরকার।

প্রস্তাব-৪২

তৃতীয় তফসিল-এর ৩য় অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর তৃতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ (৩) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করা হলো:

“(৩) অনুচ্ছেদ (১) এ যাহা কিছুই উল্লিখিত থাকুক না কেন, নিম্নের টেবিলের কলাম (২) এ বর্ণিত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কলাম (৩) বর্ণিত হারে মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ করিতে হইবে:

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	ভ্যাটের হার
০১.	আমদানিকারক, উৎপাদনকারী বা অন্য কোনো ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ক্রয়পূর্বক বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা না হইলে	৫%
০২.	আমদানিকারক, উৎপাদনকারী বা অন্য কোনো ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ক্রয়, গ্রহণ, অর্জনপূর্বক একই মূল্যে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা না হইলে এবং শুধুমাত্র কমিশন প্রাপ্ত হইলে	প্রাপ্ত কমিশনের ১৫%
০৩.	আমদানিকারক, উৎপাদনকারী বা অন্য কোনো ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ক্রয়, গ্রহণ, অর্জনপূর্বক	বর্ধিত মূল্যের ১৫%

	স্বল্প মূল্য বর্ধিত করিয়া বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা না হইলে এবং শুধুমাত্র বর্ধিত মূল্য প্রাপ্ত হইলে	
০৪.	ঔষধের স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূসক উৎপাদন পর্যায়ে আদায়যোগ্য হইবে	২.৪%
০৫.	পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূসক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বশেষ খুচরা মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে	২.০%
০৬.	ভূমি উন্নয়ন সংস্থা	২.০%
০৭.	ভবন নির্মাণ সংস্থা (১-১৬০০ বর্গফুটের জন্য)	২.০%
০৮.	ভবন নির্মাণ সংস্থা (১৬০১ বর্গফুট হইতে তদুর্ধ্ব সাইজের ক্ষেত্রে)	৪.৫%
০৯.	ভবন নির্মাণ সংস্থা (যে কোন সাইজের পুনঃরেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে)	২.০%

ব্যাখ্যা: “ব্যবসায়ী” বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি তৎকর্তৃক আমদানিকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্য কোনভাবে সংগৃহীত পণ্যের কোনরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বা গুণগত পরিবর্তন না করিয়া পণ্যের বিনিময়ে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর করেন।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: ভ্যাট একটি ভোজ্য কর। ভোক্তার ভোগ করার ওপর ভ্যাট আদায় করা হয়। ভোজ্য পণ্য ও সেবা ভোগ করেন। তাই, পণ্য ও সেবার ওপর ভ্যাট আদায় করা হয়। পণ্য ও সেবা যখন বিক্রয় বা হস্তান্তর করা হয়, তখন ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়।

প্রথমে পণ্যের কথায় আসি। পণ্য কোথায় কোথায় বিক্রয় বা হস্তান্তর হয় তা জানা দরকার। পণ্য কোনো এক স্থানে উৎপাদন করা হয়; তারপর তা বিক্রয় বা হস্তান্তর করা হয়। দেশের মধ্যে উৎপাদনস্থলে অর্থাৎ ফ্যাক্টরীতে পণ্য উৎপাদন করা হয়। তারপর, ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর, কমিশন এজেন্টদের কাছে পাঠানো হয়। সেখান থেকে অন্যান্য বিক্রেতাগণ যেমন পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, দোকানদারগণ পণ্য কিনে নিয়ে যান। সবশেষে ভোজ্য পণ্যটি কিনে নিয়ে যান। অর্থাৎ পণ্য উৎপাদনের পর সর্বশেষ ভোক্তার হাতে পৌঁছাতে কয়েকটি হাত পার হতে হয়।

আবার, পণ্য বিদেশে উৎপাদন হয়। আমাদের দেশের আমদানিকারকগণ বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করে নিয়ে আসেন। আমদানি বন্দর বা শুল্ক স্টেশনের মাধ্যমে বিদেশী পণ্য আমাদের দেশে প্রবেশ করে। প্রবেশ করে প্রথমে পণ্য আমদানিকারকের স্থানে মজুদ হয়। তারপর সেখান থেকে উপরে বর্ণিত ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর, কমিশন এজেন্ট, সুপারসপ, মেগামল, জেনারেল স্টোর, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা এসব হাত ঘুরে পণ্যটি সর্বশেষ ভোক্তার হাতে পৌঁছায়।

পণ্যের এই উৎপত্তি এবং ভ্রমণ প্রক্রিয়ার তিনটি স্তরে ভ্যাট আদায় করা হয়। তা হলো: আমদানি স্তর, উৎপাদন স্তর এবং ব্যবসায়ী স্তর। পণ্য আমদানির পর এবং উৎপাদনের পর যেসব হাত ঘুরে সর্বশেষ ভোক্তার হাতে গিয়ে পৌঁছায় এইসব হাতগুলোকে আমরা ব্যবসায়ী স্তর বলি। আগেই উল্লেখ করেছি যে, এগুলো হলো ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর, সেলস সেন্টার, কমিশন এজেন্ট, সুপারসপ, মেগামল, জেনারেল স্টোর, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা ইত্যাদি। অনেক দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ব্যবসায়ী স্তরকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা: পাইকারী স্তর এবং খুচরা স্তর। আমাদের দেশে এভাবে ভাগ করা হয়নি। আমরা ব্যবসায়ী স্তর (trading stage) বলি।

সেবার ক্ষেত্রে একটিমাত্র স্তর, তা হলো যখন সেবা প্রদান করা হয়। পণ্যের মত সেবা চলাচল করে না, সেবা বস্তাবন্দি করে বা কন্টইনারে ভর্তি করে পরিবহন করা যায় না। যেখানে সেবা প্রদান করা হয়, সেখানেই সেবা শেষ হয়ে যায়। তাই, পণ্যের মতো সেবার ক্ষেত্রে এসব স্তর নেই। সেবা যেখানে প্রদান করা হয়, সেখানে ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়।

বর্তমান আইনের বিধান

এখন আমরা দেখবো যে, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ব্যবসায়ী স্তরে ভ্যাট আদায় সংক্রান্ত বিধি-বিধান কি আছে। আইনের ধারা ১৫ অনুসারে সরবরাহের ওপর ভ্যাটের হার হবে ১৫%। তবে, আইনের তৃতীয় তফসিলের সবশেষে উল্লেখ রয়েছে যে, স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে সব পণ্যের সরবরাহের ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার হবে ৫%। ঔষধের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাটের হার হবে ২.৪%। পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী স্তরে ভ্যাটের হার হবে ২%। ঔষধের ক্ষেত্রে ২.৪% ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট উৎপাদন পর্যায়ে ১৫% ভ্যাটের সাথে আদায় করে নেয়া হয়। তাই, ঔষধের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী পর্যায়ে আর ভ্যাট আদায় করা হয় না। আমাদের দেশে পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য (অকটেন, ডিজেল, পেট্রোল ইত্যাদি) সরকার নিজস্ব বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সারাদেশে বিতরণ করে এবং এগুলোর ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয় মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়। সরকার নির্ধারিত মূল্যের মধ্যে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ২% ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই, এসব পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী পর্যায়ে আর ভ্যাট আদায় বা কর্তন করতে হয় না।

তাহলে দেখা যায় যে, আইন অনুযায়ী বর্তমানে ব্যবসায়ী পর্যায়ে দুটি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। একটি হলো, উপকরণ কর রেয়াত নেয়া এবং ১৫% ভ্যাট পরিশোধ করার পদ্ধতি। আর একটি হলো, উপকরণ কর রেয়াত না নিয়ে ৫% ভ্যাট পরিশোধ করার পদ্ধতি। ১৯৯১ সনের ভ্যাট ব্যবস্থায় সবশেষে ২০১৯ সালের ৩০ জুন যখন উক্ত আইনটি রহিত করা হয়, তখন ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট পরিশোধ করার ৫টি পদ্ধতি ছিল। দীর্ঘদিনের প্র্যাকটিসের মাধ্যমে উক্ত পদ্ধতিগুলো গড়ে উঠেছিল। সেগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- (ক) উপকরণ কর রেয়াত নিয়ে ১৫% ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করার পদ্ধতি;
- (খ) উপকরণ কর রেয়াত না নিয়ে ৫% ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করার পদ্ধতি;
- (গ) বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের ক্ষেত্রে এটিভি'র বেইজ মূল্যে বিক্রি করা হলে ভ্যাট চালানপত্রে সীল দিয়ে বিক্রি করার পদ্ধতি, যেখানে এটিভি-কে ব্যবসায়ী পর্যায়ের

ভ্যাট বিবেচনা করা হতো; অর্থাৎ ব্যবসায়ী পর্যায়ে এটিভি'র অতিরিক্ত আর কোনো ভ্যাট পরিশোধ করতে হতো না;

(ঘ) প্যাকেজ ভ্যাট পদ্ধতি: প্যাকেজ ভ্যাটের মধ্যে অঞ্চলভেদে ৪টি পদ্ধতি ছিল;

(ঙ) ভ্যাটমুক্ত পণ্য কিনে বিক্রি করার ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ওপর ১৫% ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করার পদ্ধতি।

এতগুলো পদ্ধতি বাতিল করে বর্তমানে শুধুমাত্র প্রথম দুটি পদ্ধতি বহাল রাখা হয়েছে যার ফলে ব্যবসায়ী পর্যায়ের নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে মাঠ পর্যায়ে জটিলতা হচ্ছে। ভালো ভ্যাট ব্যবস্থা বলতে আমরা বুঝি রাজস্ব-বান্ধব, ভ্যাটদাতা-বান্ধব, সহজ ভ্যাট ব্যবস্থা। এমন উত্তম ভ্যাট ব্যবস্থা নির্মাণ করতে হলে সকল ধরনের প্রকৃত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য উপযোগী করে ভ্যাট প্রদানের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। আমাদের মতে, ব্যবসায়ী পর্যায়ে অন্ততপক্ষে ১০টি পদ্ধতি নির্ধারণ করা দরকার। কারণ, ব্যবসায়ী পর্যায়ে প্রকৃতপক্ষে বিক্রয় প্রক্রিয়া নানা ধরনের হয়। এসব প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করার কোনো সুনির্দিষ্ট বিধান বর্তমানে নেই। এসব কর্মকাণ্ডের ওপর বিস্তারিত ও সহজ পদ্ধতি নির্ধারণ করা হলে সব ধরনের ব্যবসায়ী ভ্যাট প্রদান করতে উৎসাহিত হবে। বর্তমানে সব ধরনের ব্যবসায়ীর জন্যে সহজ পদ্ধতি না থাকায় ব্যবসায়ী পর্যায়ে পরিপালনের (compliance) হার কম। বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির হিসাব অনুযায়ী সারা দেশে প্রায় ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ দোকান রয়েছে কিন্তু ভ্যাট প্রদান করে এমন ব্যবসায়ীর সংখ্যা অতি নগন্য। নীতি-নির্ধারকগণকে এসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন ও বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে সহজভাবে রাজস্ব আহরণের জন্য সহজ পছা উদ্ভাবনের নিমিত্তে অধিকতর যত্নশীল হতে হবে। তাঁরা সাধারণত international best practices নীতি এবং one size fits all নীতিতে বেশি আগ্রহী হন। এমনভাবে সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে আলাদা বিধি-বিধান প্রণয়ন করা কষ্টসাধ্য বটে। প্রচুর পরিশ্রম করে এবং মেধা প্রয়োগ করে সেসব বিধি-বিধান প্রস্তুত করতে হয়। মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অতি উত্তম ধারণা থাকতে হয়। এমন পেশাদার সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই, এসব বিষয়ে তেমন কথা-বার্তা হয় না। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রক্রিয়া বর্ণনা করে, সহজ ও বিস্তারিতভাবে বিধি-বিধান প্রণয়ন করলে ভ্যাট ব্যবস্থা অনেকাংশে সহজ হয়ে যাবে। করদাতাগণ কর প্রদান করতে উৎসাহ বোধ করবেন। বর্তমান আইনের কাঠামোর আওতায় তা করা সম্ভব। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা রয়েছে, আদেশ জারি করার ক্ষমতা রয়েছে; এমনকি কমিশনারদেরও আদেশ জারি করার ক্ষমতা রয়েছে। এসব ক্ষমতা প্রয়োগ করে বর্তমান আইনের কাঠামোর আওতায় সহজ ও বিস্তারিত বিধি-বিধান প্রণয়ন করা সম্ভব। এরূপ সহজ ও বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বিধান প্রণয়ন করা হলে অধিকাংশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ভ্যাটের নেটের আওতায় আসবে, ভ্যাট আদায় সহজ হবে, স্ব-প্রতিপালন বৃদ্ধি পাবে, সবাই এমন গৌরব অনুভব করবেন যে তাঁরা দেশের উন্নয়নের জন্য ভ্যাট দিচ্ছেন; সর্বোপরি ভ্যাট আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাবে ইন-শা-আল্লাহ।

ব্যবসায়ী স্তরে মাঠ পর্যায়ের বিক্রয় প্রক্রিয়াসমূহ

ব্যবসায়ী পর্যায়ের সকল ধরনের বিক্রয় প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে ব্যবসায়ী স্তরে ভ্যাট আদায় সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে হবে। বর্তমানে ব্যবসায়ী পর্যায়ের বিক্রয় প্রক্রিয়াসমূহ সাধারণত নিম্নরূপ:

(ক) কিছু ব্যবসায়ী রয়েছেন তারা বড় ধরনের ব্যবসায়ী। তারা সব ধরনের হিসাবপত্র সংরক্ষণ করেন। তারা সব আইন-কানুন পরিপালন করে ব্যবসা করতে চান। এদের মধ্যে রয়েছে বহুজাতিক কোম্পানী, বড় বড় উৎপাদনকারীর ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর ইত্যাদি। এ ধরনের ব্যবসায়ীগণ পণ্য আমদানি করে আনেন বা কিনে আনেন। তাদের মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বেশি হয়। তারা মূল্য ঘোষণা দেন, উপকরণ কর রেয়াত নেন এবং ১৫% ভ্যাট প্রদান করে বিক্রি করেন।

(খ) কিছু ব্যবসায়ী রয়েছেন তারাও কমপ্লায়েন্ট থাকতে চান এবং ভ্যাট পরিশোধ করতে চান। তারা বড় এবং মাঝারী ধরনের ব্যবসায়ী। তবে, তাদের জন্য রেয়াত নেয়া কঠিন হয়। অনেক সময় ক্রয়ের ক্ষেত্রে মূসক চালানপত্র থাকে না। সব ধরনের হিসাবপত্র সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। এ ধরনের ব্যবসায়ীগণ উপকরণ কর রেয়াত না নিয়ে ৫% ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করা পছন্দ করেন।

(গ) কিছু ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদের একটি বিক্রির স্থান রয়েছে। সেটা তার নিজস্ব হতে পারে অথবা ভাড়া নেয়া হতে পারে। উৎপাদনকারীর সাথে তার চুক্তি রয়েছে। উৎপাদনকারীর নিকট নিরাপত্তা জামানত রেখে এসব ব্যবসায়ীগণ পণ্য নিয়ে আসেন। উৎপাদনকারী তার ঘোষিত মূল্যে ভ্যাট চালান ইস্যু করে পণ্য সরবরাহ দেন। উৎপাদনকারীর সেলস এজেন্টগণ মার্কেটে ঘুরে বিক্রয় আদেশ সংগ্রহ করেন। উক্ত বিক্রয় আদেশ ডিলারের কাছে পেশ করেন। ডিলার সে অনুযায়ী বিক্রি করেন এবং বিক্রয়মূল্য উৎপাদনকারীকে ফেরৎ প্রদান করেন। তবে, উৎপাদনকারীর সাথে চুক্তি মোতাবেক তাকে উৎপাদনস্থলের প্রেরিত মূল্যে বিক্রি করতে হয়। উৎপাদনকারী তার ব্যবসায়ের কৌশল হিসেবে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ডিলার পণ্য বিক্রি করে পণ্যের মূল্য উৎপাদনকারীকে দিয়ে দেন। উৎপাদনকারী ডিলারকে ২ বা ৩ বা ৪ ইত্যাদি শতাংশ চুক্তি মোতাবেক কমিশন দেন।

এ ধরনের ব্যবসায়ীর পক্ষে রেয়াত নেয়া এবং ১৫% ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করা অথবা রেয়াত না নিয়ে ৫% ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করা কোনোটা ই সুবিধাজনক হয় না। তার স্তরে কোনো মূল্য সংযোজন হয় না। বর্তমানে এ ধরনের ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রদান নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

(ঘ) কিছু ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদের বিক্রির স্থান রয়েছে। সেটা তার নিজস্ব হতে পারে অথবা ভাড়া নেয়া হতে পারে। উৎপাদনকারীর সাথে তার চুক্তি রয়েছে। উৎপাদনকারীর নিকট নিরাপত্তা জামানত রেখে এসব ব্যবসায়ীগণ পণ্য নিয়ে আসেন। উৎপাদনকারী তার ঘোষিত মূল্যে ভ্যাট চালান ইস্যু করে পণ্য সরবরাহ দেন। উৎপাদনকারীর সেলস এজেন্টগণ মার্কেটে ঘুরে বিক্রয় আদেশ সংগ্রহ করেন। উক্ত বিক্রয় আদেশ ডিলারের কাছে পেশ করেন। ডিলার সে অনুযায়ী বিক্রি করেন। তবে, উৎপাদনকারীর সাথে চুক্তি মোতাবেক ডিলার উৎপাদনস্থলের প্রেরিত মূল্যের চেয়ে

কিছু বেশি মূল্যে বিক্রি করেন। ধরুন, উৎপাদনস্থল থেকে প্রতি পিস ৬০ টাকা মূল্যে চালান ইস্যু করে পণ্য ডিলারের কাছে পাঠানো হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক ডিলার প্রতি পিস ৬৬ টাকায় বিক্রি করেন। ডিলার পণ্য বিক্রি করে প্রতি পিস ৬০ টাকা হিসেবে পণ্যের মূল্য উৎপাদনকারীকে দিয়ে দেন। প্রতি পিসে ৬ টাকা ডিলার পান।

এ ধরনের ব্যবসায়ীর পক্ষে রেয়াত নেয়া এবং ১৫% ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করা অথবা রেয়াত না নিয়ে ৫% ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করা কোনোটিই সুবিধাজনক হয় না। ডিলার পর্যায়ে মূল্য সংযোজন হয় ৬ টাকা মাত্র। বর্তমানে এ ধরনের ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রদান নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

- (ঙ) কিছু ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদের বিক্রির স্থান রয়েছে। সেটা তার নিজস্ব হতে পারে অথবা ভাড়া নেয়া হতে পারে। উৎপাদনকারীর সাথে তার চুক্তি রয়েছে। উৎপাদনকারীর নিকট থেকে এসব ব্যবসায়ী পণ্য কিনে আনেন। উৎপাদনকারী তার ঘোষিত মূল্যে ভ্যাট চালান ইস্যু করে পণ্য সরবরাহ দেন। উৎপাদনকারীর সেলস এজেন্টগণ মার্কেটে ঘুরে বিক্রয় আদেশ সংগ্রহ করেন। উক্ত বিক্রয় আদেশ ডিলারের কাছে পেশ করেন। ডিলার সে অনুযায়ী বিক্রি করেন। তবে, উৎপাদনকারীর সাথে তার চুক্তি অনুযায়ী ডিলার সামান্য বেশি মূল্যে বিক্রি করেন। ধরুন, ডিলার ক্রয় করেছেন প্রতি কেজি ২০০ টাকা; আর তিনি বিক্রি করছেন প্রতি কেজি ২৩০ টাকা। উৎপাদনকারীর সাথে ডিলারের চুক্তি মোতাবেক ডিলার এর চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে ডিলার পর্যায়ে মূল্য সংযোজন হয়েছে ৩০ টাকা।

এ ধরনের ব্যবসায়ীর পক্ষে রেয়াত নেয়া এবং ১৫% ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করা অথবা রেয়াত না নিয়ে ৫% ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করা কোনোটিই সুবিধাজনক হয় না। বর্তমানে এ ধরনের ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রদান নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

- (চ) কিছু আমদানিকারক রয়েছেন, তারা পণ্য আমদানি করেন। আমদানি করার পর পণ্য তারা নিজস্ব অঙ্গনে নেন না। পণ্য খালাস করে আর একজনের কাছে বিক্রি করে দেন। এসব আমদানিকারকের নিজস্ব বিক্রয় ব্যবস্থা নেই। কিছু ব্যবসায়ী আছেন তারা আমদানি করার ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতে চান। এমন ব্যবসায়ীগণ আমদানি বন্দর থেকে পণ্য খালাস করার পর আমদানিকারকের পণ্য কিনে নেন।

মাঠ পর্যায়ে এমন আরো অনেক প্রচলিত বিক্রয় পদ্ধতি রয়েছে। এসব পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করে সবার জন্য সহজ বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে না পারলে অধিকাংশ মানুষকে ভ্যাটের নেটের আওতায় আনা যাবে না। ভ্যাট প্রদানকারীর জন্য যদি ভ্যাট প্রদান করা কঠিন হয়, তাহলে তিনি ভ্যাট ফাঁকি দেয়ার পথ খুঁজবেন। তাই, তাঁর জন্য ভ্যাট প্রদান করা সহজ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ের সব ধরনের প্রকৃত বিক্রয় পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করে ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান করার বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে হবে। সে উদ্দেশ্যে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর তৃতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ (৩) উক্তরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এ সংশোধনের প্রস্তাব

প্রস্তাব-৪৩

“চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক” এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করার প্রস্তাব

নিম্নরূপে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়:

“চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক অর্থ ব্র্যান্ডযুক্ত পণ্যের স্বত্বাধিকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত উপকরণ অথবা নিজস্ব উপকরণ ব্যবহার করিয়া পণ্যের বিনিময়ে চুক্তির ভিত্তিতে আংশিক বা সম্পূর্ণ পণ্য উৎপাদনকারী”।

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অনেক পণ্য উৎপাদন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে এর পরিধি নিয়ে অনেক সময় বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তাই, চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিধি নির্ণয় করার প্রয়োজনে এরূপ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

প্রস্তাব-৪৪

“পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি” এই সংজ্ঞাটি প্রতিস্থাপন বা বিলুপ্ত করার প্রস্তাব

“পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি” এই বিষয়টি শুধুমাত্র আইনের ধারা ৩২(২), বিধি ২(এ৩) এবং বিধি ২৯(৪) এ ব্যবহৃত হয়েছে। ধারা ৩২(২) অনুযায়ী আমদানিকৃত সেবার ক্ষেত্রে সরবরাহকারী এবং সরবরাহ গ্রহীতার মধ্যে এমন সম্পর্ক হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

এই সংজ্ঞা অনুসারে, একই মালিকানার শেয়ারের পরিমাণ ন্যূনতম ৫০ শতাংশ হতে হলে কোনো প্রতিষ্ঠানের দুজন মালিক হতে হবে। একজনের মালিকানা হতে হবে ৫০ শতাংশ এবং আর একজনের মালিকানা হতে হবে ৫০ শতাংশ। অর্থাৎ একই প্রতিষ্ঠানের একজনের শেয়ার ৫০ শতাংশের বেশি, আর একজনের শেয়ার ৫০ শতাংশের কম এমন হবে না। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান খুব কম আছে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে এমন হবেই না। কারণ, সেখানে অনেক শেয়ার হোল্ডার থাকেন। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিও সাধারণত এমন হয় না। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে কয়েকজন মালিক থাকেন। তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ শেয়ার থাকে। শুধু দুইজন মালিক এবং তাদের ৫০ শতাংশ করে শেয়ার আছে এমন অবস্থা কম হবে। পার্টনারশীপ ফার্মের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাহলে দাঁড়ালো এই যে, একই মালিকানার দুইজনের ৫০ শতাংশ করে শেয়ার আছে এমন পরিস্থিতি বাস্তবে খুব কম হবে। তাহলে উক্ত সংজ্ঞা অনুসারে বাস্তবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি খুব কম পাওয়া যাবে।

বিধিমালার দফা (এ৩)তে উল্লেখ রয়েছে যে, বিনিময় পদ্ধতির সরবরাহ অর্থ এমন কোনো সরবরাহ যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুজন ব্যক্তির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। একই মালিকানার দুজন ব্যক্তির মধ্যে কোনো সরবরাহ অনুষ্ঠান বাস্তবে হতে পারে না। ব্যক্তিগত পর্যায়ে হতে পারে; প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এমন সরবরাহ কখনও হতে পারে না। আবার, বিধি ২৯(৪) এ উল্লেখ

রয়েছে যে, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিনিময় পদ্ধতির সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং চ্যানেলে মূল্য পরিশোধ করা না হলেও উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে। এখানে স্পষ্ট যে সরবরাহটি হতে হবে দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। তাহলে দুটি প্রতিষ্ঠানের দুজন মালিক কিভাবে ওপরের সংজ্ঞা অনুসারে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি হবেন। কারণ, সংজ্ঞা অনুসারে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি হতে হলে একই মালিকানার দুজনের মধ্যে সম্পর্ক হতে হবে।

বিধি ২(৮) এর সংজ্ঞা, ২(এ৩) এর সংজ্ঞা এবং বিধি ২৯(৪) এর মধ্যে বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সাবলীল ধারাবাহিকতা স্থাপন করা যায় না। “পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি” এবং “বিনিময় পদ্ধতির সরবরাহ” এ দুটি সংজ্ঞা দেয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পরিশোধ ছাড়া রেয়াত দেয়ার বিধান করা- এই বলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে সংজ্ঞা দুটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার জন্য সুপারিশ করছি।

“পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি” অর্থ আইনের অধীন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত দুইটি সত্তা যাহাদের শেয়ারহোল্ডার, অংশীদার বা মালিকদের দুইটি সত্তায় পৃথকভাবে শেয়ারের পরিমাণ ন্যূনতম ৫০ (শতাংশ)।

অর্থাৎ দুটি প্রতিষ্ঠান। একটি প্রতিষ্ঠানের যারা মালিক তাদের অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে ৫০ শতাংশ বা তার চেয়ে বেশি শেয়ার রয়েছে। তাহলে এই দুটি প্রতিষ্ঠান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি হবে। তাদের মধ্যে যদি বিনিময় পদ্ধতির সরবরাহ হয় সেক্ষেত্রে ব্যাংকিং চ্যানেলে মূল্য পরিশোধ করা না হলেও উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে।

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এ এধরনের একটা বিধান ছিল। ধারা ৯(১)(৮)-তে বিধান ছিল যে, “একই মালিকানাধীন” প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরবরাহ দেয়া হলে ব্যাংকিং চ্যানেলে মূল্য পরিশোধ করা না হলেও রেয়াত নেয়া যাবে। কিন্তু “একই মালিকানাধীন” এর কোনো ব্যাখ্যা আইন বা বিধিতে ছিল না। তাই, মাঠ পর্যায়ে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ (আরজেএসসি) এর দপ্তরে নিবন্ধিত একটি কোম্পানির অধীন একাধিক ইউনিটকে একই মালিকানাধীন হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তাছাড়া, একটি এসআরও ছিল (এসআরও নং ৩৫১-আইন/২০১০/৫৭৮-মূসক, তারিখ: ১২ অক্টোবর, ২০১০) যেখানে উল্লেখ ছিল যে, একই মালিকানাধীন বলতে কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক বা অংশীদারগণের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৭৫ (পঁচাত্তর) শতাংশ মালিকানা থাকতে হবে। সে অনুসারেও মাঠ পর্যায়ে একই মালিকানাধীন বিবেচনা করা হতো।

বিধি ২(এ৩), ২৯(৪) এবং আইনের ধারা ৩২(২) দেখা যেতে পারে। আইনের ধারা ৩২(২) এ উল্লিখিত “পরস্পর সম্পর্কযুক্ত” এর স্থলে “পরস্পর সহযোগী” প্রতিস্থাপন করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হবে। তাহলে “পরস্পর সম্পর্কযুক্ত” বিষয়টি বিনিময় পদ্ধতির সরবরাহ ছাড়া আর কোথাও প্রযোজ্য হবে না। **“পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি” এর এই সংজ্ঞাটি বিলুপ্ত করাই সমীচীন হবে।** এর তেমন ব্যবহার নেই। ধারা ৪৬(১)(ক) এ একই মালিকানাধীন বুঝাতে এবং সেক্ষেত্রে রেয়াত সুবিধা দিতে হলে বিধি ২৯(৪) প্রতিস্থাপন করে তা সহজে দেয়া যায়।

প্রস্তাব-৪৫

“বিনিময় পদ্ধতির সরবরাহ” সংজ্ঞাটি বিলুপ্ত বা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব

বিধিমালার বিধি (২) এর দফা (চ) এবং বিধি ২৯(৪) এখানে প্রাসঙ্গিক। বিনিময় পদ্ধতি বলতে সাধারণভাবে আমরা যা বুঝি তা হলো পণ্যের সাথে পণ্য বিনিময়। সেখানে কোনো মূল্য লেন-দেন হয় না। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে পণ্যের সাথে পণ্য বিনিময় হচ্ছে না, তা বোঝানো হয়নি। আলোচ্য ক্ষেত্রে বোঝানো হয়েছে যে, যে সরবরাহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং যে সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং চ্যানেলে মূল্য পরিশোধ করা হয় না। এরূপ সরবরাহকে “বিনিময় পদ্ধতির সরবরাহ” শিরোনাম না দিয়ে অন্য কোনো শিরোনাম দিলে উত্তম হতো। এরূপ সরবরাহের একটি শিরোনাম হতে পারে “স্বজাত সরবরাহ (self-made supply)।” এরূপ কার্যক্রমের নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রস্তাব করা হলো:

“স্বজাত সরবরাহ (self-made supply)” অর্থ এমন কোনো সরবরাহ যাহা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে ব্যাংকিং চ্যানেলে মূল্য পরিশোধ ব্যতীত সম্পাদিত হয়”।

তবে, আমাদের প্রস্তাব হলো এই সংজ্ঞাটির কোনো প্রয়োজন নেই। এই সংজ্ঞাটি বিলুপ্ত করাই শ্রেয়। “পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি” এবং “বিনিময় পদ্ধতির সরবরাহ” এ দুটি সংজ্ঞা বিলুপ্ত করে এবং বিধি ২৯(৪) প্রতিস্থাপন করে ধারা ৪৬(১)(ক) এর উদ্দেশ্য সাধন করা যায়।

প্রস্তাব-৪৬

বিধি ৪(২)(খ) প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব

বিধি ৪(২)(খ) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করা হলো:

“আবেদনকারীর জন্য সুবিধাজনক হয় এমন কোনো সেবা কেন্দ্র যা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট কর্তৃক নির্ধারিত;”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: ভাষা সাবলীল, সহজবোধ্য ও অর্থবহ হয়।

প্রস্তাব-৪৭

বিধি ৫(২)(খ) প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব

বিধি ৫(২)(খ) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করা হলো:

“আবেদনকারীর জন্য সুবিধাজনক হয় এমন কোনো সেবা কেন্দ্র যা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট কর্তৃক নির্ধারিত বা বোর্ড কর্তৃক আদেশ দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো স্থান;”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: ভাষা সাবলীল, সহজবোধ্য ও অর্থবহ হয়।

প্রস্তাব-৪৮

বিধি ১৮ক বিলুপ্ত করে বিধি ১৮ক, ১৮খ, ১৮গ ও ১৮ঘ সন্নিবেশ করার প্রস্তাব

বিধি ১৮ক বিলুপ্ত করে ধারা ২ এর দফা (৬২) এর উপ-দফা (ক), (খ) ও (গ) এর প্রেক্ষিতে নিম্নরূপে ৪টি বিধি (১৮ক, ১৮খ, ১৮গ ও ১৮ঘ) সন্নিবেশ করার প্রস্তাব করা হলো। উক্ত উপ-দফা (ক) হলো মূলত রপ্তানিতব্য পণ্য/সেবার উপকরণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে সরবরাহ। মূলত আমাদের রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্পসহ অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্পে উপকরণ সরবরাহ এর আওতায় পড়বে।

“১৮ক। অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান।—(১) কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কোনো প্রকৃত রপ্তানিকারককে কোনো পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করিলে উক্ত কার্যক্রমকে আইনের ধারা ২ এর দফা (৬২) এর উপ-দফা (ক) এর অধীন প্রচলন রপ্তানি বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) প্রচলন রপ্তানির বিপরীতে হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে দাখিলপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র, রপ্তানি ঋণপত্রের অনুলিপি ও বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য প্রাপ্তির প্রমাণপত্র (পিআরসি) সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) এই বিধিতে বর্ণিত সুবিধাদি প্রাপ্তিকল্পে প্রকৃত রপ্তানিকারকের শুল্ক কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য কোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত বন্ডেড ওয়্যার হাউস বা স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যার হাউস থাকিতে হইবে। অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে সরবরাহিতব্য পণ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি যথা: ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র নম্বর ও তারিখ, প্রচলন রপ্তানিকারকের নাম ও ঠিকানা, পণ্যের বিবরণী এবং পরিমাণ ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য প্রকৃত রপ্তানিকারকের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্তৃপক্ষ অথবা অন্যকোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ইউটাইলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) অথবা ইউটাইলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) এ উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং দাখিলপত্রের সহিত উক্ত ইউটাইলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) অথবা ইউটাইলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) এর অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে। হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট ইউটাইলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) অথবা ইউটাইলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) এ উল্লেখিত তথ্যাদির যথার্থতা এবং সরবরাহকৃত পণ্যের প্রকৃত রপ্তানিকারকের পাসবই ও ওয়্যারহাউস রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে তথ্যাদি নিশ্চিত হওয়ার জন্য মূসক কর্তৃপক্ষ প্রকৃত রপ্তানিকারকের বন্ড নিয়ন্ত্রণকারী সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

(৪) ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত পণ্য বা তদ্বারা প্রস্তুতকৃত পণ্য রপ্তানি করিতে ব্যর্থ হইলে রপ্তানিকারক উক্ত সংগৃহীত পণ্য বাবদ হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণকৃত কর রপ্তানি ঋণপত্র তামাদি হওয়ার তারিখ অথবা Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Section 98 অনুযায়ী উক্ত পণ্য বন্ডেড ওয়্যার হাউস বা স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যার হাউস এ সংগৃহীত হওয়ার তারিখ হইতে দুই বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার তারিখ, যাহাই পূর্বে হউক, এর

মধ্যে সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান (সাময়িক আমদানি) বিধিমালা, ১৯৯৩ এর বিধানাবলী পরিপালন করিয়া বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করিবেন।”

ধারা ২ এর দফা (৬২) এর উপ-দফা (খ) এর প্রেক্ষিতে নিম্নরূপ বিধি সন্নিবেশ করার প্রস্তাব করছি। উপ-দফা (খ) হলো মূলত আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পণ্য বা সেবা সরবরাহ।

“১৮খ। স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান।—(১) আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের আওতায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণ, সুশমকরণ, সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন বা বাংলাদেশে কোনো পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অনুদান বা ঋণ হিসেবে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো উৎপাদক বা সেবা প্রদানকারীর নিকট হইতে স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয় করা হইলে নিম্নবর্ণিত শর্তে উহা আইনের ধারা ২ এর দফা (৬২) এর উপ-দফা (খ) এর অধীন প্রচলিত রপ্তানি বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:

- (ক) বাংলাদেশ সরকার বা সরকারের কোনো সংস্থা বা কোনো স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) বা যেকোনো সংগঠন বা সংস্থা বা ব্যক্তির সহিত অনুদান বা ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে দাতা সংস্থার আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক থাকিতে হইবে;
- (খ) স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রে উক্ত চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের রেফারেন্স উল্লেখপূর্বক স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত পণ্য বা সেবা ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করিতে হইবে; এবং
- (গ) দরপত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত পণ্য সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারীকে আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ও সরবরাহ আদেশের কপি কার্যাদেশ প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক সত্যায়ন করিয়া এবং ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত পিআরসি দাখিলপূর্বক হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে “স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্র” “বা আন্তর্জাতিক দরপত্র” বলিতে বাংলাদেশে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকা বা বাংলাদেশের বাহিরে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মানের পত্রিকায় বা Central Procurement Technical Unit (CPTU) এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (Tender Notice) কে বুঝাইবে।”

ধারা ২ এর দফা (৬২) এর উপ-দফা (গ) এর প্রেক্ষিতে নিম্নরূপ বিধি সন্নিবেশ করার প্রস্তাব করা হলো। উপ-দফা (গ) হলো মূলত স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পণ্য বা সেবা সরবরাহ।

“১৮গ। স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান।—(১) বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত ঋণপত্রের

বিপরীতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করা হইলে, নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দাখিল সাপেক্ষে, উহা আইনের ধারা ২ এর দফা (৬২) এর উপ-দফা (গ) এর অধীন প্রচলন রপ্তানি বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:

- (ক) স্থানীয় ঋণপত্রের অনুলিপি;
- (খ) স্থানীয় ঋণপত্র ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান রপ্তানিকারক হইলে রপ্তানি ঋণপত্রের অনুলিপি;
- (গ) স্থানীয় ঋণপত্র ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নকারী বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইলে মূল কার্যাদেশের অনুলিপি;
- (ঘ) সরবরাহকৃত পণ্যে ব্যবহৃত উপকরণের সমর্থনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient), অন্যান্য ক্ষেত্রে সরবরাহকারীর ঘোষণা;
- (ঙ) পণ্য বা সেবার উপর পরিশোধিত উপকরণ কর ও সম্পূরক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণের জন্য পিআরসি (Proceeds Realization Certificate) এর ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত অনুলিপি।

ধারা ২ এর দফা (৬২) এর প্রেক্ষিতে নিম্নরূপ বিধি সন্নিবেশ করার প্রস্তাব করছি।

“১৮ঘ. পশ্চাদ সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য বা সেবার সরবরাহ।—পশ্চাদ সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবা নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে আইনের ধারা ২ এর দফা (৬২) এর অধীন প্রচলন রপ্তানি বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:

- (ক) ১০০% রপ্তানিমুখী বন্ডেড ওয়্যারহাউস বা স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করিতে হইবে;
- (খ) সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার অনুকূলে ইউটিলাইজেশন পারমিশন বা ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন থাকিতে হইবে এবং উহাতে অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র কিংবা অভ্যন্তরীণ ঋণপত্রের নম্বর ও তারিখ, পণ্য বা সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তির মূসক নিবন্ধন নম্বর, নাম ও ঠিকানা উল্লেখ থাকিতে হইবে;
- (গ) সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার বিপরীতে প্রদত্ত কর প্রত্যর্পণ গ্রহণের ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের সহিত দফা (খ) এ উল্লিখিত দলিলাদিসহ বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির সনদপত্র, নিবন্ধনপত্রের ছায়ালিপি, পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের বিপরীতে ফরম মূসক-৬.৩তে প্রদত্ত চালানপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং দাখিলপত্রে হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত দলিলাদি দখলে থাকিতে হইবে;
- (ঙ) পশ্চাদ সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আংশিক রপ্তানিকারক বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে সরবরাহ প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় ঋণপত্র ও পিআরসি-এর ব্যাংক কর্তৃক

সত্যায়িত অনুলিপি, মূসক চালানপত্র এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) হ্রাসকারী সমন্বয় বা প্রত্যর্পণ গ্রহণের জন্য দালিলিক প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

ব্যাখ্যা: “পশ্চাদ সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠান” (Backward Linkage Industry) অর্থ:—

(ক) এমন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহা অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র কিংবা অভ্যন্তরীণ ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে এমন কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করেন যিনি বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কোনো প্রকৃত রপ্তানীকারকের নিকট পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রে আবদ্ধ; অথবা

(খ) এমন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহা আংশিক রপ্তানীকারক বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে সরবরাহ প্রদানে দায়বদ্ধ।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: এই বিধির বাক্যের গঠন বেশ জটিল এবং সাধারণে দূর্বোধ্য, স্বব্যাক্ষ্যায়িত নয়। এখানে কতিপয় বিষয় রয়েছে যার মধ্যে কয়েকটিতে কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে যা নিম্নরূপ:

- (১) আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশগ্রহণ করে কোনো কার্যাদেশ পেতে হবে।
- (২) কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পাবে।
- (৩) কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে।
সকল কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, দেশি হোক বা বিদেশি হোক, বাংলাদেশে কাজ করতে হলে বাংলাদেশে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত হতে হয়। তাই, উপ-বিধি (১) এর দ্বিতীয় লাইনে “বাংলাদেশে নিবন্ধিত” উল্লেখ করার কারণ কী তা বোধগম্য নয়। কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান দেশি বা বিদেশি হলে কোনো পার্থক্য আছে কিনা তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। পার্থক্য থাকার কথা নয়। সে প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পাবে। যে প্রতিষ্ঠান এলসি ইস্যু করবে তাকে বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তাই, কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান দেশি বা বিদেশি হওয়ার কোনো পার্থক্য দেখি না।
- (৪) কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক মুদ্রায় লোকাল এলসি ইস্যু করবে।
- (৫) উপ-বিধি (২) এ “বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশভুক্ত” উল্লেখ রয়েছে। কার্যাদেশটি যদি স্থানীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের হয়, তাহলে কী প্রচলন রপ্তানি হবে না? এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। উপ-বিধি (১) ও (২) এর মূল পার্থক্য বুঝা যায় যে, উপ-বিধি (১) হলো, লোকাল এলসি’র বিপরীতে পণ্য বা সেবা সরবরাহ। আর উপ-বিধি (২) হলো, লোকাল এলসি’র বিপরীতে কার্যের আংশিক সম্পাদন করা। এর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখি না।
- (৬) দুটি উপ-বিধিতেই (গ) দফায় পিআরসি’র অতিরিক্ত “বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র” উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক বর্তমানে প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করে না। অনেক আগে যখন ব্যাংকিং কার্যক্রম তেমন অনলাইন হয়নি, তখন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করার ব্যবস্থা চালু ছিল। তখন

বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক পিআরসি ইস্যুর ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র জারি করা হতো। বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম বর্তমানে অনেকটা অনলাইন হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংক পিআরসি ইস্যু করার পর তা বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। এনবিআর, ডেডো, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট অফিসে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিস্টেমে এক্যাকসেস পাওয়ার জন্য পাসওয়ার্ড দেয়া আছে বলেও জেনেছি। তাই, দীর্ঘদিন হলো, স্টেইকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্তরূপ প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করার পদ্ধতি বাতিল করেছে। তাই, বিধি ১৮ক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করার বাধ্যবাধকতা বিলুপ্ত করা প্রয়োজন।

প্রাচল্ল রগুনি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ স্পষ্টভাবে বিধৃত হওয়া দরকার। মাঠ পর্যায়ে কার্য সম্পাদনে বেশ জটিলতা দেখা যাচ্ছে। অনেকেই প্রাচল্ল রগুনির সুবিধা গ্রহণ করতে পারছেন না। কতকগুলো বিষয় স্পষ্ট করে সাবলীলভাবে বিধান বর্ণিত হওয়া দরকার। একটা হলো, কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান দেশি বা বিদেশি হলে তাতে কোনো পার্থক্য আছে কিনা। দুই হলো, লোকাল এলসি পাওয়া প্রতিষ্ঠান পণ্য বা সেবা সরবরাহ করলে বা কাজ আংশিক সম্পাদন করলে তাতে কোনো পার্থক্য আছে কিনা। তিন হলো, পিআরসি'র অতিরিক্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র বলতে কী বুঝানো হয়েছে। চার হলো, দুটি উপ-বিধির (ক), (খ) ও (গ)-তে যেসব দলিলাদী পেশ করতে বলা হয়েছে, এতো দলিলাদী পেশ করার প্রয়োজন নেই। প্রাচল্ল রগুনিকারককে উৎসাহিত করতে হবে। কার্যাদেশ, বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণপত্র, সরবরাহের সমর্থনে চালানপত্র অথবা বিল-অব-এন্ট্রি এবং পিআরসি থাকলে আর কোনো দলিল প্রয়োজন নেই। তাই, রগুনিকারকদের জন্য সহজ করা, ব্যবসা উৎসাহিত করা এবং বাস্তব কর্মকাণ্ডের সাথে বিধি-বিধান সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রয়োজনে উক্তরূপ ৪টি বিধি সন্নিবেশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাব-৪৯

বিধি ২৩ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) এবং উপ-বিধি (২) বিলুপ্ত করার সুপারিশ

যিনি আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণ বা দ্রব্য ব্যবহার করেছেন তিনি উপকরণ কর রেয়াত নেয়ার প্রয়োজনে কী কী দলিল উপস্থাপন করবেন তা এই বিধিতে বর্ণিত হয়েছে। এরূপ দ্রব্য সরাসরি মোবাইল ফোন কোম্পানি থেকে ক্রয় করা হতে পারে; আবার, কোনো ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর, এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিকট থেকে ক্রয় করা হতে পারে। এ ধরনের ক্রয় করার পরিমাণ একবারে সাধারণত খুব বেশি টাকার হয় না। উপরের (ক) এবং (খ) শর্তসমূহ বাস্তবায়নযোগ্য কিন্তু (গ) শর্তটি বাস্তবানুগ নয় বলে আমাদের কাছে প্রতিয়মান হয়েছে। এ ধরনের পণ্য প্রথম বিক্রীর সময় ভ্যাট পরিশোধিত। এ ধরনের পণ্যের অভিজীত মূল্য আর বিক্রয় মূল্যের মধ্যে তেমন তারতম্য হয় না। তাছাড়া, ন্যায্য বাজার মূল্য প্রমাণের প্রামাণ্য দলিলাদি কোন্ কর্তৃপক্ষ প্রদান করবে তাও উল্লেখ করা হয়নি। উপ-বিধি (২) এ যে চুক্তির বিষয় বর্ণিত হয়েছে তাও বাস্তবানুগ বলে মনে হয় না। কারণ,

এ ধরনের বিক্রির ক্ষেত্রে সাধারণত কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয় না। ছোটো ছোটো এ্যামাউন্টের ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে।

সংশোধনের প্রস্তাব: উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) এবং উপ-বিধি (২) বিলুপ্ত করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

প্রস্তাব-৫০

বিধি ২৪ সংশোধন করার সুপারিশ

বিধি ২৪ এর বিধান সহজবোধ্য। বিশেষ সরবরাহের ক্ষেত্রে ভ্যাট আদায়ের পদ্ধতি সংক্রান্ত ধারা ৪৩ থেকে এই বিধি উদ্ভূত। ঋণের অর্থ পরিশোধ করার জন্য জামানত হিসেবে রক্ষিত পণ্য বা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে হলে কমিশনারকে কর নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করতে হবে। কমিশনার কর নির্ধারণ করে ৭ দিনের মধ্যে অবহিত করবেন। পাওনাদার সম্পত্তি বিক্রি করে কর পরিশোধ করে কমিশনারকে অবহিত করবেন।

ধারা ৪৩(৩) এ ব্যবহৃত “অনিবন্ধিত” শব্দটি বিলুপ্ত করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। ধারা ৪৩ থেকে বিধি ২৪ উদ্ভূত হয়েছে। এই বিধির শিরোনামে এবং বিধির অন্যত্র “অনিবন্ধিত” শব্দটি ৫ বার ব্যবহার করা হয়েছে যা বিলুপ্ত করার সুপারিশ করছি।

প্রস্তাব-৫১

বিধি ২৬ সংশোধন করার প্রস্তাব

উপ-বিধি (২) এ পঞ্জিকা বৎসর উল্লেখ রয়েছে। পঞ্জিকা বৎসর হলো জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু আমাদের দেশের সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় জুলাই থেকে জুন পর্যন্ত অর্থবছর বিবেচনা করা হয়। তাই, এখানে অর্থবছর হওয়া সমীচীন। অর্থাৎ অর্থবছর শেষে জুন মাসে চূড়ান্ত সমন্বয় করতে হবে। তাছাড়া, বিধি (২) এর উপ-বিধি (ঘ) এবং (ঙ)তে সমন্বয়ের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে পরবর্তী পঞ্জিকা বছরের তৃতীয় কর-মেয়াদ বা কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো পূর্ববর্তী কর মেয়াদ। বিষয়টি এর চেয়ে সহজ করা যায়। পঞ্জিকা বছর হোক বা অর্থ বছর হোক শেষ মাস বা এর পরের মাসে সমন্বয় করতে হবে, এমন বিধান হলে সহজ হবে। তাছাড়া, কমিশনার কর্তৃক সমন্বয় করার মাস নির্ধারণ করা মোটেও বাস্তবসম্মত হবে না।

বিঃ দ্রঃ ওপরের প্রস্তাব-২৩ অনুগ্রহ করে দেখুন। উক্ত ক্রমিকে আইনের ধারা ৪৭ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। উক্ত প্রস্তাবমতে ধারা ৪৭ প্রতিস্থাপন করা হলে বিধি ২৬ বিলুপ্ত করতে হবে; কারণ, তখন আর কোনো কিছু নির্ধারণ করার প্রয়োজন হবে না।

প্রস্তাব-৫২

বিধি ২৭ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব

বিধি ২৭ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি:

“২৭। সরবরাহোত্তর সমন্বয় পদ্ধতি।—(১) ধারা ২ এর দফা (৭১), (৮৭) ও (১০৩) এবং ধারা ৪৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যদি কোনো সরবরাহের উপর প্রদত্ত কর প্রদেয় কর অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে সরবরাহকারী সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে বা উহার পরবর্তী ২ (দুই) কর মেয়াদে, প্রদেয় এবং প্রদত্ত করের পার্থক্য পরিমাণ বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করিয়া সরবরাহ গ্রহীতার অনুকূলে ডেবিট নোট জারি করিবেন এবং সরবরাহ গ্রহীতা ডেবিট নোট প্রাপ্তির কর মেয়াদে অথবা উহার পরবর্তী ২ (দুই) কর মেয়াদে হ্রাসকারী সমন্বয় করিবেন।

(২) সরবরাহ গ্রহীতা কর্তৃক হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ হইবে—

- (ক) সরবরাহ গ্রহীতা মূল অর্জনের উপর সমুদয় উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের অধিকারী হইলে পার্থক্যের সমপরিমাণ;
- (খ) সরবরাহ গ্রহীতা মূল অর্জনের উপর ধারা ৪৭ অনুসারে আংশিক রেয়াত গ্রহণের অধিকারী হইলে উক্তরূপ আংশিক পরিমাণ; অথবা
- (গ) সরবরাহ গ্রহীতা মূল অর্জনের উপর উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের অধিকারী না হইলে শূন্য।

(৩) যদি কোনো সরবরাহের উপর প্রদত্ত কর প্রদেয় কর অপেক্ষা বেশি হয়, তাহা হইলে সরবরাহকারী সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে বা উহার পরবর্তী ২ (দুই) কর মেয়াদে, প্রদত্ত এবং প্রদেয় করের পার্থক্য পরিমাণ হ্রাসকারী সমন্বয় করিয়া সরবরাহ গ্রহীতার অনুকূলে ক্রেডিট নোট জারি করিবেন এবং সরবরাহ গ্রহীতা ক্রেডিট নোট প্রাপ্তির কর মেয়াদে অথবা উহার পরবর্তী ২ (দুই) কর মেয়াদে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করিবেন।

(৪) সরবরাহ গ্রহীতা কর্তৃক বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের পরিমাণ হইবে—

- (ক) সরবরাহ গ্রহীতা মূল অর্জনের উপর সমুদয় উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের অধিকারী হইলে পার্থক্যের সমপরিমাণ;
- (খ) সরবরাহ গ্রহীতা মূল অর্জনের উপর ধারা ৪৭ অনুসারে আংশিক রেয়াত গ্রহণের অধিকারী হইলে উক্তরূপ আংশিক পরিমাণ; অথবা
- (গ) সরবরাহ গ্রহীতা মূল অর্জনের উপর উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের অধিকারী না হইলে শূন্য।

(৫) উপ-বিধি (৩) এর অধীন সরবরাহ প্রদানকারীকে হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে হইলে, সরবরাহটি নিবন্ধিত ব্যক্তিকে প্রদানের ক্ষেত্রে সরবরাহ গ্রহীতা কর্তৃক ক্রেডিট নোট গ্রহণ করার প্রমাণ থাকিতে হইবে এবং সরবরাহটি অনিবন্ধিত ব্যক্তিকে প্রদানের ক্ষেত্রে সরবরাহ গ্রহীতা কর্তৃক পার্থক্যজনিত করের অর্থ গ্রহণ করার প্রমাণ থাকিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) অনুসারে, সরবরাহকারী কর্তৃক অনিবন্ধিত ব্যক্তিকে মূল্য ফেরত প্রদান করিবার ক্ষেত্রে ক্রেডিট নোটে মূল্য এবং কর আলাদা প্রদর্শন করিতে হইবে এবং সরবরাহটি অকরযোগ্য সরবরাহে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে কর প্রদেয় হইবে না।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: শিরোনামে “সমন্বয় ঘটনা প্রবাহের ক্ষেত্রে” উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই; “সরবরাহোত্তর” উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

উপ-বিধি (১) এ যে উদ্ধৃতিসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে তা সঠিক বলে মনে হয় না; কারণ, ধারা ২ এর দফা (৭১) এর উপ-দফা (ঝ) এবং দফা (১০৩) এর উপ-দফা (ঝ) হলো নির্ধারণ সংক্রান্ত। এই বিধিতে কোনো নির্ধারণ করা হয়নি, বরং সমন্বয় গ্রহণের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র। উপ-বিধি (১) এ যে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে সেখানে ধারা ২ এর দফা (৭১) ও (১০৩) সম্পূর্ণ উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র দুটি উপ-দফা উল্লেখ রয়েছে। সম্পূর্ণ উল্লেখ করা প্রয়োজন। দফা (ক)-তে বলা হয়েছে যে, যে কর মেয়াদে সমন্বয় ঘটনা ঘটে সে কর মেয়াদে সমন্বয় করতে হবে। কিন্তু এই বিধির অন্যত্র সমন্বয় করার জন্য ২ কর মেয়াদ সময় দেয়া হয়েছে। তাই, সহজীকরণের জন্য সব এক রকম করা দরকার। এখানে “উক্ত” শব্দটির প্রয়োজন নেই। কারণ, সমন্বয় বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে। তাই, উপরে বর্ণিত সমন্বয় ছাড়া অন্য কোনো সমন্বয় বুঝার কোনো অবকাশ নেই। দফা (খ)-তে “সংশ্লিষ্ট” শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কারণ, এক্ষেত্রে সরবরাহ গ্রহীতা একজন। তাছাড়া, দফা (ক) এবং (খ)-তে “একটি বৃদ্ধিকারী সমন্বয়”, “একটি ডেবিট নোট” উল্লেখ রয়েছে। এক্ষেত্রে একটি ছাড়া দুটি বা তার বেশি হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। এরূপ অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করা হলে পাঠকদের কাছে তা দূর্বোধ্য হয়। এই আইন প্রণয়ন করার একটি উদ্দেশ্য হলো সহজীকরণ যা আইনের Preamble এ উল্লেখ রয়েছে। তাই, “একটি” শব্দ বিলুপ্ত করা সমীচীন।

উপ-বিধি (২) এর বক্তব্য উপ-বিধি (১) এর শেষাংশে সংযোজন করা যায়। সেভাবে নিম্নে সংশোধনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

উপ-বিধি (৩) হলো আংশিক উপকরণ কর রেয়াত সংক্রান্ত। এ বিষয়ে ক্রমিক ০০ তে ধারা ৪৭ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সে প্রস্তাব বিবেচিত হলে সে মোতাবেক এই উপ-বিধিটি সংশোধন করার প্রয়োজন হবে।

উপ-বিধি (৪) এবং (৫) হলো ঠিক উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এর বিপরীত। উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এ সরবরাহকারী কর্তৃক কর কম পরিশোধের বিষয় বর্ণিত হয়েছে; আর উপ-বিধি (৪) ও (৫) এ সরবরাহকারী কর্তৃক কর বেশি পরিশোধের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তাই, পাঠকদের জন্য সহজ করার লক্ষ্যে বর্তমান উপ-বিধি (৪) ও (৫) একই ধারাবাহিকতায় পুনর্বিন্যাস করা যায়। সে অনুযায়ী পুনর্গঠন করে উক্ত প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

উপ-বিধি (৬) হলো, উপ-বিধি (৪) এর মাধ্যমে সরবরাহকারী কর্তৃক হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করার শর্ত। প্রস্তাবে আরো সহজবোধ্যভাবে পেশ করা হয়েছে।

প্রস্তাব-৫৩

বিধি ২৮ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব

বিধি ২৮ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি:

“২৮। অনাদায়ী পণের জন্য সমন্বয়।—(১) যদি করযোগ্য সরবরাহের বিপরীতে সরবরাহ গ্রহীতা সরবরাহকারীকে ১২ (বারো) মাস বা তার অধিককাল আংশিক বা সমুদয়

পণ পরিশোধ না করেন এবং যদি সরবরাহকারী তাহার হিসাব বহিতে (books of account) অপরিশোধিত অর্থের পরিমাণকে অনাদায়ী ঋণ হিসাবে অবলোপন (written off) করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সরবরাহকারী কমপক্ষে ২ (দুই) সপ্তাহের ব্যবধানে সরবরাহ গ্রহণকারীকে দুটি পত্র প্রেরণ করিয়া অপরিশোধিত পণের কর-ভগ্নাংশের সমপরিমাণ অর্থ হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করিয়া সরবরাহ গ্রহণকারীকে অবহিত করিবেন।

(২) নিম্নবর্ণিত ঘটনার মধ্যে যাহা সর্বশেষে সংঘটিত হইবে, উহা সংঘটিত হইবার কর-মেয়াদের দাখিলপত্রে হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করা যাইবে, যথা—

(ক) সরবরাহের বিপরীতে প্রাপ্য পণ ১২ (বারো) মাসের অধিককাল বকেয়া হয়; অথবা

(খ) বকেয়াটি অনাদায়ী ঋণ হিসাবে অবলোপন করা হয়।

(৩) উপ-বিধি (১) মোতাবেক অবহিত হইবার পর সরবরাহগ্রহীতা সমপরিমাণ অর্থ উক্ত কর-মেয়াদ বা তৎপরবর্তী ২ (দুই) কর-মেয়াদের মধ্যে দাখিলপত্রে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করিবেন।

(৪) সরবরাহকারী কর্তৃক হ্রাসকারী সমন্বয় এবং সরবরাহগ্রহীতা কর্তৃক বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করিবার পর যদি সরবরাহগ্রহীতা অপরিশোধিত পণের আংশিক বা সমুদয় সরবরাহকারীকে পরিশোধ করেন, তাহা হইলে পরিশোধিত পণের কর-ভগ্নাংশের সমপরিমাণ অর্থ সরবরাহকারী কর্তৃক বৃদ্ধিকারী সমন্বয় এবং সরবরাহগ্রহীতা কর্তৃক হ্রাসকারী সমন্বয় করিতে হইবে।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: শিরোনামে “সরবরাহোত্তর” শব্দটির প্রয়োজন নেই। কারণ, পণ যখন অনাদায়ী রয়েছে তখন স্বাভাবিকভাবেই তা হলো সরবরাহোত্তর। তাই, এই শব্দটি ব্যবহার করে পাঠকদের ভারাক্রান্ত করা নিষ্প্রয়োজন।

উপ-বিধি (১) এ কমিশনারের নিকট থেকে অনুমোদন নেয়ার বাধ্যবাধকতা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। প্রতিটি অনাদায়ী সরবরাহের ক্ষেত্রে এরূপে অনুমোদন নেয়া বাস্তবে সম্ভব হবে না। মূল্য কম পাওয়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি স্বাভাবিক বিষয়। এরূপক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মে বিক্রেতা হ্রাসকারী সমন্বয় করে নেবেন, ভ্যাট অফিসারগণ অডিট করার সময় তা প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন, এমন বিধান করা যুক্তিযুক্ত। উপ-বিধি (১) এ “হ্রাসকারী” উল্লেখ নেই। সুপারিশ অংশে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

উপ-বিধি (২) আরো সহজবোধ্য ও সাবলীল করার জন্য “ক্রেতা কর্তৃক সরবরাহের পণ সমুদয় বা আংশিক পরিশোধ না করা” বিষয়টি সমন্বয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রস্তাব ক্রমিক-০০ ধারা ৪৮ এর সুপারিশ অংশে পেশ করা হয়েছে। তাছাড়া, উপ-বিধি (১) ও (২) একত্রে পেশ করা যায়।

উপ-বিধি (৩) এ সরবরাহকারী কর্তৃক হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করার কর-মেয়াদ নির্ণয় করা হয়েছে। তবে, দফা (ক) এর প্রথম অংশ এবং দফা (খ) একই অর্থ বহন করে। তাছাড়া, দফা (গ) সরবরাহ গ্রহণকারী সম্পর্কিত যা সরবরাহদাতার জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। অধিকন্তু,

রেয়াত নেয়া হয় ২ (দুই) কর-মেয়াদের মধ্যে। তাই, ২ কর-মেয়াদে রেয়াত নেয়ার বিষয়টি প্রাসঙ্গিক থাকে না। সে মোতাবেক পুনর্গঠন করে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

উপ-বিধি (৪) এ ক্রেতা কর্তৃক বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ক্রেতা কোন্ কর-মেয়াদে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করবেন সে বিষয়ে নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া, ক্রেতাকে কোনো ডকুমেন্ট পেতে হবে। তাই, সরবরাহকারী কর্তৃক হ্রাসকারী সমন্বয় করার পর সরবরাহ গ্রহণকারীকে অবহিত করার বিধান উপ-বিধি (১) এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উপ-বিধি (৫) এর বক্তব্য আরো সংক্ষিপ্ত করে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

উপ-বিধি (৬) এ প্রামাণিক দলিল হিসেবে পত্রালাপ, ই-মেইল বার্তা ইত্যাদি গ্রহণ করা যায়। সরবরাহ প্রদানকারী হ্রাসকারী সমন্বয় করার পূর্বে কমপক্ষে ২ (দুই) সপ্তাহের ব্যবধানে সরবরাহ গ্রহণকারীকে দুটি পত্র প্রেরণ করবেন এমন বিধান উপ-বিধি (১) এ অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তাছাড়া, প্রমাণ করার দায়িত্ব সরবরাহ প্রদানকারী এবং গ্রহণকারী উভয়ের। উভয়ের কাছে দলিলাদি রয়েছে। কমিশনার কর্তৃক অনুমোদন করার বিধান যদি রাখা হয় তাহলে তিনি দলিলাদি দেখে অনুমোদন করবেন। অধিকন্তু, অডিট করার সময় অডিটকারী অফিসারগণ দলিলাদি দেখবেন। তাই, উপ-বিধি (৬) এর বিধান প্রয়োজন নেই বলে প্রতীয়মান, বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করেছি।

প্রস্তাব-৫৪

বিধি ২৯(৪) প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব

বিধি ২৯(৪) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করা হলো:

“(৪) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, একই গ্রুপ অব কোম্পানীজ এর আওতাভুক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরবরাহের ক্ষেত্রে অথবা রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এর দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত একটি নিবন্ধন নম্বরের আওতায় প্রতিষ্ঠিত দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরবরাহের ক্ষেত্রে অথবা একটি Taxpayers Identification Number (TIN) এর আওতাভুক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পরিশোধ করা না হইলেও রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে যদি কোনো সরবরাহ দেয়া-নেয়া হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে নগদে মূল্য পরিশোধ করা হলেও রেয়াত পাওয়া যাবে। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি বলতে কী বুঝায় তা বিধি ২ এর দফা (চ)তে উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া, বিনিময় পদ্ধতির সরবরাহ বিধি ২ এর দফা (এ৪)তে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত দফাসমূহ এবং আলোচনা অনুসারে আমরা বুঝতে পারি যে, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে বিনিময় পদ্ধতির সরবরাহের ঘটনা খুব কম ঘটবে। ইতোপূর্বে “পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি” এবং “বিনিময় পদ্ধতির সরবরাহ” সংজ্ঞা দুটি বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিধি ২৯(৪) উক্তরূপে প্রতিস্থাপন করা যায়।

প্রস্তাব-৫৫

বিধি ৩০ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব

বিধি ৩০ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করা হলো:

“৩০। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সরবরাহের ক্ষেত্রে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়।—(১) কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করিবেন, যদি তিনি—

(ক) কোনো সরবরাহের উপকরণের উপর পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করেন; এবং

(খ) উক্ত সরবরাহ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন অথবা অন্যকে সরবরাহটি প্রদান করেন এবং উহা করযোগ্য সরবরাহ হয় :

তবে, আংশিক উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সরবরাহটি অব্যাহতিপ্রাপ্ত হইলেও গৃহীত উপকরণ কর বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করিতে হইবে।

(২) বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের পরিমাণ হইবে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সরবরাহে প্রয়োগকৃত উপকরণের বিপরীতে গৃহীত রেয়াতের সমপরিমাণ অথবা সরবরাহটির ন্যায্য বাজার মূল্যের কর-ভগ্নাংশের সমপরিমাণ।

(৩) যে কর মেয়াদে সরবরাহটি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে, সেই কর মেয়াদে বা তাহার পরবর্তী ২ (দুই)টি কর মেয়াদের মধ্যে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করিতে হইবে।

(৪) এই বিধির বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কোনো সরবরাহ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবে যদি উক্ত ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সরবরাহটি ব্যবহার করেন:

তবে, ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সরবরাহ তাহার মাসিক প্রদত্ত সরবরাহের ১ (এক) শতাংশের অতিরিক্ত হইবে না।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: এই বিধির শিরোনামে “সম্পদ” উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে এই আইনে ভ্যাট আরোপিত হবে পণ্য, সেবা ও স্থাবর সম্পত্তির ওপর। তাই, এখানে “সম্পদ” শব্দটির ব্যবহার সঠিক হয় না। উপ-বিধি (৩) এ ব্যবহৃত “উৎপাদিত সম্পদ” শব্দসমূহ পরিপ্রেক্ষিতে এর সাথে খাপ খায় না। উপ-বিধি (৬) এ “আর্থিক কার্যক্রম” উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এই আইনে ব্যবহৃত লিগ্যাল টার্ম হলো “অর্থনৈতিক কার্যক্রম”। তাছাড়া, বাক্যের গঠন আরো সাবলীল, অর্থবহ ও সহজবোধ্য করা এবং পুনরুক্তি অপনোদন করার প্রয়োজনে এই বিধিটি উক্তরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাব-৫৬

বিধি ৩১ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব

বিধি ৩১ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি:

“৩১। নিবন্ধিত হওয়ার ক্ষেত্রে উপকরণ কর এবং টার্নওভার কর হ্রাসকারী সমন্বয়।—(১) টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি যিনি পরবর্তীতে

নিবন্ধিত হইয়াছেন, তিনি নিবন্ধন কার্যকর হওয়ার দিবসের পূর্ববর্তী দিবস শেষে তাহার দখলে থাকা উপকরণের জন্য হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবেন, যদি—

(ক) উক্ত ব্যক্তির নিবন্ধন পূর্ববর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পণ্যটি আমদানিকৃত বা ক্রয়কৃত হয়; এবং

(খ) এই আইনের অধীন রেয়াত গ্রহণের অন্যান্য বিধানাবলীর সহিত উহা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

(২) হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ হইবে আমদানি বা ক্রয়ের বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন করের সমপরিমাণ।

(৩) যে ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি নিবন্ধিত হন এবং নিবন্ধন সনদপত্র প্রাপ্তির পূর্বেই টার্নওভার কর দাখিলপত্র দাখিল করিয়া থাকেন এবং উক্ত সময়ের মধ্যে নিবন্ধিত হইয়া থাকেন; সেইক্ষেত্রে নিবন্ধন সময়সীমার মধ্যে পরিশোধিত টার্নওভার করের সমপরিমাণ হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবেন।

(৪) নিবন্ধিত হওয়ার কর মেয়াদে বা তৎপরবর্তী ২ (দুই) কর মেয়াদের মধ্যে হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং সমন্বয় সাধনের সপক্ষে প্রামাণীক দলিল হিসাবে বিল-অব-এন্ট্রি বা মূসক চালানপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিবন্ধিত ব্যক্তির দখলে থাকিতে হইবে।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: এই বিধির উপ-বিধি (১) এ উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূসক সমন্বয় করার বিধান বর্ণিত হয়েছে। উপ-বিধি (৩) এ টার্নওভার কর সমন্বয় করার বিধান বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিধির শিরোনামে উল্লেখ রয়েছে মূসক সমন্বয় যা সঠিক হয়নি বলে মনে হয়। তাই, শিরোনামে “উপকরণ কর ও টার্নওভার কর” উল্লেখ করা শ্রেয়। উপ-বিধি (১) এর তৃতীয় ও পঞ্চম লাইনে “পণ্য” উল্লেখ রয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হলো উপকরণ। উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) আরো সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। সমন্বয় গ্রহণের জন্য কমিশনারের কাছে আবেদন করার বিধান বিলুপ্ত করা প্রয়োজন বলে আমাদের অভিমত। এতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বেড়ে যেতে পারে এবং নিবন্ধিত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে ভ্যাটদাতা নিরুৎসাহিত হতে পারেন। সাধারণভাবে রেয়াত নেয়ার মতো বিল-অব-এন্ট্রি/মূসক চালানপত্রের ভিত্তিতে নিবন্ধিত ব্যক্তি সমন্বয় করে নেবেন। সাধারণ অডিটের সময় সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে এমন বিধান হওয়া সমীচীন।

উপ-বিধি (২) এর দফা (খ)-তে “পণ্য” উল্লেখ রয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হলো উপকরণ। উপ-বিধি (২) এর দফা (খ) এর বিধান নিষ্প্রয়োজন বলে মনে হয়। কারণ, দফা (ক) এর বিধান স্বয়ংসম্পূর্ণ। ক্রয়ের সপক্ষে মূসক চালান এবং আমদানির সপক্ষে বিল-অব-এন্ট্রি থাকতেই হবে। কাজেই অন্য কোনো পদ্ধতিতে হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ নির্ণয় করার প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না। অধিকন্তু, দফা (খ) এর বিধান বিলুপ্ত করাই উত্তম। কারণ, এরূপ পরিস্থিতিতে মূসক চালান বা বিল-অব-এন্ট্রি থাকলেও উক্ত উপকরণের ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করে দেখতে হবে যে তার কর-ভগ্নাংশের সমপরিমাণ মূসক চালান/বিল-অব-এন্ট্রিতে উল্লিখিত ভ্যাটের চেয়ে কম না-কি বেশি। এতে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।

উপ-বিধি (৩) এর মূল বক্তব্য আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করা যায়। তাছাড়া, কমিশনারের কাছে আবেদন করার বিধান বিলুপ্ত করার সুপারিশ করছি।

উপ-বিধি (৪) এ “পর্যাপ্ত দালিলিক প্রমাণ থাকিতে হইবে” উল্লেখ রয়েছে। ইহা সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। তা না হলে এক এক দপ্তর/কর্মকর্তা এক এক ধরনের দলিল দাখিল করতে বলতে পারেন। তাতে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অপব্যবহার এবং করদাতা হয়রাণী বেড়ে যেতে পারে। রেয়াত নেয়ার সাধারণ নিয়ম অনুসারে বিল-অব-এন্ট্রি/মূসক চালানপত্র দখলে থাকাই যথেষ্ট।

উপ-বিধি (৫) বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কারণ, কমিশনারের অনুমোদন নিষ্প্রয়োজন।

প্রস্তাব-৫৭

বিধি ৩২ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব

বিধি ৩২ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি:

“৩২। নিবন্ধন বাতিলের কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়।—(১) কোনো ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিল করার পর তাহার দখলে থাকা উপকরণের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত দাখিলপত্রে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় সাধন করিতে হইবে, যদি উক্ত উপকরণ ক্রয় বা আমদানির ক্ষেত্রে অথবা উক্ত উপকরণে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (Subsumed) এমন কোনো উপকরণের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের পরিমাণ হইবে উপকরণ আমদানি বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে পরিশোধিত এবং ইতোপূর্বে রেয়াত গৃহীত মূসকের সমপরিমাণ।

(৩) ইতঃপূর্বে আইনের ধারা ৪৭ মোতাবেক আংশিক উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা হইয়া থাকিলে, আংশিক উপকরণ কর বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করিতে হইবে।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: বিধির শিরোনামে হ্রাসকারী সমন্বয় না-কি বৃদ্ধিকারী সমন্বয় তা উল্লেখ করলে পাঠকদের জন্য বুঝতে সুবিধা হয়।

উপ-বিধি (১) এ “সম্পদ” শব্দটির ব্যবহার সঠিক হয়েছে বলে মনে হয় না। আসলে বিষয়টি হলো “উপকরণ”। তাছাড়া, উপকরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত (subsumed) হয়েছে এ বিষয়টি সমন্বয় সংক্রান্ত অন্য কোনো বিধানে উল্লেখ নেই। যা উপকরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত (subsumed) হয়েছে, যেমন: কোনো কেমিক্যাল তা স্বাভাবিকভাবেই উপকরণ। তবে, যেহেতু এখন তা নেই অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে না, সেহেতু এ বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ করে দেয়াতে ভালো হয়েছে।

উপ-বিধি ৩২(২) এ শুধুমাত্র মজুদ উপকরণের ন্যায্য বাজার মূল্যের কর-ভগ্নাংশের সমপরিমাণ বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করতে বলা হয়েছে। উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাটের সমপরিমাণ বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে। বিধি ৩১(২) অনুগ্রহ করে দেখুন। মজুদ উপকরণের ন্যায্য বাজার মূল্যের কর-ভগ্নাংশ নির্ণয় করা বেশ জটিল এবং তা প্রকৃত পরিশোধিত ভ্যাটের সমান হবে না। যখন প্রকৃত মূল্য পাওয়া যায় না তখন ন্যায্য

বাজার মূল্য নির্ণয় করতে হয়। এক্ষেত্রে বিল-অব-এন্ট্রি/মূসক চালানপত্র রয়েছে; তাই, প্রকৃত ক্রয়মূল্য রয়েছে। তাই, ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ণয় করা নিষ্প্রয়োজন। তাই, উপকরণের ওপর প্রকৃত পরিশোধিত এবং ইতোপূর্বে রেয়াত গৃহীত পরিমাণ বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন।

উপ-বিধি (৩) পরিপ্রেক্ষিত এর সাথে খাপ খায় না বলে মনে হয়। বিধি ২৪ হলো, কোনো অনিবন্ধিত পাওনাদার তার ঋণ আদায় করার জন্য যদি জামানত হিসেবে রক্ষিত পণ্য, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করেন সে সংক্রান্ত বিধান। বিক্রয়টি একটি সরবরাহ হবে এবং তার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। যদি বিক্রয় এবং নিবন্ধন বাতিল একসাথে করা হয়, তাহলে বিক্রয়ের ওপর ধারা ৪৩ এবং বিধি ২৪ অনুসারে ভ্যাট আদায়যোগ্য হবে। আর নিবন্ধন বাতিলের জন্য বিধি ৩২ অনুসারে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় প্রযোজ্য হবে। আমার মনে হয়, বিধি ২৪ এখানে ভুলক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে এখানে বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে, পূর্বে যদি আংশিক উপকরণ কর রেয়াত নিয়ে থাকে, তাহলে এখন আংশিক উপকরণ কর বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করতে হবে। সে হিসেবে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। তবে, যে ইংরেজি খসড়া থেকে এই বিধানসমূহ নেয়া হয়েছে সেখানেও বিধি ৩২(৩) এর বিধানসমূহ নেই। সে মূল ইংরেজি নিম্নরূপ:

"Adjustments on cancellation of registration.—

- (1) A person whose registration is cancelled has an increasing adjustment in relation to assets on hand at the time the registration is cancelled if the person was allowed an input tax credit in respect of the acquisition or import of those assets, or for something that has been subsumed into those assets.
- (2) The amount of the adjustment is equal to the tax fraction of the fair market value of the assets on the day immediately preceding the cancellation.
- (3) The adjustment shall be made in the VAT return for the final tax period."

বিধি ৩২(৪) এ উল্লেখিত ফরম মূসক-২.৫ সঠিক নয়, সঠিক ফরম হলো মূসক-৯.১। দাখিলপত্র এবং চূড়ান্ত দাখিলপত্র মূসক-৯.১ ফরমে দাখিল করতে হয়। যাহোক, এ কথা বলার জন্য আলাদা উপ-বিধির প্রয়োজন নেই। প্রস্তাবের উপ-বিধি (১) এ এবিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই, বর্তমান উপ-বিধি ৩২(৪) বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাব-৫৮

বিধি ৩৩ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব

বিধি ৩৩ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করা হলো:

“৩৩। বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত ব্যবহৃত (Second-hand) পণ্যের ক্ষেত্রে হ্রাসকারী সমন্বয়।—(১) নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত ব্যবহৃত পণ্যের ক্রেতা হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করা যাইবে, যদি—

- (ক) পণ্যটি কোনো অনিবন্ধিত বা অতালিকাভুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রয় করা হয়;
- (খ) সরবরাহটি করযোগ্য সরবরাহ হয়;
- (গ) ক্রয়কৃত পণ্যের বিক্রয় করযোগ্য সরবরাহ হয়; এবং
- (ঘ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই আইন এবং বিধিমালার অধীন সকল পুস্তক ও হিসাবপত্র সংরক্ষণ করা হয়।

(২) হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ হইবে ব্যবহৃত পণ্য ক্রয়ের বিপরীতে ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধিত পণ্যের কর ভগ্নাংশের সমপরিমাণ।

(৩) ব্যবহৃত পণ্য ক্রয় করার কর মেয়াদে অথবা তৎপরবর্তী ৪ (চার)টি কর-মেয়াদের মধ্যে হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পণ্য প্রদান করিয়া নতুন পণ্য ক্রয় করা হয়, সেইক্ষেত্রে ব্যবহৃত পণ্যের গ্রহীতা কর্তৃক উহার ন্যায্য বাজার মূল্যের কর-ভগ্নাংশের সমপরিমাণ হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করা যাইবে।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: বিধির শিরোনামে হ্রাসকারী সমন্বয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাহলে সহজবোধ্য হয়।

উপ-বিধি (১)(খ) আরো সহজভাবে সাজানো যায়। সেভাবে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। উপ-বিধি (১)(গ) এক্ষেত্রে মোটেও প্রাসঙ্গিক নয়। কারণ, এখানে মূল বিষয় হলো, স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত সেকেন্ড-হ্যান্ড পণ্য। তাই, আমদানিকৃত পণ্য হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। তাই, এই উপ-বিধি বিলুপ্ত করা যায়। ভাষা আরো সহজ ও সাবলীল করা যায়।

উপ-বিধি (৩) এ হ্রাসকারী সমন্বয় নেয়ার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে বিক্রির কর-মেয়াদ। বিক্রী অনেক পরে হতে পারে। অনেক পরে বিক্রী হলে বিক্রীর কর-মেয়াদে হ্রাসকারী সমন্বয় নিতে হবে। কিন্তু তিনিতো ক্রয় মূল্য পূর্বেই পরিশোধ করেছেন। তাছাড়া, রেয়াত বা হ্রাসকারী সমন্বয় নেয়ার জন্য মূল্য পরিশোধ করা কোনো শর্ত নয়। তাই, ক্রয় করার পরবর্তী ৪ (চার) কর-মেয়াদের মধ্যে হ্রাসকারী সমন্বয় করা যাবে এমন বিধান করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আইন ও বিধিমালার অন্যত্র রেয়াত ও সমন্বয়ের সময়কাল এমন। একই পরিস্থিতিতে বিধান একরকম হওয়া দরকার। তাহলে বুঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ হয়। মূল ইংরেজিতে আরো একটি বিষয় উল্লেখ রয়েছে যা নিম্নরূপ:

"Where second-hand goods are given by a person who is not registered or enlisted as part payment for new goods of a similar kind, the fair market value of the traded-in goods used to determine the consideration for the new goods must be the same as the consideration referred to in subsection (2)."

পুরাতন পণ্য দিয়ে একইরকম নতুন পণ্য নেয়া একটি স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড। যেমন পুরাতন টেলিভিশন দিয়ে তার সাথে কিছু অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে নতুন টেলিভিশন কেনা যায়। এমন একটি বিধান অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন। উপরে বর্ণিত ইংরেজির অনুদিত অর্থে না হলেও ওই ধারণা নিয়ে এমন বিধান করা যায়। সে মোতাবেক প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

প্রস্তাব-৫৯

বিধি ৩৪ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব

বিধি ৩৪ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করা হলো:

“৩৪। বীমা সংক্রান্ত সমন্বয়।—(১) বীমাকারী কর্তৃক করযোগ্য বীমা সেবার বিপরীতে, অনিবন্ধিত অনাবাসিক (unregistered non-resident) ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো বীমা সেবাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।

(২) বীমাকারী উপ-বিধি (১) মোতাবেক হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করিবার পর পুনঃবীমা বা অন্য কোনো মাধ্যমে উহার বিপরীতে অর্থ প্রাপ্ত হইলে বীমাকারীকে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং পুনঃবীমাকারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিপরীতে হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।

(৩) কোনো নিবন্ধিত বীমা সেবাগ্রহীতা উপ-বিধি (১) এর অধীন ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পর বৃদ্ধিকারী সমন্বয় সাধন করিবেন।

(৪) সমন্বয়ের পরিমাণ হইবে পরিশোধিত অর্থের কর-ভগ্নাংশের সমপরিমাণ এবং যে কর-মেয়াদে অর্থ পরিশোধ করা হইবে সেই কর মেয়াদে অথবা তৎপরবর্তী ৪(চার)টি কর-মেয়াদে সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।

(৫) বীমাকৃত যে বিষয়টির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইয়াছে যদি উহার সমুদয় বা আংশিক অ্যাভিটপ্রাপ্ত হয় অথবা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে সমন্বয় করা যাইবে না।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: এই বিধিতে মূলত বীমার ক্ষেত্রে হ্রাসকারী ও বৃদ্ধিকারী সমন্বয় আলোচনা করা হয়েছে। তবে, আইনের ধারা ২(৭১) এবং ২(১০৩) অনুগ্রহ করে দেখুন। ধারা ২(১০৩)-এ হ্রাসকারী সমন্বয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কিন্তু ধারা ২(৭১)-এ বৃদ্ধিকারী সমন্বয় অন্তর্ভুক্ত নেই। সে মোতাবেক সংশোধন প্রয়োজন। প্রস্তাব ক্রমিক-০০ এ ধারা ৪৮ এর প্রস্তাবে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩৪(১)(খ) এর শর্তটি এখানে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উপ-বিধি ৩৪(১) এ মূলত বলা হচ্ছে যে, বীমাকারী বীমাকৃত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। তাই, ক্ষতিপূরণের বাইরের কোনো বিষয় এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক। এই বিধানের ফলে মনে হতে পারে যে, তাহলে বীমাকারী আমদানি বা ক্রয়ের বিপরীতে রেয়াত পাবে না, এমন কিছু বুঝানো হয়েছে না-কি। কি কি রেয়াত পাবে না তা ধারা ৪৬ এ বর্ণিত রয়েছে। তাই, এখানে তা উল্লেখ করার অবকাশ নেই। একজন ভ্যাটযোগ্য সরবরাহকারী (পণ্য, সেবা ও স্থাবর সম্পত্তি)

সাধারণত যা যা রেয়াত পাই, বীমাকারী তা পাবে। এ হলো আইনের সাধারণ বিধান। তাই, বীমাকারী আমদানি বা ক্রয়ের বিপরীতে রেয়াত পাবে না, এমন অর্থ হতে পারে না। বিধি ৩৪(১)(খ) এর বিধান বিলুপ্ত করাই শ্রেয়। সে মোতাবেক সুপারিশ অংশে প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩৪(১)(গ) এর শর্তটি এখানে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উপ-বিধি ৩৪(১) এ মূলত বলা হচ্ছে যে, বীমাকারী বীমাকৃত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। তাই, ক্ষতিপূরণের বাইরের কোনো বিষয় এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তাদের মধ্যে অন্য কোনো লেন-দেন হতে পারে। সেসব লেন-দেন সে সংক্রান্ত বিধান অনুসারে হবে। তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক লেন-দেনের বাইরেও অনেক কিছু হতে পারে। সেসব বিষয় উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এখানে মূল বিষয় হলো বীমাকারী ভ্যাটযোগ্য বীমাসেবার বিপরীতে বীমাকৃত ব্যক্তিকে কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করলে বীমাকারী হ্রাসকারী সমন্বয় নিতে পারবে। সুপারিশ অংশে সে মোতাবেক এই উপ-বিধিটি সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা হয়েছে।

৩৪(২) উপ-বিধি (২) এর ভাষা আরো সাবলীল করা যায়। (খ)-তে অনুমতির উল্লেখ রয়েছে যা নিষ্প্রয়োজন। সে মোতাবেক প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। বিধি ৩৪(১) ও (২) এ “কোনো নিবন্ধিত বীমাকারী” উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, সব বীমাকারী নিবন্ধিত বীমাকারী। তাছাড়া, পুনঃবীমাকারী ক্ষতিপূরণ দেয়ার সময় কি করবে তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। পুনঃবীমাকারী হ্রাসকারী সমন্বয় করবে এটাই স্বাভাবিক। উপ-বিধি ৩৪(১)-এ বীমাকারী ক্ষতিপূরণ দেয়ার সময় হ্রাসকারী সমন্বয় করবে। দুক্ষেত্রে একরকম হওয়া দরকার। সে মোতাবেক প্রস্তাব অংশ গঠন করা হয়েছে।

৩৪(৩) এই উপ-বিধিটি আরো সংক্ষেপে পেশ করা যায়। এখানে উপ-বিধি ৩৪(১) এর উদ্ধৃতি দেয়াই যথেষ্ট। বীমা সেবাটি করযোগ্য সরবরাহ হতে হবে তা উপ-বিধি ৩৪(১) এ উল্লেখ রয়েছে। করযোগ্য সরবরাহ হলে তা অবশ্যই অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় সরবরাহ করা হয়েছে। সুপারিশ অংশে সে মোতাবেক সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা হয়েছে।

৩৪(৪) ও (৬) একত্রে পেশ করা যায়। সমন্বয় করার সময়সীমা অন্যান্য বিধির সাথে একরকম করার প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর-মেয়াদ অথবা তৎপরবর্তী ৪(চার) কর-মেয়াদের মধ্যে নির্ধারণ করা যায়। সে মোতাবেক সুপারিশ অংশে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

৩৪(৫) এই উপ-বিধিটি পুনর্লিখন করে সংক্ষিপ্ত ও সহজ করা যায়। সেভাবে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

এই বিধির বিষয়বস্তু বেশ জটিল। যে মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ ও সম্পাদনা করে বাংলাটি প্রস্তুত করা হয়েছে সেখান থেকে বীমা সংক্রান্ত অংশটুকু নিম্নে পেশ করা হলো। এ বিধির মর্মার্থ বুঝতে প্রয়োজনে তা পাঠ করে বাংলার সাথে তুলনা করে অন্তর্নিহিত অর্থ আত্মস্থ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

"Adjustments relating to insurance.—***Adjustments on making insurance payments***

(1) A registered insurer has a decreasing adjustment if the person makes a payment to another person under a contract of insurance and all of the following conditions are met:—

- (a) the supply of the contract of insurance was a taxable supply;
- (b) the payment is not made in respect of a supply to the insurer or an import by the insurer;
- (c) the payment is not made in respect of a supply to another person, unless that supply is a taxable supply, on which VAT is imposed at a rate other than zero; and
- (d) the person to whom the payment is made is not an unregistered non-resident.

(2) The amount of the adjustment is equal to the tax fraction of the payment made and the adjustment shall be made in the VAT return for the tax period in which the payment is made.

Note: Insurance is a risk intermediation service, in which the insurance brings together many people willing to pool their funds to hedge against the risk of suffering a loss. The decreasing adjustment ensures that the insurer pays net VAT only on its insurance margin, which reflects the difference between the amounts it receives for premiums and the amounts it is required to pay out when insured persons suffer losses. This is the amount that represents the value added by the insurer across all insured persons.

Example 1: An insurer makes a payment of Taka 5.75 lakh to an insured person whose boat was destroyed in an accident. The insurer is entitled to a decreasing adjustment of Taka 75,000, which is the tax fraction of the amount paid under the policy. If the insured person buys a new boat using the insurance payment, the output tax of the seller (or if the boat is imported, the tax payable on the import) will approximate the adjustment allowed to the insurer. This is because the cost of replacing the boat is effectively a cost of the insurer's business and has already been effectively taxed when the insurance premiums were taxed.

Adjustments on receiving subrogation payments

(3) A registered insurer has an increasing adjustment if—

- (a) the insurer recovers an amount (other than aggravated or exemplary damages) as a result of the exercise of rights acquired by subrogation under a contract of insurance; and
- (b) a deduction under subsection (2) has been allowed to the insurer for the payment to which the recovered amount relates.

(4) The amount of the adjustment is equal to the tax fraction of the payment made and the adjustment shall be made in the VAT return for the tax period in which the payment is received.

Example 2: The insurer in example 1 exercises its rights of subrogation and sues the third party who cause the accident in which the insured person's boat was destroyed. That person is also insured and the second insurer pays Taka 5.75 lakh

to the first insurer. Under subsection (1), the second insurer is allowed a decreasing adjustment equal to the tax fraction of the amount paid. Under subsection (2), that decreasing adjustment for the second insurer is matched by an increasing adjustment for the first insurer. These adjustments ensure that the insurer that ultimately bears the loss is the person who is entitled to the decreasing adjustment and prevents both insurers claiming the adjustment.

Adjustments on receiving insurance payments

(5) A registered person has an increasing adjustment if—

- (a) the person receives a payment under a contract of insurance, whether or not the person is a party to the contract;
- (b) the payment relates to a loss incurred—
 - (i) in the course of the person's economic activity; or
 - (ii) in relation to an asset used wholly or partly in the person's economic activity; and
- (c) the supply of the contract of insurance was a taxable supply.

(6) The amount of the adjustment is equal to the tax fraction of the payment received, reduced to the extent that:

- (a) the economic activity in which the loss was incurred involves the making of exempt supplies; or
- (b) the asset to which the loss relates was used in making exempt supplies or for private purposes; and
- (c) if both paragraph (a) and paragraph (b) apply, whichever is most appropriate in the context of the payment received.

Example 3: Continuing examples 1 and 2, the insurer person whose boat was destroyed uses the boat predominantly in the course of providing cruises in the Bay of Bengal to tourists visiting Bangladesh. However, on occasions, the boat is used for private purposes and the person has to date claimed only 85 percent of the input tax credits relating to the purchase, repairs and maintenance, and improvements to the boat on the basis that it is used 15 percent for private purposes. The amount of output tax payable by the person is 85 percent of 75,000, which is Taka 63,750.

Note: The net effect of the adjustments under this section in respect of the examples given is that the two insurers pay out VAT-inclusive amounts under the policy, the first insurer receives a decreasing adjustment equal to the VAT included in the payout but later repays that amount by making an increasing adjustment equal to the decreasing adjustment allowed to the second insurer. Having received a payment of Taka 5 Lakh, the insured person makes an increasing adjustment of Taka 63,750. When the insured person buys (or imports) a replacement yacht for the same value, the supplier (or the insured person as importer) pays VAT of 75,000 and the insured person claims an input tax credit of Taka 63,750. The remainder of the undeductible input tax is covered by the insurers, and is ultimately paid by the second insurer, who is allowed a decreasing adjustment for the full tax fraction in reflection of the fact that the cost of the input tax that cannot be deducted by the insured person is a cost of the insurer's business and has been effectively taxed. The adjustment required under subsection (6) ensures that that insured person does not receive a double benefit by being paid the VAT-inclusive price of the replacement boat and an input tax credit when it purchases that replacement boat."

বিধি ৩৪ এ বর্ণিত হ্রাসকারী ও বৃদ্ধিকারী সমন্বয় সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়:

বীমা সেবা গ্ৰহণকারী	বীমা সেবা প্রদানকারী বা বীমাকারী	পুনঃবীমাকারী
ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করেছে। বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করবে। [৩৪(৩)]	বীমা সেবা গ্রহণকারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে। হ্রাসকারী সমন্বয় করবে [৩৪(১)]	বীমাকারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে। হ্রাসকারী সমন্বয় করবে। (এই অংশটুকু বিধিতে নেই)
	পুনঃবীমাকারীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করবে। [৩৪(২)]	

প্রস্তাব-৬০

বিধি ৩৫ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব

বিধি ৩৫ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি:

“৩৫। লটারি, লাকি-ড্র, র‍্যাফল ড্র, হাউজি এবং অনুরূপ উদ্যোগের ক্ষেত্রে সমন্বয়।—(১) লটারি, লাকি-ড্র, র‍্যাফেল-ড্র, হাউজি, অথবা অনুরূপ কার্যক্রম পরিচালনাকারী ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে আর্থিক পুরস্কার বা অন্যবিধভাবে পুরস্কার প্রদান করা হইলে উক্ত ব্যক্তি হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবেন।

(২) হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ হইবে আর্থিক পুরস্কার বাবদ পরিশোধিত অর্থের কর-ভগ্নাংশের সমপরিমাণ অথবা অন্যবিধভাবে প্রদান করা পুরস্কারের ক্রয়মূল্য বা ন্যায্য বাজার মূল্যের কর-ভগ্নাংশের সমপরিমাণ।

(৩) যে কর মেয়াদে পুরস্কার বাবদ অর্থ পরিশোধ করা হইবে সেই কর-মেয়াদে অথবা তৎপরবর্তী ৪(চার)টি কর-মেয়াদের মধ্যে হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: কতটুকু পরিমাণ হ্রাসকারী সমন্বয় করতে হবে তা এই বিধিতে উল্লেখ করা হয়নি। সাধারণত হ্রাসকারী সমন্বয় করতে হবে কর-ভগ্নাংশের সমপরিমাণ অর্থ। হ্রাসকারী সমন্বয় প্রদান করার জন্য অনূন ৪(চার) কর-মেয়াদ সময় দেয়া যায়। আইন ও বিধির অন্যত্র বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সেরকম দেয়া হয়েছে। কোনো বিষয় একরকম হলে তা বাস্তবায়ন করা সহজ হয়। তাছাড়া, এই বিধির বর্ণনা আরো সাবলীল করা যায়। তাছাড়া, আর্থিক পুরস্কার ছাড়া দ্রব্যের মাধ্যমেও পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাই, বিধিতে সে বিষয়টিও

উল্লেখ থাকা দরকার। সে মোতাবেক বিধিটি উক্তরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাব-৬১

বিধি ৩৬ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব

বিধি ৩৬ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি:

“৩৬। করহার বা পরিমাণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমন্বয়।—(১) কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি হ্রাসকারী বা বৃদ্ধিকারী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবেন, যদি উক্ত ব্যক্তি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রকৃত কর অপেক্ষা ভিন্ন পরিমাণ কর পরিশোধ করিয়া থাকেন।

(২) সংশ্লিষ্ট সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিশোধিত করের পরিমাণ এবং প্রকৃত প্রদেয় করের পরিমাণের মধ্যে পার্থক্যজনিত অর্থ হইল সমন্বয়যোগ্য অর্থের পরিমাণ।

(৩) প্রকৃত কর অপেক্ষা ভিন্ন পরিমাণ কর পরিশোধ করা হইয়াছে ইহা যেই কর মেয়াদে উদ্ঘাটিত হইবে, সেই কর মেয়াদে বা তৎপরবর্তী ২ (দুই)টি কর মেয়াদের মধ্যে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ২ শতাংশ সুদসহ সমন্বয় সাধন করিতে হইবে কিন্তু হ্রাসকারী সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সুদ প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) সরবরাহকারী এবং সরবরাহ গ্রহীতা যিনিই প্রথমে সমন্বয় করণ না কেন, অপরজনকে বিপরীতধর্মী সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: শিরোনামে “করহার” এর পরিবর্তে “করহার বা পরিমাণ” প্রতিস্থাপন করা দরকার। কারণ, তৃতীয় তফসিলের টেবিল-৪ মোতাবেক হার ছাড়া পরিমাণ পরিবর্তন হতে পারে।

(১) এই উপ-বিধিতে “বিশেষ কোনো সরবরাহের ক্ষেত্রে” শব্দসমূহ প্রয়োজন নেই। কারণ, যেকোনো সরবরাহের ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতি হতে পারে। ইহা কোনো বিশেষ সরবরাহের জন্য প্রযোজ্য নয়। “মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ করিয়া থাকেন” এই শব্দসমূহও সঠিক নয়। কারণ, এভাবে সম্পূরক শুদ্ধ কম-বেশি পরিশোধিত হতে পারে। তাই, শিরোনামে “করহার” বলা হয়েছে, “মূল্যকহার বলা হয়নি”।

(২) এই বিধিতেও “মূল্য সংযোজন কর” উল্লেখ করা হয়েছে। “কর” উল্লেখ করা শ্রেয়।

(৩) সমন্বয় কখন করতে হবে তা একটি প্রশ্ন। উপ-বিধি (৩) এ উল্লেখ রয়েছে যে, যে কর-মেয়াদে অর্থ পরিশোধ করা হবে সে কর-মেয়াদের দাখিলপত্রে সমন্বয় সাধন করতে হবে। এ বিষয়টি অস্পষ্ট। এখানে অর্থ পরিশোধ বলতে কী বুঝানো হয়েছে, সরবরাহের মূল্য না-কি ভ্যাট? প্রকৃত অর্থে সরবরাহের মূল্য এবং ভ্যাট পূর্বেই পরিশোধ করা হয়েছে।

মূল্য এবং ভ্যাট প্রদান করেছেন সরবরাহ গ্রহণকারী। সরবরাহের মূল্য পরিশোধ করার সময় বিষয়টি জানা যাবে এমনটি কাম্য নয়। বিষয়টি আরো অনেক পরে জানা হতে পারে। সরবরাহ প্রদানকারী বা গ্রহণকারী যে কেউ বিষয়টি উদ্ঘাটন করতে পারেন। এ দুজনের যে কেউ সমন্বয়ের কাজ শুরু করতে পারেন। একজন সমন্বয় করলে অপরজনও করেসপন্ডিং সমন্বয় করবেন এ সংক্রান্ত বিধান থাকা আবশ্যিক। সে মোতাবেক উক্তরূপ প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

প্রস্তাব-৬২

বিধি ৪৫ সংশোধন করার প্রস্তাব

এই বিধির মাধ্যমে ধারা ৬২ এর আওতায় পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যেসব দলিল চাওয়া হয়েছে তা বেশ অতিরিক্ত বলে মনে হয়। ১৯৯১ সনের ভ্যাট আইনেও এরূপ প্রত্যর্পণ/রেয়াত নেয়ার বিধান ছিল। সেখানে মূলত বিল-অব-এক্সপোর্ট এবং পিআরসি এর ভিত্তিতে প্রাপ্য প্রত্যর্পণ রেয়াত হিসেবে চলতি হিসাব রেজিস্টারে (মুসক-১৮) জমা করে নেয়া যেতো। বিশেষ করে এখানে উপ-বিধি (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (ই)তে যে দলিল চাওয়া হয়েছে (রপ্তানিকৃত পণ্যে আমদানিকৃত উপকরণ ব্যবহারের প্রমাণপত্র) তা দাখিল করা খুব কঠিন হবে বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে কোন্ দলিল দাখিল করতে হবে তা বলা হয়নি।

তাছাড়া, এক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ/রেয়াত নেয়ার প্রয়োজনে কমিশনারের কাছে আবেদন করতে হবে এবং কমিশনারের অনুমোদন পাওয়ার পর প্রত্যর্পণ/রেয়াত নেয়ার বিধান করা হয়েছে। পূর্বের আইনের আওতায় এরূপ বিধান ছিল না। পূর্বের আইনের আওতায় রপ্তানিকারক নিজে নিজেই দলিলাদির ভিত্তিতে চলতি হিসাব রেজিস্টারের মাধ্যমে প্রাপ্য প্রত্যর্পণ রেয়াত হিসেবে জমা করে নিতেন। বর্তমান বিধান অনুসারে কমিশনার অনুমতি দেয়ার পর এরূপ সমন্বয় করা যাবে যা করদাতাবান্ধব হবে না। তাছাড়া, এরূপ বিধান রপ্তানি নিরুৎসাহিত করার আশংকা রয়েছে। কমিশনারের পক্ষে এত অনুমতি দেয়া সহজ হবে না। তাছাড়া, কমিশনার যদি তাঁর এই দায়িত্ব অন্য কোনো কর্মকর্তার ওপর ডেলিগেট করে দেন, তাহলেও নানা জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই, নির্দিষ্ট দলিলাদির ভিত্তিতে রপ্তানিকারক নিজে নিজেই প্রাপ্য প্রত্যর্পণ রেয়াত হিসেবে দাখিলপত্রে সমন্বয় করে নেবেন, এরূপ বিধান করা সমীচীন বলে আমার অভিমত। পরবর্তীতে রুটিন নিরীক্ষা করার সময় বা কোনো বিশেষ নিরীক্ষা করার সময় ভ্যাট কর্তৃপক্ষ যাচাই করে দেখবেন যে, সমন্বয় করা সঠিক আছে কি-না।

প্রস্তাব-৬৩**বিধি ৪৯ সংশোধন করার প্রস্তাব**

উপ-বিধি (২) এ প্রথম ব্যবহৃত “করদাতা” বিলুপ্ত করা সমীচীন হবে; কারণ, এ শব্দটি এ বাক্যের শেষে আরো একবার ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে বাক্যের গঠন সঠিক আছে বলে মনে হয় না।

প্রস্তাব-৬৪**বিধি ৫১ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব**

বিধি ৫১ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি:

“৫১। ডাকযোগে প্রেরিত বা বাহক মারফত দাখিলকৃত দাখিলপত্রের ক্ষেত্রে পেশকৃত হইবার সময়।—ডাকযোগে প্রেরিত বা বাহক মারফত দাখিলকৃত দাখিলপত্রের ক্ষেত্রে ধারা ৬৪ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তারিখের মধ্যে উহা সংশ্লিষ্ট স্থান বা দপ্তরে গৃহীত হইতে হইবে।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: ধারা ৬৪(১) এর প্রেক্ষিতে এই বিধিটি সুস্পষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়না। ধারা ৬৪(১) অনুসারে, কর মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার পর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে দাখিলপত্র দাখিল করতে হবে। ১৯৯১ সনের ভ্যাট আইনেও এরূপ বিধান ছিল। আমাদের দেশের ভ্যাটদাতাগণ এ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত। অর্থাৎ জানুয়ারী মাসের দাখিলপত্র ফেব্রুয়ারী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে; ফেব্রুয়ারী মাসের দাখিলপত্র মার্চ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে ইত্যাদি। অর্থাৎ অনলাইনে দাখিলপত্র পেশ করার ক্ষেত্রে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমে প্রেরণ (send) করতে হবে। অন্যান্য পদ্ধতিতে দাখিলপত্র দাখিল করার ক্ষেত্রে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্থান বা দপ্তরে দাখিলপত্র পৌঁছাতে হবে। বিধি ৫১ পাঠ করলে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোধগম্য হয় না। তাই, বিধি ৫১ উক্তরূপে প্রতিস্থাপন প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাব-৬৫**বিধি ৫২(৬) বিলুপ্ত করার প্রস্তাব**

বিধি ৫২(৬) বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে প্রস্তাব-০০ দেখুন। সহজীকরণের প্রয়োজনে ধারা ৭২ এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাব-৬৬

বিধি ১০১ এ সংযোজনের প্রস্তাব

বিধি ১০১ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ঙ) এর পর নিম্নরূপ নতুন দফা (চ) সন্নিবেশ করার প্রস্তাব করছি:

“(চ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত মূসক পরামর্শক লাইসেন্সপ্রাপ্ত পরামর্শক;”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় সহায়তাকারী হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত মূসক পরামর্শক লাইসেন্সপ্রাপ্ত পরামর্শকপণ বিবেচিত হওয়া সমিচিন।

প্রস্তাব-৬৭

প্রতিনিধির সংজ্ঞা সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রস্তাব

প্রতিনিধির সংজ্ঞা আইনেও রয়েছে আবার বিধিতেও রয়েছে। একই বিষয়ে দুটি সংজ্ঞা থাকার প্রয়োজন নেই। আইন ও বিধিতে একই বিষয় ভিন্নরূপে ব্যবহৃত হলে তা জটিলতার সৃষ্টি করবে। তাই, দুটি সংজ্ঞাকে একিভূত করে আইনে রাখা শ্রেয় হবে।

প্রস্তাব-৬৮

ছাপাখানার সংজ্ঞায় সংশোধনের প্রস্তাব

ছাপাখানার সংজ্ঞায় পুস্তক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় খণ্ডের অনুচ্ছেদ ৩(খ) এর মাধ্যমে পুস্তক ছাপা ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। আবার, এসআরও নং-১৭২-আইন/২০১৯/২৯-মূসক, তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ এর টেবিল-৪ এর মাধ্যমে পুস্তক ছাপা ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু পুস্তক বলতে কি বুঝায়, অর্থাৎ কোন্ ধরনের পুস্তক ছাপা ভ্যাটমুক্ত হবে তা স্পষ্ট নেই যা স্পষ্ট করা দরকার। তাই, এসআরও নং-১৮৬-আইন/২০১৯/৪৩-মূসক, তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ এ প্রদত্ত ছাপাখানার সংজ্ঞার নিম্নে “পুস্তক অর্থ পাঠ্যপুস্তক, রেফারেন্স পুস্তক, ধর্মীয় পুস্তক এবং গল্প ও উপন্যাস” যোগ করা যায়। তাছাড়া, আইনের তফসিল এবং এসআরও দুইস্থানে একই অব্যাহতি না রেখে শুধুমাত্র তফসিল বা এসআরওতে একস্থানে রাখাই শ্রেয়।

প্রস্তাব-৬৯

পরামর্শক এর সংজ্ঞায় সংশোধনের প্রস্তাব

কর্মচারী এবং পরামর্শকের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো কর্মচারী কোনো দপ্তর, প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে নিযুক্ত থাকেন। তার সার্ভিস ওই প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস রুল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরামর্শক এমন নন। পরামর্শক সাময়িকভাবে কোনো কাজ সম্পাদন করার জন্য চুক্তির মাধ্যমে নিয়োজিত হন। পরামর্শক ওই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে নিযুক্ত কর্মচারী নন, তার

চাকুরী ওই প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস রুল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এসআরও নং-১৮৬-আইন/২০১৯/৪৩-মুসক, তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ এ প্রদত্ত সংজ্ঞায় এ বিষয়টি স্পষ্ট না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে পরামর্শককে কর্মচারী হিসেবে বিবেচনা করে ভ্যাট ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। আবার, এই সংজ্ঞার শিরোনামে “ফার্ম” উল্লেখ থাকায় ব্যক্তি পরামর্শকের ক্ষেত্রে ভ্যাট হবে না বলে অনেকে মন্তব্য করে থাকেন। তাই, সংজ্ঞাটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ করা হলো:

“পরামর্শক সেবা:

ব্যাখ্যা।—“পরামর্শক সেবা” অর্থ পণের বিনিময়ে যে কোনো পরামর্শক সেবা প্রদানে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যিনি কোনো দপ্তর, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, সত্তা বা ব্যক্তির সাথে চুক্তির মাধ্যমে নিয়মিতভাবে নিযুক্ত কর্মচারীর বৈশিষ্ট্য ব্যতিরেকে কোনো সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন বা পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন বা অন্যবিধ কোনো পরামর্শ প্রদান করেন অথবা উহা বাস্তবায়নের তদারকি করেন।”

প্রস্তাব-৭০

সিএন্ডএফ সেবার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ আদেশ জারি করার প্রস্তাব

সিএন্ডএফ সেবার ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে বিল-অব-এন্ট্রির সাথে ভ্যাট আদায় করা হয়। ইতোপূর্বে এ সংক্রান্ত একটি আদেশ ছিল। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬, ১লা জুলাই থেকে কার্যকর হওয়ায় ১৯৯১ সালের মুসক আইনের অধীনে প্রণীত/জারীকৃত সকল প্রজ্ঞাপন, আদেশ, দিক-নির্দেশনা ইত্যাদি বাতিল হয়েছে। কিন্তু এখনও পূর্বের আদেশ অনুসারে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিএন্ডএফ সংস্থা হতে মুসক আদায় করা হচ্ছে। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ অনুসারে নিবন্ধিত সিএন্ডএফ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেবার ক্ষেত্রে মুসক আদায় ও রেয়াত গ্রহণ বা সমন্বয়করণ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান না থাকায় মাঠ পর্যায়ে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই এ বিষয়ে নতুন করে পূর্বের ন্যায় সাধারণ আদেশ জারী করলে মুসক আদায় ও প্রদানে জটিলতা দূর হবে এবং রাজস্ব আদায় অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা মনে করি। এই বিষয়টি বিধৃত করে একটি আদেশ জারি করার প্রস্তাব করা হলো। আদেশের একটি খসড়া পেশ করা হয়েছে (সংযুক্তি-৩)।

প্রস্তাব-৭১

উপকরণ বা পণ্য নিবন্ধিত প্রাঙ্গন ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে সংরক্ষণ করার নিমিত্তে আদেশ জারি করার প্রস্তাব

অনেক সময় নানা কারণে উপকরণ বা পণ্য নিবন্ধিত স্থান ব্যতীত অন্যত্র সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয়। নিবন্ধিত প্রাঙ্গনে স্থান সংকুলান না হওয়ার কারণে, ব্যাংকের কাছে উপকরণ বা পণ্য মর্টগেজ থাকার কারণে ইত্যাদি। ভ্যাট ব্যবস্থার আওতায় এ ধরনের কার্যক্রম বিধিবদ্ধ করতে হবে। ব্যবসা সহজীকরণের এটা একটা পদক্ষেপ। এ ধরনের বিধান ১৯৯১ সনের ভ্যাট ব্যবস্থার আওতায় ছিল যা বর্তমানে নেই। এমন একটা আদেশ জারি করা খুব জরুরী। আদেশের একটা খসড়া পেশ করা হয়েছে (সংযুক্তি-৪)।

প্রস্তাব-৭২

ভ্যাট ফোরামের সদস্যগণকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ব্যতীত মুসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রদান করার প্রস্তাব

বাংলাদেশ ভ্যাট প্রফেশনালস ফোরাম (ভ্যাট ফোরাম) প্রায় ৯০০ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত ভ্যাট এরিয়াতে একটি পেশাদার সংগঠন। এই সংগঠনের সদস্যগণ উচ্চশিক্ষিত, ভ্যাট এবং অন্যান্য এরিয়াতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাদের মধ্যে রয়েছেন ব্যারিস্টার, এফসিএ, এফসিএমএ, এফসিজিএ ইত্যাদি ডিগ্রীধারী ব্যক্তিগণ। ভ্যাট এরিয়াতে তাদের দক্ষতা সুবিদিত। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ছাড়া বর্তমানে ৪ (চার) ক্যাটাগরীর ব্যক্তিগণকে মুসক পরামর্শক লাইসেন্স দেয়ার বিধান রয়েছে। যথা:- (১) মূল্য সংযোজন কর বিভাগে জাতীয় বেতন স্কেলের ৯ম গ্রেডের নিম্নে নন এমন পদে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছর কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা; (২) চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট; (৩) কস্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্ট্যান্ট; এবং (৪) চার্টার্ড সেক্রেটারি। ভ্যাট ফোরামের সদস্যগণের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত দক্ষতা বিবেচনায় নিয়ে তাদেরকে একই সুবিধা প্রদান করার প্রস্তাব করছি। সে উদ্দেশ্যে এস,আর,ও নং-২০২-আইন/২০১৯/৫৯-মুসক, তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ এর মাধ্যমে জারিকৃত মুসক পরামর্শক লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধি ৩(ঙ) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি:

“(ঙ) মূল্য সংযোজন কর বিভাগে জাতীয় বেতন স্কেলের ৯ম গ্রেডের নিম্নে নহেন এমন পদ হইতে অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ভ্যাট প্রফেশনালস ফোরাম-এর সদস্য অথবা সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক ডিগ্রী সমাপ্তির একাডেমিক সনদ প্রদানের পর হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারী বা কস্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্ট্যান্টগণ যথাযথভাবে আবেদন দাখিল করিলে পরীক্ষার ফি প্রদান ব্যতীত এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ব্যতীত তাহাদেরকে মুসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে।”

প্রস্তাব-৭৩

রপ্তানি পদ্ধতি সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ জারি করার প্রস্তাব

রপ্তানির পদ্ধতি এবং রপ্তানি আয়ের ওপর থেকে ভ্যাট কর্তন করা বা না করা বিষয়ে সাধারণ আদেশ জারি করা প্রয়োজন। পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতে হলে পদ্ধতি কি হবে? রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (ইপিজেড)-এ পণ্য রপ্তানি করার পদ্ধতি কি হবে? প্রচলিত রপ্তানি হিসেবে পণ্য রপ্তানি করার পদ্ধতি কি হবে? সেবা রপ্তানির পদ্ধতি কি হবে? বন্ড লাইসেন্সধারী শতভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি পদ্ধতি কি হবে, এসব বিষয় বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট করা দরকার। আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে আমাদের দেশে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান না থাকায় ব্যাংক কর্তৃক উৎসে আয়কর এবং অনেক ক্ষেত্রে ভ্যাট কর্তন করা হয়। এতে এ ধরনের রপ্তানিকারকগণ উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। আমাদের দেশে প্রচুর শিক্ষিত বেকার রয়েছে। তাদেরকে পলিসি সাপোর্ট দিলে তারা প্রচুর কাজ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবেন। এ বিষয়ের সাথে ভ্যাট আইন, শুল্ক আইন, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন এবং ব্যাংকিং জড়িত। অন্তত ভ্যাট বিষয়ে একটি সামগ্রিক বিধান জারি করা হলে রপ্তানি বিশেষ করে ক্ষুদ্র রপ্তানি, সেবা রপ্তানি, তথ্য-প্রযুক্তি রপ্তানি বেড়ে যাবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে। সে উদ্দেশ্যে জারিতব্য একটি আদেশের খসড়া পরবর্তীতে পেশ করা হবে।

প্রস্তাব-৭৪

মূসক চালানপত্রে ক্রেতার ঠিকানা সন্নিবেশ করার প্রস্তাব

মূসক-৬.৩ চালানপত্রে ক্রেতার ঠিকানা উল্লেখ করার স্থান নেই। ধারা ৪৬(১)(চ)-তে উল্লেখ রয়েছে যে, কর চালানপত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের নাম, ঠিকানা ও মূসক নিবন্ধন নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। ফরমে ক্রেতার ঠিকানা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

প্রস্তাব-৭৫

“অর্থনৈতিক সংগঠনের সদস্য সেবা” এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করার প্রস্তাব

নিম্নরূপ একটি সেবার সংজ্ঞা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি:

এস০৯৯.৭০ অর্থনৈতিক সংগঠনের সদস্য সেবা

“অর্থনৈতিক সংগঠনের সদস্য সেবা অর্থ লাভজনক হউক বা না হউক এমন কোনো সংগঠন যেখানে সদস্যপদ লাভের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংক্রান্ত পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, লিয়াজোঁ, নীতি নির্ধারণে প্রভাব, পেশাগত সুবিধা ইত্যাদি অর্জন করিয়া নিজ পেশার অর্থনৈতিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা যায়। তবে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠন যেমন: কৃষক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, মৎসজীবী সংগঠন উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: বর্তমানে এমন অনেক সংগঠন রয়েছে যেখানে ফি-এর বিনিময়ে সদস্যপদ নেয়া হয়। উক্ত ফি-এর ওপর ভ্যাট আহরণ সুসংগঠিত করার নিমিত্তে এরূপ একটি সংজ্ঞা প্রয়োজন।

প্রস্তাব-৭৬

যোগানদার এর সংজ্ঞায় সংশোধনের প্রস্তাব

যোগানদার সেবার সংজ্ঞা নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করা হলো:

“যোগানদার (Procurement Provider):

ব্যাখ্যা।- “যোগানদার” অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যিনি বা যাহারা কোনো আমদানিকারক, উৎপাদক বা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে প্রথম তফসিল দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত নহে এমন কোনো পণ্য ক্রয় বা সংগ্রহ করিয়া কোটেশন বা দরপত্র বা কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে কোনো উৎসে মূল্য ক্রয় কর্তনকারীর নিকট পণ্যের বিনিময়ে সরবরাহ করেন। তবে, কোনো উৎপাদক, ব্যবসায়ী বা সেবা প্রদানকারী যোগানদার হিসাবে বিবেচিত হইবে না।”

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি: যোগানদার এর সংজ্ঞায় উল্লেখ রয়েছে “যে কোনো পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন”। যোগানদার নিজেই একটা সেবা। অন্য কোনো সেবা ক্রয় করে সরবরাহ করা হলে তা যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হওয়া সমিচিন নয়, সেবাটি সংশ্লিষ্ট সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও আদায় বিধিমালা, ২০২০ এর অনুচ্ছেদ ৪ এ উল্লেখ রয়েছে “যে সকল সেবার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রহিয়াছে সেই সকল সেবা যোগানদার হিসাবে গণ্য হইবে না”। ধরুন, কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো দরদাতা যদি টেন্ডারের মাধ্যমে কনসালট্যান্ট সরবরাহ করার কার্যাদেশ পেয়ে কনসালট্যান্ট সরবরাহ করেন, তাহলে সরবরাহকারী যোগানদার হিসেবে গণ্য হয় না, কনসালট্যান্ট হিসেবে গণ্য হয়। তাই, যোগানদার এর সংজ্ঞায় “যে কোনো পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন” এর স্থলে “যে কোনো পণ্য সরবরাহ করেন” প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। তাছাড়া, টেন্ডারের বিপরীতে সরবরাহ করা হলেই কোনো কোনো উৎসে কর্তনকারী যোগানদার হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। অর্থাৎ উৎপাদনকারী বা ব্যবসায়ীকেও যোগানদার হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা দেখা যায় যা সঠিক নয়। এ জটিলতাসমূহ নিরসনের লক্ষ্যে যোগানদার এর সংজ্ঞা উক্তরূপে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাব-৭৭

সমন্বিত হিসাব ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রস্তাব

একটা প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের হিসাব রাখে। কোনো হিসাব রাখতে হয় তার নিজের প্রয়োজনে। আবার, কোনো হিসাব রাখতে হয় রেগুলেটরী এজেন্সীর বাধ্যবাধকতা অনুসারে। এভাবে বিভিন্ন প্রয়োজনে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে তার যাবতীয় হিসাবপত্র রাখতে হয়। এভাবে হিসাব রাখতে যেয়ে অনেক বিষয় ডুপ্লিকেট হয়ে যায়। ফলে, ব্যবসার খরচ বেড়ে যায়।

ভ্যাটের জন্য আলাদা হিসাব এমন একটা বিষয়। বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন স্থানে হিসাব থাকলে অনিয়ম করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই, যাবতীয় হিসাব একসাথে, এক ফরম্যাটে রাখতে পারলে খরচ কমে, পরিপালন বাড়ে। কোনো প্রতিষ্ঠানের একটা হিসাব থাকবে। সে হিসাব ভ্যাট কর্তৃপক্ষ, আয়কর কর্তৃপক্ষ, আরজেএসসি, ব্যাংক, বীমা বা অন্য যে সব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় তারা প্রয়োজনমত ব্যবহার করবে। সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য সহজ হিসাব পদ্ধতি প্রবর্তন করা দরকার যা হবে অন্য সব হিসাবের পরিপূরক। সহজ হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে যেন হিসাব রাখা কারো জন্যে কঠিন এবং ব্যয়বহুল না হয়। ভ্যাটের হিসাব যেন তার নিজস্ব হিসাবের সম্পূরক ও পরিপূরক হয় এমন হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ভ্যাটের হিসাব যেন কেউ বোঝা মনে না করে তা নিশ্চিত করা দরকার।

কোনো একটা শিল্প-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে অনেক আইন মেনে চলতে হয়। ভ্যাট আইন, আয়কর আইন, কাস্টমস আইন, কোম্পানী আইন, শিল্প আইন, পরিবেশ আইন, শ্রম আইনসহ আরো অনেক আইন পরিপালন করতে হয়। তবে, সবচেয়ে বেশি হিসাবপত্র রাখতে হয় কোম্পানি আইন এবং ভ্যাট আইন অনুসারে। কোম্পানি আইনে যেসব হিসাবপত্র রাখতে হয় তা আবার প্রতি বছর সিএ ফর্ম দ্বারা অডিট করাতে হয় এবং অডিট রিপোর্ট রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজসহ প্রয়োজনে অন্যান্য দপ্তরে (আয়কর, ব্যাংক, ভ্যাট) দাখিল করতে হয়। ভ্যাট আইন অনুসারেও হিসাবপত্র রাখতে হয়। ভ্যাট বিভাগও অডিট করে। ভ্যাট আইন অনুসারে, কোনো প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভ্যাট বিভাগ অডিট করার জন্য সিএ ফর্মের অডিট রিপোর্টকে ভিত্তি বিবেচনা করে ভ্যাটের অডিট নিষ্পন্ন করে। তাহলে ভ্যাটের জন্য আলাদা হিসাব রাখার দরকার কী? বিশেষ করে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত ভ্যাট অডিট করার সময় সিএ ফর্মের অডিট প্রতিবেদনের খরচের হিসাব দেখে উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্যতা নির্ণয় করা হয়। ভ্যাটের হিসাব, কোম্পানি আইনের হিসাব, আয়কর আইনের হিসাব যা-ই বলা হোক না কেনো, সব ক্ষেত্রেই হিসাব মূলত আয় এবং ব্যয়ের হিসাব। আবার, বলা যায় ক্রয় এবং বিক্রয়ের হিসাব। অথবা বলা যায়, ডেবিট এবং ক্রেডিটের হিসাব। যে শিরোনামেই বলেন না কেনো মূল বিষয় এক-ই। বিভিন্ন আইনে ভিন্ন ভিন্ন ফরম্যাটে এই হিসাব রাখা হয়। বিভিন্ন আইনের আওতায় এক ফরম্যাটে হিসাবরক্ষণ করা যেতে পারে। যদি সব আইনের জন্য একরকম হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি চালু করা যায়, তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, পরিপালন সহজ হবে, স্ব-প্রতিপালন বৃদ্ধি পাবে, রাজস্ব ফাঁকি রোধ করা সহজ হবে। এই কাজটি করা খুব কঠিন নয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি টীম গঠন করে হিসাবরক্ষণ ফরম্যাট একরকম করা যায়। এরপর প্রয়োজনে আইন বা বিধিতে সংশোধন করে একিভূত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি প্রচলন করা যায়। খুব সুন্দরভাবে এ কাজ সম্পন্ন করতে ৬ মাস থেকে ১ বছর সময় প্রয়োজন হতে পারে। ছোট্ট একটি প্রকল্প করেও এ কাজটি সমাধা করা যায়। এ কাজটি করতে পারলে হিসাব ব্যবস্থায় বড় ধরনের শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে একই হিসাব দাখিল করতে হবে বিধায় হিসাব ম্যানিপুলেট করা কঠিন হবে। পরিপালন বৃদ্ধি পাবে, রাজস্ব আদায় বেড়ে যাবে।

আয়কর ব্যবস্থায় হিসাব সংরক্ষণ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মূলত তিনটি আইন বাস্তবায়ন করে; যথা: মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২, কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯ এবং আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪। স্টেইকহোল্ডারদের মতে আয়কর এর তুলনায় ভ্যাট অপারেট করা জটিল। আয়কর এর ক্ষেত্রে অডিটেড এ্যাকাউন্টস এর ভিত্তিতে বছরে একবার এ্যাসেসমেন্ট করলেই হয় এবং উৎসে কর কর্তন ছাড়া খুব কম ক্ষেত্রেই পরবর্তীতে অডিট করা হয়। কিন্তু ভ্যাট এর ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল। ভ্যাট এর রিটার্ন দাখিল করার পর তা যাচাই-বাছাই এর পরও কয়েক ধাপে ভিন্ন ভিন্ন দপ্তরের অডিটের ঝামেলা পোহাতে হয়। যেমন ভ্যাট কমিশনারেটের অডিট, ভ্যাট গোয়েন্দার অডিট, সিআইসি'র অডিট ইত্যাদি। সারা বছর ভ্যাট অফিসে কারণে-অকারণে দৌড়াতে হয়। এমন অভিজ্ঞতাও রয়েছে যে সারাদিন বসে থেকেও একজন অফিসারের দেখা মেলে না। আয়করের তুলনায় ভ্যাটের হয়রানিটা অনেক বেশি। ব্যবসা-বান্ধব করতে হলে এবিষয়গুলোর প্রতি নজর দিতে হবে বলে কিছু স্টেইকহোল্ডার মতামত প্রকাশ করেছেন। স্টেইকহোল্ডারদের এসব মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের জন্য সহজ পদ্ধতি প্রবর্তন করতে না পারলে আমরা একটি আধুনিক ও আদর্শ ভ্যাট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবো না।

স্টেইকহোল্ডারগণ আরো জানিয়েছেন যে, ভ্যাট আইন অনুসারে একজন ব্যবসায়ীকে অনেক ধরনের হিসাব রাখতে হয়, পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ফরম পূরণ করাতো আছেই। একটা মাঝারি বা বড় প্রতিষ্ঠান যদি ম্যানুয়ালী মুসক ফরম পূরণ করে, তাহলে প্রতি মাসে মুসক-৬.৩, মুসক-৬.৬ এবং মুসক-৯.১ পূরণ করতেই অনেক জনবল এবং সময়ের প্রয়োজন হয়। যেটা সত্যিই অনেক ঝামেলাপূর্ণ এবং ব্যয়-বহুল। রাজস্ব আহরণের জন্য এত ফরমে হিসাব রাখার কী প্রয়োজন আছে তা গভীরভাবে বিবেচনা করা দরকার। পক্ষান্তরে, আয়কর আইন অনুসারে প্রতি মাসে এমন হরেক রকম ফরম পূরণের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী যে হিসাব রাখা হয় সেটাকেই আয়কর ব্যবস্থায় গ্রহণ করা হয়। এখানেও ক্রয় বহি, বিক্রয় বহিসহ সব ধরনের বহি/লেজার রাখতে হয়। আয়কর আইন অনুসারে বছরে একবার কর এ্যাসেসমেন্ট করতে হয়। এ্যাসেসমেন্ট এর পূর্বে যখন করদাতাকে নোটিশ দেয়া হয় তখন নোটিশে ক্রয় বহি, বিক্রয় বহিসহ সব ধরনের বহি এবং হিসাবপত্র নিয়ে শুনানিতে উপস্থিত থাকার কথা বলা হলেও বাস্তবে শুধুমাত্র অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে এবং আয়কর আইন অনুসারে উৎসে কর কর্তন সঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা ও আইনের অন্য কিছু বিধি-বিধান পরিপালন করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করে এ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা হয়। ফলে, স্পষ্টত-ই আয়কর আইন এবং ভ্যাট আইন অনুসারে হিসাবপত্র রাখা এবং কর নির্ধারণ করার মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান। Ease of doing business index এ আমাদের দেশের অবস্থান উন্নীত করে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হলে ভ্যাট ব্যবস্থার এসব জটিলতা নিরসণ করতে হবে বলে স্টেইকহোল্ডারগণ মতামত ব্যক্ত করেন।

আমাদেরকে স্বেচ্ছা-পরিপালন (voluntary compliance) বাড়াতে হবে। পরিপালন ব্যবসার খরচ কমায়। সব উন্নত দেশ পরিপালিত এবং স্বচ্ছ। পরিপালন ছাড়া আমরা উন্নতি করতে পারবো না। পরিপালনের মূল হলো অর্থনীতিতে পরিপালন। অর্থনীতিতে পরিপালনের মূল হলো হিসাব ব্যবস্থায় পরিপালন। হিসাব ব্যবস্থা পরিপালিত হলে অনেক কিছু নিশ্চিত হয়ে যায়। ভ্যাট ব্যবস্থা হলো হিসাব-নির্ভর ব্যবস্থা (accounts-based system)। একটি স্বচ্ছ হিসাব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা তাই অতীব জরুরি। বর্তমানে হিসাব-ব্যবস্থার ভিত্তি হলো তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থা। একটা উন্নত তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থা স্থাপন করার মাধ্যমে, উত্তম হিসাব ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, আধুনিক ও আদর্শ ভ্যাট ব্যবস্থা নির্মাণ করা যায়।

কোম্পানী আইন ও ভ্যাট আইনের আওতায় হিসাবের একটি তুলনামূলক আলোচনা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূলত হিসাবপত্র রাখতে হয় এ দুটি আইনের আওতায়। কোম্পানী আইনের ধারা ১৮১ অনুসারে, পাবলিক লিঃ এবং প্রাইভেট লিঃ কোম্পানিকে নিম্নের হিসাব পুস্তকসমূহ সংরক্ষণ করতে হয়।

- (১) ক্রয় বহি (Purchase Ledger): এই বহির নির্দিষ্ট কোনো ফরম্যাট নেই। ক্রয় সংক্রান্ত সব তথ্য এই বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হয়। উল্লেখ্য, ভ্যাট আইনের আওতায়ও ক্রয় হিসাব পুস্তক সংরক্ষণ করতে হয় যার ফরম্যাট রয়েছে “মূসক-৬.১”।
- (২) বিক্রয় বহি (Sales Ledger): এই বহির নির্দিষ্ট কোনো ফরম্যাট নেই। বিক্রয় সংক্রান্ত সব তথ্য এই বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হয়। উল্লেখ্য, ভ্যাট আইনের আওতায়ও বিক্রয় হিসাব পুস্তক সংরক্ষণ করতে হয় যার ফরম্যাট রয়েছে “মূসক-৬.২”।
- (৩) মজুদ বিবরণী (Stock Register): এই বহির নির্দিষ্ট কোনো ফরম্যাট নেই। প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ক্রয়ের মজুদ এবং বিক্রয়ের মজুদ এই বহিতে লিপিবদ্ধ থাকে। উল্লেখ্য, ভ্যাট আইনের আওতায় ক্রয় হিসাব পুস্তকে (মূসক-৬.১) ক্রয়ের মজুদ এবং বিক্রয় হিসাব পুস্তকে (মূসক-৬.২) বিক্রয়ের মজুদ লিপিবদ্ধ থাকে।
- (৪) নগদায়ন বহি (Cash Book): এই বহির নির্দিষ্ট কোনো ফরম্যাট নেই। এই বহির দুটি অংশ। ক্যাশ বুক এবং ব্যাংক বুক। প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ক্যাশ লেন-দেন এবং ব্যাংকের সাথে লেনদেন এই বহিতে লিপিবদ্ধ থাকে। ভ্যাট আইনের আওতায় এমন কোনো হিসাব রাখতে হয় না। কিন্তু ভ্যাট আইনের ধারা ৪৬(১)(ক) অনুসারে, জানার প্রয়োজন হয় যে, লেন-দেনটি নন-ক্যাশ হয়েছে কিনা। তা জানার জন্য বর্তমানে নানা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, নানা ডকুমেন্ট যেমন ব্যাংক চেকের ফটোকপি ইত্যাদি চাওয়া হয়। সমন্বিত হিসাব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে এই বহি থেকে ভ্যাট অফিসারগণ প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন।
- (৫) আয়-ব্যয় হিসাব বিবরণী (Statement of Income and Expenditure): এই বহির নির্দিষ্ট কোনো ফরম্যাট নেই। প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আয় এবং ব্যয়ের হিসাব এই বহিতে লিপিবদ্ধ থাকে। ভ্যাটের আওতায় এমন কোনো হিসাব রাখতে হয়

না। সমন্বিত হিসাব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে ভ্যাট বিভাগের জন্য এই বহি পরীক্ষা করে অডিট কাজ সম্পাদন করা সহজ হবে।

(৬) স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব (Statement of Movable and Immovable Properties and Assets): এই বহির নির্দিষ্ট কোনো ফরম্যাট নেই। প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সম্পত্তির হিসাব এই বহিতে থাকে। ভ্যাটের আওতায় এমন কোনো হিসাব রাখতে হয় না। সমন্বিত হিসাব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে ভ্যাট বিভাগের জন্য এই বহি পরীক্ষা করে অডিট কাজ সম্পাদন করা সহজ হবে।

(৭) সম্পদ, দায় এবং মূলধনের বিবরণী (Statement of Assets, Liabilities and Capital Accounts): এই বহির নির্দিষ্ট কোনো ফরম্যাট নেই। প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সম্পদ, দায় এবং মূলধনের বিবরণী এই বহিতে লিপিবদ্ধ থাকে। ভ্যাটের আওতায় এমন কোনো হিসাব রাখতে হয় না। সমন্বিত হিসাব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে ভ্যাট বিভাগের জন্য এই বহি পরীক্ষা করে অডিট কাজ সম্পাদন করা সহজ হবে।

(৮) রেওয়ামিল (Trial Balance): উক্ত হিসাবসমূহের ভিত্তিতে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।

অডিট রিপোর্ট তৈরি করার আগে গ্র্যাকাউন্টস চূড়ান্ত করতে হয়। এজন্যে কয়েকটা বিবরণী তৈরি করতে হয়:

- (১) চূড়ান্ত নিরীক্ষিত হিসাব (Final Audited Accounts):
- (২) স্থিতিপত্র (Trial Balance):
- (৩) লাভ-ক্ষতির হিসাব (Profit and Loss Account):
- (৪) নগদ প্রবাহ বিবরণী (Cash Flow Statement):
- (৫) মূলধন প্রবাহ বিবরণী (Statement of Changes in Owners Equity):

ভ্যাট আইনের আওতায় এমন কোনো হিসাব রাখতে হয় না। দাখিলপত্র প্রস্তুত করতে হয়। দাখিলপত্রে মূলত ক্রয়, বিক্রয়, রেয়াত, প্রদেয়, হ্রাসকারী সমন্বয়, বৃদ্ধিকারী সমন্বয় ইত্যাদির হিসাব থাকে। এই ফরমটি বেশ বড়, ৬৪টি ঘর পূরণ করতে হয়। এর সাথে আবার অনেকগুলো সাব-ফর্ম রয়েছে সেগুলো পূরণ করতে হয় যা ব্যবসার জন্য বেশ ঝামেলাপূর্ণ। উপরের হিসাবসমূহের মধ্যে যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে। তাই, ভ্যাট দাখিলপত্রে এত তথ্য নেয়ার প্রয়োজন নেই। সংক্ষিপ্ত তথ্য নিয়ে কর-মেয়াদে মোট প্রদেয় পরিমাণ কত তা নির্ণয় করাই যথেষ্ট। নির্ণয় করার পর অনলাইনে পেমেন্ট করে দিতে পারলে সব ঝামেলা শেষ। সরকার কাংশিত রাজস্ব পাবে এবং ব্যবসার জন্য হবে সহজ। পরবর্তীতে অডিট করার প্রয়োজন হলে ওপরের সব ডকুমেন্ট পরীক্ষা করে অডিট করা যাবে। ভ্যাট অফিসারদেরকে ওপরের হিসাব পরিক্ষা করার জন্য কিছু প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজন হবে। তাছাড়া, ভ্যাট আইনে বিধান রয়েছে যে, নিরীক্ষা করার জন্য হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ করা যাবে (. . .)। তাই, হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ করা হলেও উত্তম অডিড সম্পাদন করা যাবে।

এর ফলে, ভ্যাট বিভাগ, আয়কর বিভাগ, কোম্পানি আইন, ব্যাংক এসব বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় পরিপালন সহজ এবং অধিকতর নির্ভুল হবে বলে আশা করা যায়।

প্রচলিত এ্যাকাউন্টিং নীতি এবং রীতি দিয়ে ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমে সমন্বিত হিসাব ব্যবস্থা চালু করা যায়। কারণ, এ্যাকাউন্টিং নীতি অনুযায়ী প্রতিটি আর্থিক লেন-দেন সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে তা হিসাবের খাতায় এন্ট্রি দিতে হয়। যেখানে সমজাতীয় লেন-দেনের জন্য পৃথক পৃথক হেড মেইনটেইন করা হয়। সঠিক নিয়মে প্রতিটি লেন-দেন হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করলে নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রতিটি লেজার থেকে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। তবে, সেটা ম্যানুয়্যাল পদ্ধতিতে রাখা কষ্টসাধ্য। এখানে কাঁচামাল ক্রয় করা থেকে শুরু করে পণ্য বিক্রি করা, ইনভেন্ট্রি মেইনটেইন করা পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে এ্যাকাউন্টিং নীতি ও রীতি রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে তা পুরোপুরি মানা হয় না। দেশে বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার প্রচলন রয়েছে। একটি সমন্বিত হিসাব ব্যবস্থা প্রচলন করতে হলে প্রথমে দক্ষ হিসাবরক্ষক প্রয়োজন হবে। কর অফিসগুলোকে ব্যবসায়ীদের উপস্থাপিত আর্থিক বিবরণী ও অন্যান্য ডকুমেন্টস এর ওপর আস্থা রাখতে হবে। ব্যবসায়ী-বান্ধব করহার চালু করতে হবে। ব্যবসায়ীদেরকে সরকারের পাওনা সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেয়ার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। সমন্বিত হিসাব ব্যবস্থা একটা উত্তম ব্যবস্থা যদি সংশ্লিষ্ট সবাই ব্যবসায়ীক লেন-দেনে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পারেন। দীর্ঘমেয়াদে এর সুবিধা অনেক বেশি। তাই, কোনো গোষ্ঠীস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জাতীয় স্বার্থে আমাদের সমন্বিত হিসাব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ভ্যাট বিভাগকে অগ্রণী ভূমিকায় আসা প্রয়োজন।

প্রস্তাব-৭৮

ভ্যাট অব্যাহতি সংক্রান্ত সকল প্রজ্ঞাপন সমন্বিত করে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করার প্রস্তাব

১৯৯১ সনের ভ্যাট আইন পরিবর্তন করে নতুন একটা ভ্যাট আইন কার্যকর করার পক্ষে যে যুক্তিগুলো উপস্থাপন করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি যুক্তি ছিল যে, ১৯৯১ সনের ভ্যাট আইনটি জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। নানা এসআরও, আদেশ ইত্যাদি জারি করার ফলে তা আর সহজে বোধগম্য নেই। একথা হয়তোবা সঠিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন হয়েছে এখনও এক বছর পার হয়নি, এর মধ্যে যে সংখ্যক এসআরও, আদেশ, ব্যাখ্যাপত্র ইত্যাদি জারি করা হয়েছে, তাতে বিষয়টি সহজের দিকে যাচ্ছে বলে মনে হয় না। শুধুমাত্র ভ্যাট অব্যাহতি বিষয়ে বর্তমানে প্রায় ৩৫টি প্রজ্ঞাপন, আদেশ রয়েছে যা সাধারণের জন্য বোধগম্য হওয়া সহজ নয়। সব অব্যাহতি প্রজ্ঞাপন একত্রে একটি প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হলে তা পাঠকদের জন্য সহজে অধিগম্য এবং বোধগম্য হবে। এ কাজ করা কঠিন নয়। একজন কম্পিউটার অপারেটর মাত্র কয়েক ঘণ্টা কাজ করে এই প্রজ্ঞাপন ও আদেশগুলো একত্র করে দিতে পারেন। বর্তমানের প্রত্যেকটি প্রজ্ঞাপন ও

আদেশ নতুন একটি প্রজ্ঞাপনের এক একটি অনুচ্ছেদ হিসেবে বিন্যস্ত করা যায়। সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করলে এ কাজটি খুব সহজেই করা যায়। এমন একটি খসড়া প্রস্তুত করে দিতে আমাদের বেশি সময় প্রয়োজন হবে না। এই খসড়াটি বেশ বড় হবে। প্রায় ৩৫টি প্রজ্ঞাপন, আদেশ একত্র করতে হবে। নির্দেশিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন, আদেশসমূহ একত্রিত করে একটি খসড়া পেশ করা হবে।

১৯৯১ সনের ভ্যাট আইনের আওতায় এক সময় ট্যারিফ ভ্যালুর অনেকগুলো আদেশ ছিল। পরবর্তীতে তা সমন্বিত করে একটি আদেশ জারি করা হয়েছিল যার ফলে পাঠকদের জন্য অনেক সহজ হয়েছিল। ভ্যাট অব্যাহতি সংক্রান্ত সব প্রজ্ঞাপন, আদেশ এভাবে সমন্বিত আকারে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করার জন্য প্রস্তাব করা হলো।

প্রস্তাব-৭৯

আগাম কর বাতিলপূর্বক এটিভি পুনর্বহাল করার প্রস্তাব

আগাম কর বিলুপ্ত করাই সমীচীন বলে ভ্যাট ফোরামের অভিমত। কারণ, আগাম কর একবার আদায় করা এবং একবার সমন্বয় বা ফেরৎ প্রদান করার সাথে অনেক কাজ জড়িত থাকে। বিশেষ করে ফেরৎ দেয়ার সাথে প্রচুর কাজ জড়িত থাকে। এতসব কাজ করার কোনো অর্থ হয় না। বর্তমানে সব কাস্টম হাউস, কাস্টমস স্টেশন হতে যেসব আমদানিকারকের নিকট থেকে আগাম কর আদায় করা হয়েছে তাদের বিস্তারিত বিবরণী প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটে পাঠানোর জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নির্দেশনা দিয়েছে যেন আগাম কর সমন্বয় বা ফেরৎ দেয়া সহজ হয়। এরূপ বিবরণী প্রস্তুত করে প্রেরণ করতে হলে অনেক জনবলের প্রয়োজন হবে। আগাম কর আমদানি স্তরে আদায় করা, সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটে অবহিত করা, আগাম কর প্রদানকারী কর্তৃক দাখিলপত্রের মাধ্যমে সমন্বয় করা অথবা ফেরৎ নেয়ার জন্য কমিশনার বরাবরে আবেদন করা এবং কমিশনার কর্তৃক ফেরৎ দেয়ার ব্যবস্থা করা, এতসমস্ত কাজ করা হচ্ছে যেন আমদানিকারক আমদানির পর দাখিলপত্র দাখিল করেন, আইনের অন্যান্য বিধি-বিধান পরিপালন করেন সেজন্য। এত কাজ করতে যে জনবল দরকার হবে, সে জনবল সরাসরি ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট আহরণ করতে নিয়োজিত করলে ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট বেশি আহরিত হবে, পরিপালন বেশি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া, বর্তমানে সরকার ইএফডি/এসডিএস প্রবর্তনের চেষ্টা করছে। তা প্রবর্তিত হলে ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট আহরণ সহজ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। ব্যবসায়ী পর্যায়ে যেহেতু আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থার কাঠামো দুর্বল এবং যেহেতু ব্যবসায়ীগণ অনেক দিন ধরে এটিভি প্রদানের সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন, সেহেতু আমদানি পর্যায়ে এটিভি আদায় করা হলে তা রাজস্বের জন্য ভালো হবে। তাই, আগাম কর ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে এটিভি ব্যবস্থা চালু করা অথবা ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট ব্যবসায়ী পর্যায়ে আহরণ করার বিধান করার জন্য সুপারিশ করছি।

প্রস্তাব-৮০

ব্লকচেইন টেকনোলোজির ব্যবহার বাড়তে হবে

ভ্যাট ব্যবস্থার মূল বিষয় হলো হিসাব, অর্থাৎ লেন-দেনের হিসাব, ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব। এখানেই আমাদের মূল সমস্যা। কেউ হিসাবপত্র রাখে না, কেউ রাখতে পারে না, কেউ রাখতে চাই না, কেউ অসত্য হিসাব দাখিল করে ইত্যাদি ইত্যাদি। সঠিকভাবে হিসাবপত্র রাখে বা রাখতে পারে এমন প্রতিষ্ঠান খুব বেশি পাওয়া যাবে না বলে আমার ব্যক্তিগত অভিমত। রিয়েল টাইমে প্রকৃত হিসাব যদি কোথাও রাখা সম্ভব হতো তাহলে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো, সঠিক পরিমাণ ভ্যাট আহরণ করা সম্ভব হতো। বর্তমানে ব্লকচেইন টেকনোলোজি খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছে। হিসাব রাখার ক্ষেত্রে ব্লক চেইন টেকনোলোজি কাজে লাগানো যেতে পারে। আমাদের সব হিসাব রেকর্ডে আনতে হবে। তারপর যেখানে ভ্যাট প্রযোজ্য রয়েছে সেখানে ভ্যাট আদায় করতে হবে; যেখানে প্রযোজ্য নেই, সেখানে আদায় করতে হবে না। হিসাব যদি সহজভাবে রাখা যায়, তাহলে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে আপত্তি থাকবে না বলে আশা করি। আপত্তি থাকলেও সেরকম আপত্তি গ্রহণ করতে হলে জাতীয় অগ্রগতি মন্ডর হয়ে যাবে। তাই, সহজভাবে হিসাব রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তা সবার জন্য বাধ্যতামূলক করতে হবে। বর্তমানে ভ্যাটের হিসাব রাখার যে বিধান তাতে নানা ফরম্যাটে, নানা পদ্ধতিতে হিসাব রাখতে হয়, যা প্রকৃত অর্থেই সহজ নয় এবং ব্যয়বহুল।

প্রস্তাব-৮১

অভিন্ন মূল্যে বিক্রয় সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা যায়

অভিন্ন মূল্যে বিক্রয় সংক্রান্ত বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। ১৯৯১ সনের ভ্যাট আইনে এরূপ বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল। আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো ভ্যাট আদায় করা। যেকোনোভাবে যদি ভ্যাট আদায় করা সহজ হয়, সে পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। তাছাড়া, যেহেতু এরূপ বিধান পূর্বে প্রাকটিস হয়েছে, সেহেতু অনেকে এরূপ বিধানের সাথে অভ্যস্ত। তাই, এরূপ বিধান প্রবর্তন করলে অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে ভ্যাট আহরণ করা সহজ হবে বলে আশা করা যায়।

সংযোজনী-১ (কেন্দ্রীয় নিবন্ধন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

[মূল্য সংযোজন কর]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ:-----/-----২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নং ----- আইন/২০২০/----- মুসক।—মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫, ধারা ৫ ও ১২৭খ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।—(১) এই বিধিমালা **মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ ও কর পরিশোধ) বিধিমালা, ২০২০** নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

- (ক) যেক্ষেত্রে কোনো উৎপাদনকারী এক বা একাধিক স্থান হইতে পণ্য উৎপাদনপূর্বক সরবরাহ করেন এবং কেন্দ্রীয় ইউনিটে সকল হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ ও কর পরিশোধ করেন;
 - (খ) যেক্ষেত্রে কোনো বাণিজ্যিক আমদানিকারক তাহার নিবন্ধিত কেন্দ্রীয় ঠিকানায় পণ্য আমদানিপূর্বক উহার নিজস্ব মালিকাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন বিক্রয় ইউনিটের মাধ্যমে উহা সরবরাহ করেন এবং কেন্দ্রীয় ইউনিটে সকল হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ ও কর পরিশোধ করেন;
 - (গ) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যবসায়ী তাহার কেন্দ্রীয় ইউনিটের ঠিকানায় তৎকর্তৃক ক্রয়কৃত বা সংগৃহীত পণ্য নিজস্ব মালিকাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন বিক্রয় ইউনিটের মাধ্যমে বিক্রয় বা সরবরাহ করেন এবং কেন্দ্রীয় ইউনিটে সকল হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ ও কর পরিশোধ করেন; এবং
 - (ঘ) যেক্ষেত্রে কোনো সেবা সরবরাহকারী নিজস্ব মালিকাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে সেবা সরবরাহ করেন এবং কেন্দ্রীয় ইউনিটে সকল হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ ও কর পরিশোধ করেন;
- (৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

- (ক) আইন অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন);

- (খ) কেন্দ্রীয় ইউনিট অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২ এর দফা (৩৭) এ সংজ্ঞায়িত কেন্দ্রীয় ইউনিট;
- (গ) ফরম অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর কোনো ফরম;
- (ঘ) বাণিজ্যিক আমদানিকারক অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি আইনের প্রথম তফসিলে উল্লিখিত পণ্য ব্যতীত অন্য কোনো পণ্য আমদানিপূর্বক পণ্যের কোনোরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বা গুণগত পরিবর্তন না করিয়া পণ্যের বিনিময়ে অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর করেন;
- (ঙ) ব্যবসায়ী অর্থ আইনের তৃতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ (৩) এ প্রদত্ত ব্যাখ্যায় বর্ণিত ব্যবসায়ী;
- (চ) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬;
- (ছ) মূসক অর্থ মূল্য সংযোজন কর; এবং
- (জ) সমজাতীয় পণ্য অর্থ এমন পণ্য যাহা একই পণ্য নহে, কিন্তু বৈশিষ্ট্য এবং উপাদান একইরূপ এবং যাহা একইরূপ কার্য সমাধা করিতে সক্ষম।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইন এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ।—(১) যদি কোনো ব্যক্তি এক বা একাধিক স্থান হইতে পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন, তাহা হইলে তিনি কেন্দ্রীয় ইউনিটের অনুকূলে কেন্দ্রীয় মূসক নিবন্ধন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি যেই ঠিকানায় কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক সেই ঠিকানা উল্লেখপূর্বক ফরম মূসক ২.১ এ তাহার সকল ইউনিটের তথ্যাদি উল্লেখ করিয়া মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালার বিধি ৪ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিবেন।

(৩) বিভাগীয় কর্মকর্তা প্রাপ্ত আবেদনে বর্ণিত তথ্য প্রাথমিক যাচাই-আন্বে যথাযথ পাইলে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম মূসক ২.৩ এ কেন্দ্রীয় মূসক নিবন্ধন সনদপত্র জারি করিবেন এবং অসম্পূর্ণ তথ্য বা আবেদন যথাযথ বিবেচিত না হওয়ার ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্মকর্তা আবেদনকারীকে উহা ৩ (তিন) দিনের মধ্যে অবহিত করিবেন।

(৪) এইরূপভাবে নিবন্ধিত হওয়ার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সকল হিসাবনিকাশ, কর পরিশোধ ও রেকর্ডপত্র কেন্দ্রীয় ইউনিটে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৪। কর পরিশোধ পদ্ধতি।—(১) আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত ব্যক্তির কেন্দ্রীয় ইউনিট হইতে সকল উৎপাদনস্থল কিংবা

বিক্রয় ইউনিটের প্রদেয় কর সমন্বিতভাবে পরিশোধ করাসহ করদায়িত্ব সংক্রান্ত সকল কার্য পরিচালনা করিতে হইবে।

(২) আইনের ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (৫) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালার বিধি ২১ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ইউনিট হইতে পণ্য সরবরাহের পূর্বে ফরম মূসক-৪.৩ এ (সেবা সরবরাহ ব্যতীত) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ইউনিট হইতে সকল সেবা প্রদানকারী শাখা বা ইউনিটের প্রদেয় কর সমন্বিতভাবে দাখিলপত্রে প্রদর্শনপূর্বক নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত ব্যক্তি কর মেয়াদ শেষে আইনের ধারা ৬৪ হইতে ৬৭ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালার বিধি ৪৭ হইতে ৫০ অনুসারে দাখিলপত্র ফরম মূসক ৯.১ এ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিশোধিত আগাম কর ও অন্যান্য হাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিয়া প্রদেয় মূসক ও সম্পূরক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নিরূপণপূর্বক উহা নির্ধারিত হিসাব কোডে সরকারি কোষাগারে ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদান করিবেন।

(৫) অনলাইনে কর পরিশোধের ক্ষেত্রে কর পরিশোধের পর মূসক কম্পিউটার সিস্টেম হইতে প্রদত্ত প্রাপ্তি স্বীকারপত্র কর পরিশোধের প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৬) অনলাইনে কর পরিশোধ ব্যতীত অন্য পদ্ধতিতে কর জমা প্রদানের ক্ষেত্রে দাখিলপত্রের সহিত কর জমা প্রদানের প্রামাণিক দলিল দাখিল করিতে হইবে।

৫। পণ্য ক্রয়, আমদানি ও সরবরাহ।—কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে কেন্দ্রীয় ইউনিটের নাম, ঠিকানা ও নিবন্ধন নম্বর ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া উপকরণ ক্রয় বা আমদানি বা রপ্তানি এবং পণ্য বা সেবা সরবরাহ করিতে হইবে।

৬। চালানপত্র ইস্যু ও সংরক্ষণ।—নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে চালানপত্র ইস্যু ও উহা সংরক্ষণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত ব্যক্তির নিবন্ধন ফরম মূসক ২.১ এ উল্লিখিত এক ইউনিট হইতে অপর কোনো বিক্রয় ইউনিট বা ওয়ারহাউস বা ডিপোতে পণ্যবাহীন সরবরাহের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালার বিধি ৪০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ঙ) অনুযায়ী ফরম মূসক ৬.৫ এ সকল তথ্যাদি পরিপূর্ণভাবে উল্লেখপূর্বক পণ্য স্থানান্তর চালানপত্র ইস্যু করিতে হইবে;

(খ) কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত ব্যক্তির ফরম মূসক ২.১ এ উল্লিখিত যে কোনো ইউনিট হইতে পণ্যের বিনিময়ে প্রতিটি সরবরাহের বিপরীতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালার বিধি ৪০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) অনুসারে ফরম মূসক ৬.৩ এ একটি কর চালানপত্র ইস্যু করিতে হইবে এবং চালানপত্রে যথাযথভাবে সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করাসহ উক্ত পণ্য চালানোর

বিপরীতে প্রদেয় কর কেন্দ্রীয় নিবন্ধন নং হইতে পরিশোধযোগ্য মর্মে সীলমোহর বা অন্যবিধভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;

- (গ) প্রতিটি বিক্রয় ইউনিট হইতে ইস্যুকৃত কর চালানপত্র ফরম মুসক ৬.৩ এ কেন্দ্রীয় ইউনিটের পাশাপাশি বিক্রয় ইউনিটের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিতে হইবে;
- (ঘ) কেন্দ্রীয় ইউনিট হইতে সকল বিক্রয় ইউনিটসমূহকে ফরম মুসক ৬.৩ কর চালানপত্র বই এবং ফরম মুসক ৬.৫ পণ্য স্থানান্তর চালানপত্র বই সরবরাহ করিতে হইবে এবং সরবরাহকৃত সংখ্যানুক্রমিক চালান বইয়ের হিসাব কেন্দ্রীয় ইউনিটে একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করিতে হইবে; এবং
- (ঙ) প্রতিটি চালানপত্রের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিক্রয় ইউনিট ও কেন্দ্রীয় ইউনিট উভয়স্থলে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৭। পণ্য বা সেবা বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য।—কেন্দ্রীয় ইউনিট হইতে প্রতিটি বিক্রয় ইউনিট বরাবর পণ্য বা সেবা প্রেরণ এবং প্রতিটি ইউনিট হইতে পণ্য বা সেবার বিক্রয় বা সরবরাহের বিবরণ এই বিধিমালার যথাক্রমে “ছক-ক” ও “ছক-খ” অনুযায়ী পরবর্তী কর মেয়াদের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিলপত্রের সহিত কেন্দ্রীয় ইউনিট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কার্যালয়ে পেশ করিতে হইবে।

৮। হিসাব সংরক্ষণ।—কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণকারী ব্যক্তি আইনের ধারা ৫১ হইতে ৫৪ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালার বিধি ৪০ হইতে ৪৪ অনুযায়ী তাহার কেন্দ্রীয় ইউনিট ও সকল বিক্রয় ইউনিটে যাবতীয় হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ করিবেন।

৯। নিরীক্ষা, তদন্ত ও করদায়িতা নিরূপণ।—(১) সংশ্লিষ্ট কমিশনারেট প্রতি বৎসর আবশ্যিকভাবে কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের মুসক নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করিবে, তবে অনিবার্য কারণে একাধিক বৎসরের হিসাব একত্রে নিরীক্ষা করা যাইবে এবং কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের আওতাভুক্ত সকল ইউনিট নিরীক্ষাধীন থাকিবে।

(২) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের কর সংক্রান্ত কার্যক্রম যাচাই, পরীক্ষা ও তদন্ত পরিচালনার মাধ্যমে যথাযথ করদায়িতা নিরূপণ ও রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে কমিশনারের নিকট সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রেরণ করিতে পারিবে।

[বিধি ৭ দ্রষ্টব্য]

ছক - খ

কেন্দ্রীয় ইউনিট বা বিক্রয় ইউনিট হইতে পণ্য/সেবা সরবরাহ ও রাজস্ব বিবরণী

[বিধি ৭ দ্রষ্টব্য]

[illegible]

সংযোজনী-২ (উৎস ভ্যাট কর্তন)

(খসড়া)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা।

[মূল্য সংযোজন কর]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

এস.আর.ও. নং-১৪৯-আইন/২০২০/১১০-মুসক।-মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫, ধারা ৪৯ ও ১২৭খ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, উৎসে মূল্য সংযোজন কর (মুসক) আদায় বা কর্তনের লক্ষ্যে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।— এই বিধিমালা উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও আদায় বিধিমালা, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

- (ক) “আইন” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন);
- (খ) “উৎসে কর্তনকারী সত্তা” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (২১) ও (৯৩) এ সংজ্ঞায়িত উৎসে কর্তনকারী সত্তা;
- (গ) “পণ” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৫৯) এ সংজ্ঞায়িত পণ;
- (ঘ) “ফরম” অর্থ বিধিমালার বিধি ২ এর দফা (জ) এ সংজ্ঞায়িত ফরম;
- (ঙ) “বিধিমালা” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬;
- (চ) “বোর্ড” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৭৩) এ সংজ্ঞায়িত বোর্ড।

৩। যেসব ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে।— (১) আইনের তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত হাসকৃত হারবিশিষ্ট পণ্যের সরবরাহ এবং সুনির্দিষ্ট করবিশিষ্ট পণ্যের সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে সরবরাহ গ্রহণকারী উৎসে কর্তনকারী সত্তা হইলে সমুদয় মূল্য সংযোজন কর উৎসে কর্তন করিতে হইবে।

(২) টেন্ডার, চুক্তি, কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্নের ছকে উল্লিখিত কলাম (২) এ বর্ণিত সেবার কোড এবং কলাম (৩) এ বর্ণিত সেবার বিপরীতে কলাম (৪) এ বর্ণিত হারে আবশ্যিকভাবে উৎসে কর্তনকারী সত্তা কর্তৃক উৎসে কর্তন করিতে হইবে; যথা:-

ক্রম. নং	সেবার কোড	সেবার বিবরণ		মুসক উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)		(৪)
০১.	S০০১.১০	এসি হোটেল		১৫%
	S০০১.২০	এসি রেস্টোরাঁ		১৫%
	S০০১.১০	নন এসি হোটেল		১৫%
	S০০১.২০	নন এসি রেস্টোরাঁ		৭.৫%
০২.	S০০২.০০	ডেকোরেটর্স ও ক্যাটারার্স		১৫%
০৩.	S০০৩.১০	মোটর গাড়ির গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ		১০%
০৪.	S০০৩.২০	ডকইয়ার্ড		১০%
০৫.	S০০৪.০০	নির্মাণ সংস্থা		৭.৫%
০৬.	S০০৭.০০	বিজ্ঞাপনী সংস্থা		১৫%
০৭.	S০০৮.১০	ছাপাখানা		১০%
০৮.	S০০৯.০০	নিলামকারী সংস্থা		১০%
০৯.	S০১০.১০	ভূমি উন্নয়ন সংস্থা		২%
১০.	S০১০.২০	ভবন নির্মাণ সংস্থা	ক) ১-১৬০০ বর্গফুট পর্যন্ত	২%
			খ) ১৬০১ বর্গফুট হইতে তদুর্ধ্ব	৪.৫%
			গ) পুনঃ রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে	২%
১১.	S০১৪.০০	ইভেন্টিং সংস্থা		৫%
১২.	S০১৫.১০	ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স		১৫%
১৩.	S০১৭.০০	কমিউনিটি সেন্টার		১৫%
১৪.	S০২০.০০	জরিপ সংস্থা		১৫%
১৫.	S০২১.০০	প্ল্যান্ট বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা		১৫%
১৬.	S০২৪.০০	আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র	(ক) উৎপাদন পর্যায়ে	৭.৫%
			(খ) বিপণন পর্যায়ে (শো-রুম) (উৎপাদন পর্যায়ে ৭.৫% হারে মুসক পরিশোধের চালানপত্র থাকা সাপেক্ষে, অন্যথায়, ১৫%)।	৭.৫%
১৭.	S০২৮.০০	কুরিয়ার (Courier) ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস		১৫%
১৮.	S০৩১.০০	পণ্যের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং-এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা		১০%
১৯.	S০৩২.০০	কনসালটেন্সি ফার্ম ও সুপারভাইজরি ফার্ম		১৫%

ক্রম. নং	সেবার কোড	সেবার বিবরণ	মুসক উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)
২০.	S০৩৩.০০	ইজারাদার	১৫%
২১.	S০৩৪.০০	অডিট এন্ড একাউন্টিং ফার্ম	১৫%
২২.	S০৩৭.০০	যোগানদার (Procurement Provider)	৭.৫%
২৩.	S০৪০.০০	সিকিউরিটি সার্ভিস	১০%
২৪.	S০৪৩.০০	টেলিভিশন ও অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সররাহকারী	১৫%
২৫.	S০৪৫.০০	আইন পরামর্শক	১৫%
২৬.	S০৪৮.০০	পরিবহন	(ক) পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ৫%
		ঠিকাদার	(খ) অন্যান্য পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ১০%
২৭.	S০৪৯.০০	যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী	১৫%
২৮.	S০৫০.১০	আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বা ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর	১৫%
২৯.	S০৫০.২০	গ্রাফিক ডিজাইনার	১৫%
৩০.	S০৫১.০০	ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম	১৫%
৩১.	S০৫২.০০	শব্দ ও আলোক সরঞ্জাম ভাড়া প্রদানকারী	১৫%
৩২.	S০৫৩.০০	বোর্ড সভায় যোগদানকারী	১০%
৩৩.	S০৫৪.০০	উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারকারী	১৫%
৩৪.	S০৫৮.০০	চার্টার্ড বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী	১৫%
৩৫.	S০৬০.০০	নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা	৭.৫%
৩৬.	S০৬৫.০০	ভবন, মেঝে ও অংগন পরিষ্কার বা রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা	১০%
৩৭.	S০৬৬.০০	লটারির টিকিট বিক্রয়কারী	১০%
৩৮.	S০৬৭.০০	ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা	১৫%
৩৯.	S০৭১.০০	অনুষ্ঠান আয়োজক	১৫%
৪০.	S০৭২.০০	মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান	১৫%
৪১.	S০৯৯.১০	তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services)	৫%
৪২.	S৯৯.২০	অন্যান্য বিবিধ সেবা	১৫%
৪৩.	S৯৯.৩০	স্পন্সরশীপ সেবা (Sponsorship Services)	১৫%
৪৪.	S০৯৯.৫০	ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি	৭.৫%

(৩) অনিবার্জিত ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত অনাবাসিক ব্যক্তির নিকট হইতে গৃহীত সেবার মূল্য পরিশোধের সময় মূল্য প্রেরণকারী ব্যাংক ১৫% হারে মুসক উৎসে আদায়/কর্তন করিয়া সংশ্লিষ্ট কর-মেয়াদে কর্তনকারী ব্যাংক-এর দাখিলপত্রে সারি নং ২৭ এ বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করিবে।

(৪) নিবন্ধিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১৫% হারে মুসক জমা প্রদান করিয়া ট্রেজারি চালানোর অনুলিপি মূল্য পরিশোধকারী ব্যাংক-এর নিকট প্রদান করা হইলে ব্যাংক উৎসে মুসক আদায় ব্যতীত সেবা মূল্য বাবদ অর্থ বিদেশে প্রেরণ করিবে। সেবার আমদানিকারক পণ্যের সরবরাহকারী হইলে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মুসক-৪.৩)-তে উক্ত সেবা অন্তর্ভুক্ত থাকা এবং ট্রেজারী চালান হস্তগত থাকা সাপেক্ষে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং সেবার আমদানিকারক সেবা সরবরাহকারী হইলে ট্রেজারী চালান হস্তগত থাকা সাপেক্ষে রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নকালে বা, ক্ষেত্র বিশেষে, কোনো সুবিধা সৃষ্টিকারী সেবার ক্ষেত্রে উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১৫% হারে উৎসে মুসক আদায় করিবে। এছাড়া, প্রদত্ত লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিটে উল্লিখিত শর্তের আওতায় রাজস্ব বন্টন (Revenue sharing), রয়্যালটি, কমিশন, চার্জ, ফি বা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে উৎসে মুসক আদায় করিতে হইবে।

(৬) “স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী” সেবার ক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক ভাড়ার উপর ১৫% হারে মুসক দাখিলপত্রের ২৭ নং সারিতে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করিয়া প্রদান করিতে হইবে। ইমারত বা অবকাঠামো বিধায় এই ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে না।

(৭) “বিজ্ঞাপনী সংস্থা” সেবা প্রদানকারী যেই ক্ষেত্রে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা/রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যাগিত মুসক-৬.৬ চালানপত্র বা মুসক চালানপত্র হিসাবে বিবেচিত কোনো চালানপত্রসহ বিল দাখিল করিবে, সেই ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না। উক্তরূপে প্রত্যাগিত মুসক চালানপত্র বিলের সহিত না থাকিলে ১৫% হারে মুসক উৎসে কর্তন করিতে হইবে।

(৮) Petti Purchase হিসাবের খাত হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে মাস শেষে সমজাতীয় সরবরাহের মোট ব্যয়ের উপর একত্রে উৎসে মুসক প্রদান/কর্তন করিতে হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে উৎসে কর্তন সনদপত্র (মুসক-৬.৬) জারি করিতে হইবে না।

৪। যোগানদারের ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন।- উৎসে কর্তনকারী কর্তৃক যোগানদার সেবার বিপরীতে উৎসে মুসক কর্তনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয়:

(ক) “যোগানদার” অর্থ কোটেশন বা দরপত্র বা কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে কোনো উৎসে কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পণ্যের বিনিময়ে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ ব্যতীত যে কোনো পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা। সুতরাং, উৎপাদক, সেবা প্রদানকারী ও ব্যবসায়ী হিসাবে নিবন্ধিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সকল ব্যক্তি যাহারা অন্য কোনো আমদানিকারক,

উৎপাদক, ব্যবসায়ী বা সেবাপ্রদানকারীর নিকট হইতে প্রথম তফসিল দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত নহে এমন কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয় বা সংগ্রহ করিয়া উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট সরবরাহ করে, তাহারা যোগানদার হিসাবে বিবেচিত হইবে। যেই সকল সেবার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রহিয়াছে সেই সকল সেবার সরবরাহকারী যোগানদার হিসাবে গণ্য হইবে না। যোগানদার এর মূসক নিবন্ধনপত্রে Type of Ownership/Major Area of Economic Activity এর বিপরীতে Procurement Provider উল্লেখ থাকিতে হইবে।

- (খ) প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো পণ্য বা সেবা যোগানদার কর্তৃক সরবরাহ প্রদানের ক্ষেত্রে যোগানদার সেবা হিসাবে সরবরাহ গ্রহণকারীকে উৎসে কর্তন করিতে হইবে। তবে, প্রজ্ঞাপনে যোগানদার হিসাবে পৃথকভাবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবা উক্ত কর্তনের আওতা বহির্ভূত থাকিবে। এবং
- (গ) আইনের তৃতীয় তফসিলের টেবিলে উল্লিখিত হাসকৃত হারের পণ্য এবং সুনির্দিষ্ট করবিশিষ্ট পণ্য মূসক চালানপত্রসহ উৎপাদনকারী কর্তৃক সরবরাহ প্রদানের ক্ষেত্রে ‘যোগানদার’ হিসাবে বিবেচিত হইবে না।

৫। যেই সব ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।— (১) সরবরাহকারী ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে মূসক আরোপিত রহিয়াছে এইরূপ কোনো পণ্য উক্ত হার উল্লেখপূর্বক ফরম মূসক-৬.৩ (কর চালানপত্র) এর মাধ্যমে সরবরাহ করিলে সেই ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।

(২) অনুচ্ছেদ-৩(২) এ বর্ণিত টেবিলে উল্লিখিত সেবা ব্যতীত অন্য কোনো সেবা মূসক চালানপত্রসহ (মূসক-৬.৩) সরবরাহ করা হইলে, সেই ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।

(৩) জ্বালানী তেল, গ্যাস, পানি (ওয়াসা), বিদ্যুৎ, টেলিফোন, মোবাইল ফোন পরিষেবার বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।

(৪) আইনের প্রথম তফসিলে উল্লিখিত পণ্য বা সেবা বা উভয় সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।

(৫) শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।

(৬) টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক টার্নওভার কর চালানপত্রসহ (মূসক-৬.৯) কোনো সরবরাহ প্রদান করা হইলে উৎসে কর্তন করিতে হইবে না।

৬। উৎসে মূসক কর্তনকারীর করণীয়।— (১) সরবরাহকারী চালানপত্র (ফরম মূসক-৬.৩) জারি না করিলে, উৎসে কর্তনকারী সত্তা সরবরাহকারীর নিকট হইতে কোনো

সরবরাহ গ্রহণ করিবে না এবং সরবরাহকারীকে উক্ত সরবরাহের বিপরীতে কোনো মূল্য পরিশোধ করিবে না।

(২) উৎসে মূসক কর্তনকারী সত্তা বা সরবরাহগ্রহীতার দাখিলপত্র দাখিল করিবার বাধ্যবাধকতা থাকিলে বিধিমালার বিধি ৪০(১)(চ)(আ) মোতাবেক পণ পরিশোধের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে **ফরম মূসক-৬.৬** এ সরবরাহকারীর অনুকূলে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিয়া উহার একটি অনুলিপি কর্তনকারীর সংশ্লিষ্ট মূসক সার্কেলে প্রেরণ করিবেন। উৎসে কর্তনকারী আইন-এর ধারা ৪৯(৩) মোতাবেক উক্ত কর-মেয়াদের দাখিলপত্রের ২৪ নম্বর সারিতে কর-মেয়াদে কর্তিত সকল অর্থের সমপরিমাণ বৃদ্ধিকারী সমন্বয় সাধন করিবেন। এইরূপ উৎসে কর্তনকারী প্রয়োজনে কর্তিত মূসক ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে কর্তনকারীর কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোডে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিয়া দাখিলপত্রের ৫৮ নম্বর সারিতে উল্লেখ করিতে পারিবেন।

(৩) উৎসে মূসক কর্তনকারী সত্তা বা সরবরাহগ্রহীতার দাখিলপত্র দাখিল করিবার বাধ্যবাধকতা না থাকিলে বিধিমালার বিধি ৪০(১)(চ)(ই) মোতাবেক পণ পরিশোধের ১৫ (দিনের) মধ্যে কর্তিত মূসক ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে কর্তনকারীর কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোডে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিয়া **ফরম মূসক-৬.৬** এ সরবরাহকারীর অনুকূলে ট্রেজারী চালানের কপিসহ উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিয়া উহার একটি অনুলিপি ট্রেজারী চালানের মূল কপিসহ কর্তনকারীর সংশ্লিষ্ট মূসক সার্কেলে প্রেরণ করিবেন।

(৪) উৎসে কর্তনকারী উৎসে কর্তিত মূসক জমা প্রদানের জন্য ট্রেজারি চালানে অর্থনৈতিক কোড “১/১১৩৩/উৎসে কর্তনকারীর সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটের কোড/০৩১১” লিখিতে হইবে। কমিশনারেটের কোডসমূহ হইল: ঢাকা (পূর্ব) ০০৩০, ঢাকা (পশ্চিম) ০০৩৫, ঢাকা (উত্তর) ০০১৫, ঢাকা (দক্ষিণ) ০০১০, চট্টগ্রাম ০০২৫, কুমিল্লা ০০৪০, সিলেট ০০১৮, রাজশাহী ০০২০, রংপুর ০০৪৫, যশোর ০০০৫, এবং খুলনা ০০০১। এলাটিউ (মূসক) কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোড ১/১১৩৩/০০০৬/ ০৩১১। ট্রেজারি চালানোর প্রথম কলামে “যার মারফত প্রদত্ত হইল তার নাম ও ঠিকানা” এর নিম্নে জমা প্রদানকারী ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা লিখিতে হইবে। ট্রেজারি চালানোর দ্বিতীয় কলামে “যে ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে টাকা প্রদত্ত হইলো তার নাম, পদবি ও ঠিকানা” এর নিম্নে উৎসে কর্তনকারীর নাম, ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বর, যদি থাকে, সার্কেল এবং কমিশনারেটের নাম লিখিতে হইবে। একাধিক সরবরাহ হইতে কর্তিত মূসক একটি ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা দেয়ার ক্ষেত্রে বিপরীত পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। উৎসে মূসক কর্তনকারী তার দাখিলপত্রে Sub-form (For Note - 24) এ Tax Deposit Account Code কলামে সরবরাহকারীর কমিশনারেটের এ্যাকাউন্ট কোড উল্লেখ করিবে।

(৫) উৎসে কর্তনকারী সত্তাসমূহের মধ্যে যে সকল সত্তার লেনদেন বা তৎসংক্রান্ত বিল হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়, তাহাদের উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও তাহা সরকারি কোষাগারে পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

(৬) উৎসে কর্তনকারী সত্তা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট দাখিলকৃত বিলে, যাহার অনুকূলে বিল অনুমোদন করা হইয়াছে তাহার নাম ও ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা উল্লেখ করিবেন এবং উল্লিখিত বিল পরিশোধের জন্য অনুমোদিত হইলে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা উহা হইতে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর কর্তন করিয়া বুক ট্রান্সফার বা অন্যবিধ স্বীকৃত পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগারে জমা করিবেন।

(৭) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বিল পরিশোধের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উৎসে কর্তনকারী সত্তাকে অবহিত করিবেন ও মূসক কম্পিউটার সিস্টেমে তথ্য প্রেরণ করিবেন। উৎসে কর্তনকারী সত্তা অবহিত হওয়ার ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে **ফরম মূসক-৬.৬** এ সরবরাহকারীর অনুকূলে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিবেন।

৭। সরবরাহকারীর করণীয়।- (১) সরবরাহকারীকে পণ্য বা সেবা সরবরাহকালে **ফরম মূসক-৬.৩** এ করচালানপত্র ইস্যু করিতে হইবে।

(২) সরবরাহ প্রদানের করমেয়াদে দাখিলপত্র **ফরম মূসক-৯.১** এর “Part-3: SUPPLY – OUTPUT TAX” এ মূল্য এবং মূসকের পরিমাণ বা সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া সরবরাহের উপর প্রযোজ্য মূসক পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট হইতে **ফরম মূসক-৬.৬** এ উৎসে কর্তন সনদপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে দাখিলপত্রের ২৯ নম্বর সারিতে উৎসে কর্তিত মূসকের সমপরিমাণ হাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে, পূর্বের উপানুচ্ছেদ (২) মোতাবেক সরবরাহের কর-মেয়াদে প্রদেয় কলামে সেবামূল্য ও মূসক উল্লেখ করিয়া পরিশোধ করা না হইলে সেবা সরবরাহকারী হাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৪) যে করমেয়াদে উৎসে কর্তনকারী কর্তৃক সরবরাহের উপর প্রদেয় কর কর্তন ও পরিশোধ করা হয়, সেই করমেয়াদে বা সেই করমেয়াদের পরবর্তী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে হাসকারী সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পর সমন্বয় দাবি তামাদি হইবে।

৮। সুদ, দণ্ড, ইত্যাদি।- (১) উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা এবং সরবরাহকারী উৎসে কর কর্তন এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী থাকিবে।

(২) উৎসে কর্তনের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও মূসক কর্তন করা না হইলে উক্ত অর্থ ষাণ্মাসিক ২% সুদসহ তাহার নিকট হইতে এমনভাবে আদায় করা হইবে, যেন তিনি পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী। উৎসে কর্তন করিবার পর সরকারি কোষাগারে যথাসময়ে জমা প্রদান করা না হইলে সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনার আইনের ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা (১ক) মোতাবেক উৎসে কর্তনকারী ব্যক্তি, কর্তিত মূসক জমা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) ব্যক্তিগত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

৯। বিবিধ।- (১) কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের শাখা বা বিক্রয়কেন্দ্র তাহাদের কেন্দ্রীয় দপ্তরের মাধ্যমে সকল স্থান ও স্থাপনা ভাড়ার বিপরীতে প্রদেয় মূসকসহ উৎসে কর্তিত মূসক জমা প্রদান করিবে।

(২) একটি সরবরাহের মধ্যে একাধিক উপাদান থাকিলে উৎসে মুসক কর্তন নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে বিধায় টেন্ডার, কোটেশন বা বিলে সরবরাহের উপাদানসমূহ ও প্রতিটি উপাদানের বিপরীতে মূল্য আলাদাভাবে উল্লেখ করিতে হইবে যাহা আইনের ধারা ৩৫ অনুযায়ী পৃথক পৃথক সরবরাহ হিসাবে গণ্য হইবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কার্যকর হইবার পূর্বে চুক্তিবদ্ধ কিন্তু মূল্য পরিশোধিত হয় নাই এমন সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিশোধকালীন সময়ের বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১০। রহিতকরণ।- এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায় বিধিমালা, ২০১৯ রহিত হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

(কাজী ফরিদ উদ্দীন)

প্রথম সচিব (মুসক নীতি)

(সংযোজনী-৩ : সিএন্ডএফ সেবা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

[মূল্য সংযোজন কর]**আদেশ**

সাধারণ আদেশ নং ----- ০০/মুসক/২০২০

তারিখঃ-----/-----২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: সিএন্ডএফ সংস্থার ক্ষেত্রে মুসক আদায় ও রেয়াত গ্রহণ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬, ১লা জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে কার্যকর হওয়ায় ১৯৯১ সনের মুসক আইনের অধীনে প্রণীত/জারীকৃত সকল প্রজ্ঞাপন, আদেশ, দিক-নির্দেশনা ইত্যাদি বাতিল হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এ সিএন্ডএফ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেবার ক্ষেত্রে মুসক আদায় ও রেয়াত গ্রহণ বা হ্রাসকরণ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত না থাকায় মাঠ পর্যায়ে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অবহিত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হলো:

০২. বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এবং সিএন্ডএফ এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিরূপিত প্রাপ্য কমিশনের উপর প্রদেয় মুসক শুল্ক বন্দর/স্টেশনে আমদানি পর্যায়ে আমদানিকারকের শুল্ক-করাদির সংগে আদায় করা হয়ে থাকে। যে সব শুল্ক বন্দর/স্টেশনে স্পীড পদ্ধতি চালু নেই সে সব শুল্ক স্টেশনে সিএন্ডএফ এজেন্ট কর্তৃক ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে মুসক জমা দিতে হয়। স্পীড পদ্ধতি বা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে মুসক জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী সিএন্ডএফ এজেন্ট, সেবা গ্রহীতা আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৪০ অনুযায়ী একটি চালান পত্র (মুসক-৬.৩) প্রকৃত প্রাপ্য বা প্রাপ্ত কমিশন উল্লেখপূর্বক প্রদান করবে। এই চালানপত্রে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস হাউজ/কাস্টমস স্টেশনের নাম, বিল-অব-এন্ট্রি/এক্সপোর্ট নম্বর ও তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে। আমদানিকারক/উৎপাদনকারী এইরূপ চালানপত্রের বিপরীতে, উপকরণ-উৎপাদ সহগে ঘোষিত থাকা সাপেক্ষে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৬ অনুযায়ী রেয়াত গ্রহণ করতে পারবেন এবং সিএন্ডএফ সংস্থা বিল-অব-এন্ট্রি/এক্সপোর্ট বা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সিএন্ডএফ কমিশনের উপর পরিশোধিত মুসক দাখিলপত্রে রেয়াত বা হ্রাসকারী সময় গ্রহণ করতে পারবে।

০৩। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১১৮ক অনুসারে এ আদেশ জারি করা হলো। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নাম:

পদবী:

(সংযোজনী-৪ : উপকরণ ও পণ্য অন্যত্র সংরক্ষণ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

[মূল্য সংযোজন কর]

আদেশ

সাধারণ আদেশ নং----- ০০/মূসক/২০২০

তারিখ:-----/-----২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: উপকরণ ও পণ্য নিবন্ধিত স্থান ব্যতীত অন্যত্র সংরক্ষণ সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা।

কোনো নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বা স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত উপকরণ বা উৎপাদিত পণ্য স্থান্যভাবে বা অন্য কোনো কারণে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সংরক্ষণ না করিয়া কারখানা/প্রতিষ্ঠান অঙ্গানের বাহিরে অন্যের মালিকানাধীন সুবিধাজনক পণ্যাগার বা নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীন/মালিকানাধীন পণ্যাগারে বা ডিপোতে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ দিক-নির্দেশনা জারি করিল, যথা:—

- (ক) আমদানিকৃত বা স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত উপকরণ বা পণ্য মূল্য সংযোজন করের আওতায় সেবার কোড S০০৫.১০ এর অধীন নিবন্ধিত পণ্যাগারে সংরক্ষণ করা যাবে;
- (খ) পণ্যাগারে সংরক্ষিত উপকরণ বা পণ্য, পণ্যাগার সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ করে মূসক চালানপত্রের (মূসক-৬.৩) মাধ্যমে সরবরাহ করা যাবে;
- (গ) নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীন/মালিকানাধীন পণ্যাগারে বা ডিপোতে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মূসক চালানপত্র (পণ্য স্থানান্তর চালানপত্র, মূসক-৬.৫) এর মাধ্যমে সরবরাহ করা যাবে; তবে, কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণের সময় মূসক ফরম ২.১ এ শাখা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

০২। নিবন্ধিত উৎপাদনকারীর কারখানায় উৎপাদিত পণ্য কারখানা অঙ্গানেই সংরক্ষণ করতে হবে। তবে, প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করে উৎপাদিত পণ্য কারখানা অঙ্গানের বাইরে নিজস্ব বা অন্যের মালিকানাধীন পণ্যাগার বা নিজস্ব ডিপো বা সেলস সেন্টারে সংরক্ষণ করা যাবে। সে ক্ষেত্রে পণ্যাগার, ডিপো বা সেলস সেন্টার পর্যন্ত মূল্য সংযোজন মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে এবং উৎপাদন স্থলের ঘোষিত মূল্যে উক্ত স্থান থেকে মূসক চালান জারি করতে হবে। মূসক চালানে এই মর্মে সীল প্রদান করতে হবে যে, সমুদয় মূসক উৎপাদন স্থলে পরিশোধিত।

- ০৩। (ক) অন্যের মালিকানাধীন পণ্যাগারে নিজস্ব উৎপাদিত বা ক্রয়কৃত পণ্য সংরক্ষণের জন্য সরবরাহের নিমিত্তে ক্রেতার নামের স্থলে সরবরাহ-গ্রহীতা হিসাবে পণ্যাগারের নাম, ঠিকানা ও নিবন্ধন নম্বর উল্লেখপূর্বক যথাযথভাবে পূরণকৃত কর চালানপত্র (মুসক-৬.৪) ইস্যু করিতে হইবে
- (খ) নিজস্ব নিম্নগাধীন/মালিকানাধীন পণ্যাগারে বা ডিপোতে নিজস্ব উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণের জন্য সরবরাহের নিমিত্তে ক্রেতার নামের স্থলে সরবরাহ-গ্রহীতা হিসাবে পণ্যাগারের নাম, ঠিকানা ও নিবন্ধন নম্বর উল্লেখপূর্বক যথাযথভাবে পূরণকৃত কর চালানপত্র (মুসক-৬.৫) ইস্যু করিতে হইবে;
- (গ) আমদানীকৃত পণ্য নিজস্ব নিম্নগাধীন/মালিকানাধীন পণ্যাগারে বা ডিপোতে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিল-অব-এন্ট্রির কপি পণ্যাগারে বা ডিপোতে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করিতে হইবে;
- (গ) অন্যের মালিকানাধীন পণ্যাগার হইতে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে চালানপত্রের (মুসক-৬.৪) মাধ্যমে সরবরাহ করিতে হইবে এবং পণ্যাগার সেবার মূল্য এর জন্য পৃথকভাবে মুসক উল্লেখপূর্বক কর চালানপত্র (মুসক-৬.৩) প্রদান করিতে হইবে।

০৪। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৬ এর বিধানমতে—

- (ক) উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর, উপকরণ আমদানি বা স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের স্বপক্ষে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মূল বিল-অব-এন্ট্রি বা অনুচ্ছেদ ০৩ এ উল্লেখিত পদ্ধতিতে পণ্যাগার হইতে ইস্যুকৃত চালানপত্রের (মুসক-৬.৪) ভিত্তিতে পণ্যাগার হইতে নিবন্ধিত কারখানায় অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবসা বা সেবা প্রদানস্থলে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করানো সাপেক্ষে পরবর্তী ২(দুই) কর মেয়াদের যে কোন তারিখে উক্ত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে; এবং
- (খ) একইসাথে পণ্যাগার সেবার বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর, পণ্যাগার হইতে ইস্যুকৃত একই কর চালানপত্রের (মুসক-৬.৩) ভিত্তিতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে।

০৫। মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণের ধরণ নির্বিশেষে পণ্যাগারে বা ডিপোতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধান অনুসরণ করিয়া প্রয়োজনীয় হিসাব পুস্তক ও দলিলাদি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

০৬। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১১৮ক অনুসারে এ আদেশ জারি করা হলো। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নাম:

পদবী:

ভ্যাট দিচ্ছে জনগণ
দেশের হচ্ছে উন্নয়ন

ভ্যাট দেবো জনে জনে
অংশ নেবো উন্নয়নে

উদ্ধাবনে বাড়বে কর
দেশ হবে স্বনির্ভর

Compliance Reduces Business Costs

পরিপালন ব্যবসার খরচ কমায়

পরিপালন করুন, ব্যবসার খরচ কমান

বাংলাদেশ ভ্যাট প্রফেশনালস ফোরাম
(ভ্যাট ফোরাম)